নগর সংস্করণ

সোমবার

১১ নভেম্বর ২০২৪

২৬ কার্তিক ১৪৩১, ৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র বাণিজ্যসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

এক 'ফাইনালে' কত চ্যালেঞ্জ

» খেলা ১৩

মলাট ওলটালেই মূল পত্রিকা

চাকরি ছেড়ে সফল উদ্যোক্তা ডলি

» প্র বাণিজ্য ১১

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৮

সড়কচিত্র

কিছুতেই শৃঙ্খলা আসছে না সড়কে। যেমন খুশি তেমন চলাই যেন নীতিতে দাঁড়িয়ে গেছে সর্বত্র। রাস্তা দিয়ে পথচারী ও যানবাহন চলাচলে কোনোরকম নিয়মকানুনের বালাই নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেকে চলন্ত যানবাহনের সামনে দিয়ে সড়ক পার হচ্ছেন। চালকেরাও কম যান না। যাত্রী তুলতে সড়কের যত্রতত্র বাস দাঁড় করিয়ে রেখে পেছনে জটলা বাধিয়ে দেন। কেউ কেউ নিষিদ্ধ তিন চাকার যান নিয়ে দাবড়ে বেড়াচ্ছেন মহাসড়কে।

সড়কের মাঝে এলোমেলোভাবে বাস দাঁড় করিয়ে রেখে যাত্রী ওঠানামা করছেন চালকেরা। দুই বাসের ফাঁক গলে কোনোরকমে রাস্তা পার হচ্ছেন এক ব্যক্তি। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের জিএসসি মোড় এলাকায়। ছবি : সৌরভ দাশ

যত্রতত্র ইজিবাইক দাঁড় করিয়ে রাখায় পথচলতি মানুষ পড়েন বিপাকে। গতকাল বিকেলে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে। সাদ্দাম হোসেন

শৃঙ্খলা না থাকায় রাজধানীর গুলিস্তান এলাকায় এ রকম যানজট প্রায় নিয়মিত চিত্র। গতকালের ছবি। সাজিদ হোসেন

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দেশের ব্যস্ততম সড়কের একটি। মহাসড়কে তিন চাকার যানবাহন নিষিদ্ধ থাকলেও সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দ্রুতগতির যানবাহনের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলছে এই অবৈধ যান। গতকাল মহাসড়কের কুমিল্লার পদুয়ার বাজার এলাকায়। ছবি : এম সাদেক

সড়কের মধ্যেই চলছে যাত্রী ওঠানো-নামানো। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের জিএসসি এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

অক্টোবরে নিহত ৪৬৯, বেশি দুর্ঘটনা সকালে ও রাতে

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সড়ক দুর্ঘটনায় চলতি বছরের অক্টোবরে ৪৬৯ জন নিহত ও ৮৩৭ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪১ দশমিক ৭৯ শতাংশ মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন।

এ ছাড়া সেপ্টেম্বর মাসের চেয়ে অক্টোবরে প্রাণহানি বেড়েছে ৬ দশমিক ৪৭ শতাংশ। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের মাসিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, সকালে ও রাতে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে। ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ১৩১টি দুর্ঘটনায় ১৪৪ জন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম ২২টি দুর্ঘটনায় ২৪ জন নিহত হয়েছেন।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান রোড সেফটি ফাউন্ডেশন গতকাল রোববার এসব তথ্য প্রকাশ করে। প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, অক্টোবর মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছেন ১৫ দশমিক ১২ জন। ফাউন্ডেশন নয়টি জাতীয় দৈনিক, সাতটি অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং নিজস্ব তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

অক্টোবরে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৭৪ জন নারী ও ৬৬টি শিশু আছে। এ ছাড়া পেশাগত পরিচয়ে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছেন ৫৮ জন শিক্ষার্থী। এ সময়ে ২০৮টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ১৯৬ জন নিহত হন। দুর্ঘটনায় ১০২ জন পথচারী নিহত হয়েছেন।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলছে, অক্টোবরে চারটি নৌ দুর্ঘটনায় ৭ জন নিহত ও ৩ জন আহত হয়েছেন। ২১টি রেল দুর্ঘটনায় ১৮ জন নিহত এবং ৬ জন আহত হয়েছেন। রোড সেফটি ফাউন্ডেশন তাদের পর্যবেক্ষণে বলেছে, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-টমটম) দুর্ঘটনায় ৯৪ জন নিহত হন। সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে জাতীয় মহাসড়কে। এ ছাড়া দুর্ঘটনার ১৭১টি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ও ১১২টি মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটেছে।

একক জেলা হিসেবে চট্টগ্রামে ৩৪টি দুর্ঘটনায় ৩৯ জন নিহত হয়েছেন। সবচেয়ে কম মাগুরা, ঝালকাঠি, বরগুনা ও পঞ্চগড় জেলায়। এই চার জেলায় কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানি ঘটেনি। এ ছাড়া রাজধানী ঢাকায় ২৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২১ জন নিহত এবং ৩৪ জন আহত হয়েছেন।

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে রোড সেফটি ফাউন্ডেশন বলেছে, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, বেপরোয়া গতি, চালকের অদক্ষতা ও অসুস্থতা, ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানা, দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) সক্ষমতার ঘাটতি ও গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি। তারা আরও বলেছে, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে সড়ক পরিবহন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত সংস্কার করে প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

কদমতলী মোড় এলাকায় মূল সড়কের প্রায় অর্ধেক দখল করে রাখা হয় যানবাহন। এতে যানজট দেখা দেয়, ভোগান্তিতে পড়েন মানুষজন। গতকাল রাজধানীর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে। ছবি : দীপু মালাকার

বিপদে ছুটে যেতেন দুই বন্ধু, মারাও গেলেন একসঙ্গে

সড়ক দুর্ঘটনা

সখীপুরে তিনজন, নান্দাইলে দুজন, দেবহাটা ও কুড়িগ্রাম সদরে সড়ক দুর্ঘটনায় একজন করে গত দুই দিনে সাতজন নিহত হয়েছেন।

জুয়েল রানা

নাসির উদ্দিন

মুসলিম উদ্দিন

জুয়েল রানা ও নাসির উদ্দিন সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। ভালো কাজের সঙ্গে থাকতেন।

প্রথম আলো ডেস্ক

জুয়েল ও নাসির ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনে মিলে এলাকায় সমাজসেবামূলক কাজ করতেন। কারও বিপদ দেখলেই ছুটে যেতেন। প্রবাসী আরেক বন্ধুকে এগিয়ে দিতে একসঙ্গে গিয়েছিলেন ঢাকায়। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় তাঁরা মারা যান। এলাকায় ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত দুই বন্ধুর এমন মৃত্যু গ্রামবাসী মেনে নিতে পারছেন না।

নিহত জুয়েল রানা (২৫) টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার আন্দি গ্রামের সেকান্দর আলীর ছেলে এবং নাসির (২২) একই গ্রামের আবদুস সবুরের ছেলে। তাঁদের সঙ্গে দুর্ঘটনায় আন্দি গ্রামের মসজিদের ইমাম মুসলিম উদ্দিনও (২৫) নিহত হন। তাঁর বাড়ি জেলার মধুপুর উপজেলায়। দুই বছর আগে ইমাম হিসেবে তিনি আন্দি গ্রামে এসেছিলেন। গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার সূত্রাপুর এলাকায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে দুর্ঘটনায় তাঁরা নিহত হন।

গতকাল রোববার সকালে আন্দি গ্রামে গিয়ে দেখা যায়, জুয়েলের বাড়িতে তাঁর মা ও স্বজনেরা বিলাপ করছেন। প্রতিবেশী অনেকে তাঁদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। জুয়েলের বন্ধু সাদমান সাদি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'স্বপ্ন ছোঁয়া নামে আমাদের একটি সামাজিক সংগঠন আছে। জুয়েল ও নাসির সংগঠনের সদস্য। করোনার সময় থেকে সমাজের ভালো কাজের সঙ্গে তাঁরা জড়িত ছিলেন। জুয়েল এবার সরকারি সা'দত কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স শেষ করেছেন। চার ভাইয়ের মধ্যে জুয়েল ছিলেন সবার বড়।'

জুয়েলদের বাড়ি থেকে ২০০ গজ পশ্চিমে সামাজিক বনের ভেতর নাসিরদের বাড়ি। ছেলের মৃত্যুর খবরে বাবা আবদুস সবুরের অবস্থা পাগলপ্রায়। তিনি বলেন, 'আমার বাবা কি এসেছে?' তখনো লাশ বাড়িতে পৌঁছায়নি। প্রতিবেশী নারীরা ছাড়াও গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও নাসিরের মাকে দেখতে এসেছেন। শিক্ষক সুলতানা আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'জুয়েল ও নাসিরকে আমি পড়িয়েছি। ওরা খুবই ভালো ছাত্র ছিল। সমাজের ভালো কাজের সঙ্গে সব সময় থাকত। ওদের মৃত্যু কেউ মেনে নিতে পারছে না।'

গ্রামের কয়েকজন জানান, মসজিদের ইমামসহ মারা যাওয়া তিনজন ভালো মানুষ ছিলেন। সুখে-দুঃখে গ্রামবাসীর পাশে থাকতেন। তাঁদের মৃত্যুতে পুরো গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সখীপুরের আন্দি গ্রামের কুয়েতপ্রবাসী মো. মামুন দুই বছর বিদেশে থাকার পর তিন মাস আগে ছুটিতে দেশে আসেন। ছুটি শেষে বন্ধুকে এগিয়ে দিতে শনিবার সন্ধ্যায় একটি প্রাইভেট কারে ঢাকায় যান জুয়েল ও নাসির। গাড়িতে চালকের সঙ্গে ইমাম মুসলিম উদ্দিনসহ দুই বন্ধু ছিলেন। মামুনকে রাতে বিমানবন্দরে নামিয়ে দিয়ে বাড়িতে ফেরার পথে কালিয়াকৈরের সূত্রাপুর এলাকায় একটি সিএনজি স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার জন্য গাড়িটি থা মানো হয়। সেখান থেকে প্রাইভেট কারটি মহাসড়কে উঠতে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।

তিন স্থানে নিহত ৪

ময়মনসিংহের নান্দাইলে বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। ধর্মসভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে সাতক্ষীরার দেবহাটায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আর কুড়িগ্রাম সদরে বাসের চাপায় মোটরসাইকেলের এক চালকের মৃত্যু হয়েছে।

নান্দাইলে বাসের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন একজন। শনিবার রাতে নান্দাইল পৌরসভার সমুর্ত্তজাহান মহিলা কলেজের পাশে ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত দুজন হলেন নান্দাইল উপজেলা সদর ইউনিয়নের রামেরকান্দা গ্রামের রহমত উল্লাহ (৪৫) ও ঝালুয়া মধ্যপাড়া গ্রামের হাবিবুল্লাহ (২২)।

ধর্মসভা শেষে দেবহাটার মাছ ব্যবসায়ী ও কৃষক লক্ষ্মীকান্তের (৫০) আর বাড়ি ফেরা হলো না। শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে সাতক্ষীরা-কালীগঞ্জ সড়কের দেবহাটা উপজেলার চাঁদপুর এলাকায় ওই দুর্ঘটনা ঘটে।

এদিকে গতকাল কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার নাজিরা পচার মসজিদ এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় শামসুল ইসলাম (৩২) নামের এক মোটরসাইকেলচালকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত শামসুল ইসলাম কুড়িগ্রাম ভোকেশনাল মোড় রেলগেট এলাকার বাসিন্দা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধিরা**]

নগর সংস্করণ

প্রথম আলো

সোমবার

১১ নভেম্বর ২০২৪

২৬ কার্তিক ১৪৩১, ৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

প্র বাণিজ্যসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৭, সংখ্যা ৮

বেক্সিমকোর ব্যবস্থাপনায় ‘রিসিভার’ নিয়োগ

বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত

রিসিভারের কাজ হবে সালমান এফ রহমানের সব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

আরও দুই সিদ্ধান্ত

- পাচার করা অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ।
- নগদের কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক নিরীক্ষা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী বেক্সিমকো গ্রুপে ‘রিসিভার’ নিয়োগ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এই রিসিভারের কাজ হবে গ্রুপের সব প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মো. রুহুল আমিনকে রিসিভার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গত ৫ সেপ্টেম্বর বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে তা ব্যবস্থাপনায় ছয় মাসের জন্য একজন রিসিভার নিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর তিনি এখন কারাবন্দী। পোশাক রপ্তানি ও ওষুধ উৎপাদনে শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি বেক্সিমকো।

জানা গেছে, রিসিভার নিয়োগে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছে বেক্সিমকো গ্রুপ। এ বিষয়ে আজ শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের গতকালের সভায় রিসিভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এ সভায় বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থ উদ্ধার প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক আইনি অথবা অর্থ উদ্ধার প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়ারও সিদ্ধান্ত হয়। একই সভায় ডাক বিভাগের ডিজিটাল আর্থিক সেবা ‘নগদ’-এর কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা সাংবাদিকদের বলেন, ‘পর্ষদের সিদ্ধান্ত হওয়ায় দ্রুত এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।’

বেক্সিমকোতে বসল রিসিভার

গত ৫ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের আদেশে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে সালমান এফ রহমানের নেওয়া অর্থ উদ্ধার করতে ও বিদেশে পাঠানো অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানাতে চার সপ্তাহের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মুহম্মদ মাহবুব-উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ ওই আদেশ দেন।

> পর্ষদের সিদ্ধান্ত হওয়ায় দ্রুত এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে।
>
> **হুসনে আরা শিখা**, নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র, বাংলাদেশ ব্যাংক

গত ২৫ বছরে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডসহ সংশ্লিষ্ট গ্রুপের অন্য সব ব্যবসার ঋণের বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করাসহ কয়েকটি বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মাসুদ আর সোবহান আবেদনকারী হয়ে ৪ সেপ্টেম্বর ওই রিট করেন।

আদালতের আদেশ থেকে জানা যায়, সালমান রহমানের বেক্সিমকো গ্রুপ অব কোম্পানিজের অন্য সব ব্যবসা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কী পরিমাণ ঋণ অপরিশোধিত আছে, ঋণের বর্তমান অবস্থা ও পরিশোধের তথ্য দিতে এবং বেক্সিমকো গ্রুপের সব সম্পত্তি সংযুক্ত করে সেসব ব্যবস্থাপনায় রিসিভার নিয়োগ বিষয়ে রুল দেওয়া হয়েছে। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়।

সালমান রহমান সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ পান ২০১৯ সালে। এরপর তিনি হয়ে ওঠেন আর্থিক খাতের প্রধান নিয়ন্ত্রক। আর্থিক খাতের নীতিসিদ্ধান্তে তাঁর মতামতই গুরুত্ব পেত। এই ক্ষমতার জোরে নামে-বেনামে প্রায় ২০টি ব্যাংক থেকে ঋণের নামে অর্থ তুলে নেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন একাধিক নিয়ম শিথিল করে সালমান রহমানকে এভাবে অর্থ নিতে সহায়তা করে।

প্রথম আলোর সংগ্রহ করা নথিপত্র অনুযায়ী, সরকারি-বেসরকারি আট ব্যাংকে বেক্সিমকো গ্রুপের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

অনিয়ম ট্রাফিক আইন না মেনে যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামা করাচ্ছে গণপরিবহনগুলো। এতে যানজটের পাশাপাশি ঘটছে দুর্ঘটনা। গতকাল রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায়। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ **আরও ছবি : মলাট ২**

হত্যাচেষ্টার একটি মামলায় আসামি ৫৩ সাবেক সচিব

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে নির্বিচার গুলি চালিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা এক মামলায় ৫৩ জন সাবেক সচিবকে আসামি করা হয়েছে। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, সাবেক ওই সচিবেরা ‘ভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট’।

সাবেক ওই সচিবদের ‘ফ্যাসিবাদের সহযোগী, রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর ও দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা’ হিসেবে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে রয়েছেন মাত্র এক মাস আগে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের পদ থেকে অবসরে যাওয়া মো. মাহবুব হোসেন। অন্যদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব কবির বিন আনোয়ার, সাবেক মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস, আব্দুস সোবহান সিকদার, তোফাজ্জল হোসেন মিয়া প্রমুখ।

গত ২৯ অক্টোবর ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে মামলাটি করেছেন

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

আনিসুলের প্রভাব, কাদেরের আশীর্বাদে ব্যবসা সিএনএসের

সড়ক ও সেতু বিভাগ

আইটি প্রতিষ্ঠান সিএনএস আওয়ামী লীগ আমলে ১,৫০০ কোটি টাকার কাজ করেছে। এর চেয়ারম্যান ছিলেন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ভাই।

আনোয়ার হোসেন, *ঢাকা*

বঙ্গবন্ধু যমুনা বহুমুখী সেতুতে টোল আদায়ে মাত্র ছয় মাসের জন্য কারিগরি সহযোগিতার দায়িত্ব পেয়েছিল কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম লিমিটেড (সিএনএস)। কিন্তু তাদের আর সরানো যায়নি। ছয় মাসের জন্য ঢুকে তারা আট বছর সেতুটির টোল আদায়ে কাজ করেছে।

কাজটি নিজেদের দখলে রাখতে সিএনএস যে কৌশল নিয়েছিল, সেটি হলো মামলা। আদালতে গিয়ে তারা নতুন ঠিকাদার নিয়োগপ্রক্রিয়া আটকে রাখে

- মামলা করে দরপত্র আটকে রেখে সিএনএস সেতুর টোল আদায়ের কাজ করে যেত।
- যমুনা সেতুতে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ পেয়ে আট বছর কাজ করে সিএনএস।
- মেঘনা-গোমতী সেতুতেও একই কৌশল নেয় প্রতিষ্ঠানটি।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

অন্তর্বর্তী সরকারের আকার বাড়ল, দপ্তর পুনর্বণ্টন

তিনজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আকার আরেক দফায় বাড়ল। এবার যুক্ত হলেন আরও তিনজন উপদেষ্টা। নতুন তিন উপদেষ্টা মিলিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল ২৪ জনে।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে তিন উপদেষ্টাকে শপথ পড়ান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। নতুন তিন উপদেষ্টা হলেন শিল্পগোষ্ঠী আকিজ-বশির গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেখ বশির উদ্দিন, চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম।

শপথ অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শেখ আব্দুর রশীদ।

গতকাল রাতেই নতুন উপদেষ্টাদের দপ্তর বণ্টন করা হয়েছে। একই সঙ্গে অন্য উপদেষ্টাদেরও দপ্তর পুনর্বণ্টন করা হয়। নতুন উপদেষ্টা সেখ বশির উদ্দিনকে বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আর মোস্তফা সরয়ার ফারুকীকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে গত রাত পর্যন্ত মাহফুজ আলমকে কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি।

সেখ বশির উদ্দিনকে উপদেষ্টা করার প্রতিবাদে গতকাল রাতে বঙ্গভবনের বাইরে বিক্ষোভ ও মশালমিছিল করেছেন গণ অধিকার পরিষদের কিছু নেতা-কর্মী। তাঁদের দাবি, সেখ বশির উদ্দিনের পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর এক ভাই আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ছিলেন।

দপ্তর পুনর্বণ্টন

নতুন তিন উপদেষ্টা নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপদেষ্টাদের দপ্তরেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টার হাতে এখন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, প্রতিরক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় রাখা হয়েছে। এত দিন তাঁর হাতে খাদ্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও ছিল।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন আলী ইমাম মজুমদার। এত দিন প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকলেও কোনো দপ্তর ছিল না। তবে অনানুষ্ঠানিকভাবে তিনি জনপ্রশাসন-সংক্রান্ত বিষয়গুলো দেখতেন।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষকরাজনীতি যেভাবে শিক্ষার মানের ক্ষতি করেছে

লিখেছেন **সৈয়দ মুনির খসরু।**

বিস্তারিত : পৃষ্ঠা ৫

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা গণজমায়েত মঞ্চে ছাত্র প্রতিনিধিরা। গতকাল বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

জিরো পয়েন্টে দিনভর বিক্ষোভ

নূর হোসেন দিবস

জিরো পয়েন্ট এলাকা বিভিন্ন দল ও সংগঠনের দখলে ছিল। বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাকলেও সেখানে যেতে পারেনি আওয়ামী লীগ।

- ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চের ব্যানারে গণজমায়েত করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।
- বিক্ষোভ দেখায় বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শহীদ নূর হোসেন দিবসে গতকাল রোববার ঢাকায় দিনভর ছিল উত্তেজনা। রাজধানীর গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে বিক্ষোভ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েও সেখানে যেতে পারেনি দলটি। তাদের কর্মসূচি প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়ে সেখানে একদিকে গণজমায়েত কর্মসূচি পালন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, অন্যদিকে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠন।

জিরো পয়েন্টের কাছে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটের সামনে ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চের ব্যানারে অবস্থান নেয় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তারা গতকাল সেখানে প্রায় সারা দিন গণজমায়েত কর্মসূচি পালন করে। পাশাপাশি জিরো পয়েন্ট থেকে অল্প দূরত্বেই আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করেছেন শাহবাগ ও পল্টন থানা যুবদলের নেতা-কর্মীরা। রাশেদ খানের নেতৃত্বে গণ অধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন দল ও সংগঠনকে সেখানে বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে।

> গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের জনসমক্ষে আসার অধিকার নেই।
>
> **হাসনাত আবদুল্লাহ**, আহ্বায়ক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন

এ প্রেক্ষাপটে গতকাল জিরো পয়েন্ট ও আশপাশের এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। ওই এলাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সন্দেহে ৪০ জনের বেশি ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। তবে বিক্ষোভকারীরা তাঁদের কাউকে কাউকে মারধর করার পর পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে ঢাকার মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনের রাস্তায় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর কিছু নেতা-কর্মী ঝটিকা মিছিল করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে গোলচত্বরের নামকরণ করা হয়েছে শহীদ নূর হোসেনের নামে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর এরশাদবিরোধী আন্দোলনে নূর হোসেন বুক ও পিঠে ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক’ স্লোগান লিখে রাজপথে মিছিলে নেমেছিলেন। সেদিন পুলিশের গুলিতে তিনি মারা যান। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ এই প্রথম কোনো কর্মসূচি নিয়েছিল নূর হোসেনকে হত্যার দিনটিতে। দলটি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

ট্রাম্পের নারী ও অভিবাসী নীতির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

দ্য গার্ডিয়ান

ডোনাল্ড ট্রাম্প

ডানপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় দেশটির অনেক মানুষ হতাশ ও আতঙ্কিত। বিশেষ করে অভিবাসন ও নারী অধিকার নিয়ে তাঁরা বেশি উদ্বিগ্ন। এ উদ্বেগ থেকে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সময় শনিবার দেশটির বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ হয়েছে। এসব বিক্ষোভ থেকে হাজারো মানুষ অভিবাসন ও নারী অধিকার বিষয়ে ট্রাম্পের নীতির প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে অবৈধ অভিবাসীদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাবেন। নির্বাচনী প্রচারেও ট্রাম্প অভিবাসন নিয়ে নানা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। ২০২২ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের নারীদের গর্ভপাতের সাংবিধানিক অধিকার বাতিলের পর যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, ট্রাম্পের জয়ে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

এসব বিষয় নিয়ে শনিবার নিউইয়র্ক থেকে শুরু করে সিয়াটল ও রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি পর্যন্ত দেশটির বড় শহরগুলোর সড়কে বিক্ষোভে নামেন হাজারো মানুষ। ট্রাম্পের নীতির প্রতিবাদে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে নামার আহ্বান জানানো হয় বিক্ষোভ থেকে। বিক্ষোভকারীরা বলেন, ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ায় ভয় পাওয়া যাবে না। ভয়কে শক্তিতে পরিণত করে তাঁকে প্রতিহত করতে হবে।

‘ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা শঙ্কিত’

নিউইয়র্কে ট্রাম্পের মালিকানাধীন ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড টাওয়ারের সামনে শনিবার সকালে জড়ো হন হাজারো মানুষ। এ সময় বিক্ষোভকারীদের হাতে ‘আমরা আমাদের রক্ষা করি’, ‘মি. প্রেসিডেন্ট, নারীরা তাঁদের স্বাধীনতার জন্য আর কত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করবেন’, ‘আমরা পিছু হটব না’—এমন নানা স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড ছিল। কাউকে কাউকে স্লোগান দিতে শোনা যায়, ‘আমরা এখানে আছি এবং আমরা চলে যাচ্ছি না।’ নিউইয়র্কের বিক্ষোভে বিভিন্ন পরামর্শক গোষ্ঠীর কর্মীরাও ছিলেন। শ্রমিকের অধিকার ও অভিবাসীদের বিষয়ে ন্যায়বিচারের দাবি জানান তাঁরা।

বিক্ষোভ হয়েছে ওয়াশিংটন ডিসিতেও। সেখানে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

রণজিতের নজর থেকে রক্ষা পায়নি শ্মশানও

আওয়ামী গডফাদার ২১

রণজিত রায়ের পছন্দের বাইরে গত ১৫ বছরে তাঁর নির্বাচনী এলাকার কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি।

মাসুদ আলম, *যশোর*

চার শতক জমির ওপর ছিল টিনশেডের আধা পাকা বাড়ি। আর ছিল পৈতৃক সূত্রে পাওয়া চার বিঘা জমি। এখন তাঁর সাতটি বহুতল বাড়ি, দুটি ফ্ল্যাট, দুটি প্লট এবং প্রায় ৫০ বিঘা জমি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-বাণিজ্য ও টিআর-কাবিখা প্রকল্প থেকে তিনি নিয়েছেন কমিশন।

স্থানীয় বাসিন্দা, ভুক্তভোগী মানুষ ও আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেতা-কর্মীরা বলছেন, অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে ১৫ বছরে শতকোটি টাকার মালিক হয়েছেন যশোর-৪ (অভয়নগর ও বাঘারপাড়া ও সদর উপজেলার বসুন্দিয়া ইউনিয়ন) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) রণজিত কুমার রায় ও তাঁর পরিবার। এই আসনে ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে এমপি নির্বাচিত হন তিনি। সর্বশেষ চলতি বছর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে পরাজিত হন রণজিত।

শ্মশানের জমিতে থাবা

প্রভাব খাটিয়ে, ভয়ভীতি দেখিয়ে কখনো নামমাত্র মূল্যে, আবার কখনো গায়ের জোরে রণজিত কুমার রায়ের বিরুদ্ধে অনেক জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও তাঁর কাছে জমি হারিয়েছেন। তবে কেউ মামলা করার সাহস পাননি। বাঘারপাড়া উপজেলার ধান্যপুড়া মৌজায় চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত খাজুরা কেন্দ্রীয় শ্মশানে পাঁচ গ্রামের মৃত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সৎকার করা হয়। নিজস্ব জমি না থাকায় এলাকার মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলে শ্মশানসংলগ্ন ৭৭ শতক জমি কেনার সিদ্ধান্ত হয়। পাঁচ গ্রামের ৯০ জন মিলে সাড়ে ১২ লাখ টাকা চাঁদা দেন। খাজুরা বাজারের মন্দিরের তহবিল থেকে ৪ লাখ ৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু জমির দাম ৩১ লাখ টাকা। রণজিত কুমার রায় অবশিষ্ট ১৪ লাখ ৪৩ হাজার টাকা দিয়ে ২০২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ধান্যপুড়া মৌজায় ১৪৩ দাগের ৭ শতক এবং ১৩৭ দাগের ২৪ শতক মোট ৩১ শতক জমি মালিকের কাছ থেকে লিখে নেন। একই মৌজার ১৩৬ দাগের ৪৬ শতক জমি ২০২০ সালের ১২ অক্টোবর তিনি মালিকের কাছ থেকে লিখে নেন।

সরেজমিন দেখা যায়, ধান্যপুড়া এলাকায় চিত্রা নদীর জায়গায় ইট দিয়ে স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে। স্থাপনার মধ্যে কিছু কংক্রিটের পিলার তোলা হয়েছে। স্থাপনার নদীর প্রান্তে কংক্রিটের চিতা তৈরি করা হয়েছে। পাশে কেনা জমিতে কয়েক প্রকারের সবজি চাষ হচ্ছে।

- চাকরি দেওয়ার শর্তে রণজিত কুমার নিজের নামে জমি লিখে নিয়েছেন। চাকরি চলে গেছে, জমি ফেরত দেননি।
- উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন এনে দেওয়ার কথা বলে দলীয় নেতার কাছে ৫ বিঘা জমি নিজের এক অনুসারীর নামে লিখে নিয়েছিলেন রণজিত কুমার রায়।

ধান্যপুড়া গ্রামের জয়দেব ব্যানার্জী বলেন, ‘শ্মশানের জন্য পাঁচ গ্রামের ৯০ লোকের চাঁদার টাকায় ৭৭ শতক জমি কেনা হয়েছে। বেশ কিছু টাকা কম পড়েছিল, সেটা এমপি রণজিত কুমার রায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সেই জমি শ্মশানের নামে না করে নিজের নামে রেজিস্ট্রি নেন। এ নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পাননি। জমি লিজ থেকে বছরে ৩০ হাজার টাকা আয় হয়। আমি টাকা আদায় করি। কিন্তু রণজিতের পক্ষে শ্মশান কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিন্টু রায় ওই টাকা নিয়ে নেন।’

শ্মশান কমিটির সভাপতি স্বপন সরকার বলেন, ‘দুটো দলিলে দুই দিন জমি রেজিস্ট্রি হয়। আমি জমি রেজিস্ট্রির সময় উপস্থিত ছিলাম না। পরে শুনেছি, শ্মশানের নামে জমি লিখে দিলে সরকারি হয়ে যাবে বলে ওই জমি তিনি নিজের নামে লিখে নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে উনি দাতা হিসেবে জমি শ্মশানের নামে লিখে দেবেন। কিন্তু উনি এখন পর্যন্ত শ্মশানের নামে জমি লিখে দেননি।’

বাঘারপাড়া উপজেলার চাপাতলা গ্রামের স্কুলশিক্ষক সুশীল কুমার মল্লিকের সাড়ে ১০ বিঘা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

আজকের আবহাওয়া

খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ১১ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : ফেনীতে ৩৪.৫° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ১৭.৪° সেলসিয়াস

হাসিনাকে ফেরাতে 'রেড নোটিশ' জারি করা হচ্ছে

জানালেন আসিফ নজরুল

বাসস, *ঢাকা*

জুলাই-আগস্টের গণহত্যার অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ বিদেশে পলাতকদের ধরতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে 'রেড নোটিশ' জারি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংস্কারকাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গিয়ে গতকাল রোববার এ কথা বলেন আসিফ নজরুল।

আইন উপদেষ্টা বলেন, বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে নেদারল্যান্ডসের হেগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসি) প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে।

আইসিসিতে দেওয়া আওয়ামী লীগের অভিযোগ অন্তর্বর্তী সরকার আমলে নিচ্ছে না বলে জানান আসিফ নজরুল। তিনি বলেন, দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতেই সরকারের বিরুদ্ধে আইসিসিতে অভিযোগ দিয়েছে আওয়ামী লীগ। অভিযোগটি কোনোভাবেই গৃহীত হওয়ার কারণ নেই।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, সরকারের নির্দেশনা পেলে দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিচারে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বিএনপি নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুর হাইকমিশনারের

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে দেখা করেছেন সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লো। গতকাল রোববার সকালে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় সিঙ্গাপুর হাইকমিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মিচেল লো ও সিঙ্গাপুর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেস্ক অফিসার রাহুল আব্রাহাম উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিবের সঙ্গে ছিলেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য এনামুল হক চৌধুরী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ওবায়েদ।

সাক্ষাৎ শেষে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিনিয়োগসহ যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তের ব্যাপার আছে, তারা (সিঙ্গাপুর) মনে করে যে বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার থাকলে সেই সিদ্ধান্তগুলো নিতে সহজ হয়। তারা এ-ও মনে করে, একটা নির্বাচিত সরকার ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়।

সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের বন্দরগুলো কার্যকর করতে সহযোগিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে উল্লেখ করেন আমীর খসরু।

সাক্ষাৎ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সৌজন্য সাক্ষাৎ। গতকাল ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। ছবি : পিআইডি

পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে সিঙ্গাপুরের সহায়তা কামনা

ড. ইউনূসের সঙ্গে হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ

সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লো প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ সহায়তা কামনা করেন।

বাসস, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ পুনরুদ্ধার এবং অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য অভিবাসন ব্যয় কমাতে সহায়তা প্রদানের জন্য সিঙ্গাপুরের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনার ডেরেক লো রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ড. ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এ কথা বলেন।

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী আলোচনায় ড. ইউনূস রাষ্ট্রদূত লোকে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে সিঙ্গাপুরসহ অনেক দেশে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করা হয়েছে। এগুলো ফেরত আনতে আমাদের সিঙ্গাপুরের পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন।' রাষ্ট্রদূত লো প্রধান উপদেষ্টাকে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন।

অধ্যাপক ইউনূস বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর লক্ষ্যে ঢাকার সঙ্গে কাজ করার জন্যও সিঙ্গাপুরের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জানান, প্রবাসীরা যেন তাঁদের পরিবারের কাছে আরও বেশি অর্থ পাঠাতে পারেন, সে লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার অভিবাসনের ব্যয় কমিয়ে আনতে চায়।

ড. ইউনূস বলেন, 'আমরা সিঙ্গাপুরের সঙ্গে নিয়োগের খরচ কমানোর জন্য একটি মডেল কাঠামো তৈরি করতে পারি।'

হাইকমিশনার এ বিষয়ে সহায়তার আশ্বাস দিয়ে ইতিবাচক মনোভাব দেখান। তিনি বলেন, সিঙ্গাপুরও নিয়োগপ্রক্রিয়া থেকে অবৈধ অর্থ আদান-প্রদান রোধ করতে আগ্রহী।

রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে বৈদেশিক নিয়োগব্যবস্থা ডিজিটালাইজ করার পরামর্শ দেন, যাতে করে মানব পাচার ও শ্রমিক শোষণের আশঙ্কা কমে যায়।

সাক্ষাৎকালে প্রধান উপদেষ্টা ও হাইকমিশনার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা, অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি, শিপিং, শিক্ষা ও নিজ নিজ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিয়েও আলোচনা করেন।

ড. ইউনূস বলেন, স্বৈরাচারী সরকার পতনের মাত্র তিন মাসের মাথায় অর্থনীতি ভালোভাবে পুনরুদ্ধার করে বাংলাদেশ এখন ব্যবসার জন্য প্রস্তুত। এখন এ দেশে ব্যবসা করার উপযুক্ত সময়।

সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র ডিরেক্টর ফ্রান্সিস চং বলেন, বাংলাদেশ ২০২১ সালে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে একটি মুক্তবাণিজ্য চুক্তির প্রস্তাব করেছিল। প্রস্তাবিত এফটিএর ওপর একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং উভয় দেশই এখন কীভাবে একটি মুক্তবাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু করা যায়, তার সুযোগ নির্ধারণ করবে।

লো বলেন, সিঙ্গাপুর পানি শোধন এবং বর্জ্যশক্তি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদের দক্ষতা বিনিময় করতে পারলে খুশি হবে। তিনি উভয় দেশের খাদ্য সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার প্রস্তাব করেন।

অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে ড. ইউনূস বলেন, তাঁর সরকার প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে এবং সার্ককে দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করছে।

ড. ইউনূস আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির জন্য সিঙ্গাপুরের সমর্থন চান। প্রতিক্রিয়ায় ডেরেক লো এ ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব দেখান।

ড. ইউনূস বলেন, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ঢাকা তার পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মিত্রদের কাছ থেকে ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে।

'আমরা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমাদের সর্বত্র বন্ধুত্ব করতে হবে,' বলেন ড. ইউনূস। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী; এসডিজি-বিষয়ক সিনিয়র সচিব ও মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং ঢাকায় সিঙ্গাপুরের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স মাইকেল লি।

আজ আজারবাইজান যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠেয় কপ ২৯ জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে আজ সোমবার দেশটিতে যাচ্ছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে ঢাকা ত্যাগ করবেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বাসসকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে প্রধান উপদেষ্টা ১১ থেকে ১৪ নভেম্বর আজারবাইজানে রাষ্ট্রীয় সফর করবেন। প্রেস সচিব জানান, এই সফরে প্রধান উপদেষ্টা অত্যন্ত ব্যস্ত সময় পার করবেন। জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ বাকুতে নিজেদের দাবিদাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে, সেসব বিষয় তিনি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবেন।

ট্রাম্পের নারী ও অভিবাসী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

'উইমেন্স মার্চ' নামে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করা এক সংগঠনের ডাকে শত শত মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। বিক্ষোভকারীদের হাতে বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। এর কোনোটিতে লেখা, 'আপনারা কখনোই নিঃসঙ্গ নন', 'যেখানে আমার পছন্দের অধিকার নেই, সেখানে কোথায় আমার স্বাধীনতা' ইত্যাদি। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন, 'আমাদের বিশ্বাস, আমরা জয়ী হবই!'

ট্রাম্পের কট্টর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শনিবার বিক্ষোভ হয়েছে সিয়াটল শহরেও। বিক্ষোভকারী হাজারো মানুষের হাতে ছিল 'ট্রাম্প ও দুই দলের যুদ্ধংদেহী মনোভাবের বিরুদ্ধে পদযাত্রা ও বিক্ষোভ', 'গণ-আন্দোলন গড়ে তুলুন এবং যুদ্ধ, নিপীড়ন ও গণহত্যার বিরুদ্ধে লড়াই করুন' লেখা প্ল্যাকার্ড। ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে পোশাক পরেছিলেন কেউ কেউ।

একই দাবিতে শুক্রবার পোর্টল্যান্ড শহরে বিক্ষোভে নামেন কয়েক শ মানুষ। এই বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কারও হাতে ছিল 'ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো', 'ভয়কে শক্তিতে পরিণত করো' এমন নানা স্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড। পিটসবার্গের পয়েন্ট স্টার্ট পার্কের বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল 'আমরা পিছু হটছি না' ও 'আমার শরীর, আমার পছন্দ' এমন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড।

পিটসবার্গে বিক্ষোভের আয়োজকদের একজন স্টিভ ক্যাপরি স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'সামনে যা ঘটতে যাচ্ছে, তা নিয়ে আমরা শঙ্কিত। কিন্তু আমরা পিছু হটছি না।'

ডেমোক্র্যাটদের থেকে মুখ ফিরিয়েছে উদারপন্থীরা

এবারের নির্বাচনে রিপাবলিকান ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস। নির্বাচনে বড় জয়ের পথে ট্রাম্প মার্কিন ভোটারদের এমন এক অংশের ভোট বেশি পেয়েছেন, ডেমোক্র্যাটরা একটা সময় মনে করতেন, এই ভোটাররাই হোয়াইট হাউসে তাঁদের প্রার্থীদের যাওয়ার পথ সুগম করেছেন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে বারাক ওবামার জয়ের পর অনেকে দাবি করেছিলেন, উদারপন্থীদের ভোটেই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। উদারপন্থীদের শক্তি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। উদারপন্থীদের মধ্যে রয়েছে উচ্চশিক্ষিত পেশাজীবী, তরুণ, কৃষ্ণাঙ্গ, লাতিনোসহ অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এসব ভোটার ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেবেন। কিন্তু ১৬ বছর পর এসে দেখা গেল, পরিস্থিতি বদলে গেছে।

ডেমোক্র্যাটদের উদারপন্থী এই ভোটব্যাংকে ফাটল ধরে মূলত ২০১০ ও ২০১৪ সালে কংগ্রেসের মধ্যবর্তী নির্বাচনে। ওই দুই ভোটে দেখা যায়, উচ্চশিক্ষিত ভোটাররা ডেমোক্র্যাট ছেড়ে রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকছেন। ২০২০ সালে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ার সময় উদারপন্থী ভোটে কিছুটা আশা দেখেছিলেন ডেমোক্র্যাটরা। কিন্তু এবার দলটি থেকে উদারপন্থীদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট।

জাতীয় বুথফেরত জরিপে দেখা গেছে, এবার কৃষ্ণাঙ্গদের ১৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প। ২০০৮ সালের নির্বাচনে বারাক ওবামার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জন ম্যাককেইন পেয়েছিলেন মাত্র ৪ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ভোট। এ ছাড়া এবার ট্রাম্প লাতিনোদের ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন, অথচ ম্যাককেইন পেয়েছিলেন ৩১ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রের অতীতের নির্বাচনগুলোতে দেখা গেছে, তরুণ ভোটাররা বামঘেঁষা। এ কারণে তরুণদের ভোট বেশি পড়ত ডেমোক্র্যাটদের ঝুলিতে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটদের থেকে অনেক তরুণ ভোট নিজের দিকে টেনেছেন ট্রাম্প। বয়স ৩০ বছরের কম এমন ভোটারদের ৩২ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ম্যাককেইন। এবার এই বয়সীদের ৪৩ শতাংশ ভোট পেয়েছেন ট্রাম্প।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক পরামর্শক মাইক মাদ্রিদ বিবিসিকে বলেন, অশ্বেতাঙ্গ শ্রমজীবী ও ধনী শ্বেতাঙ্গ প্রগতিশীলদের নিয়ে উদারপন্থীদের এই জোট গড়ে উঠেছে। সমাজের বিপরীত অংশের দুটি গোষ্ঠীর একতাবদ্ধ হওয়ার একমাত্র কারণ উভয়ই রিপাবলিকানবিরোধী। যখনই দুই পক্ষের একতার এই সুতা ছিঁড়ে গেছে, তখনই ডেমোক্রেটিক পার্টি হেরে গেছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের আকার বাড়ল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাসান আরিফ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। এখন তাঁকে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি একই সঙ্গে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও পালন করবেন।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেনকে শ্রম ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রম মন্ত্রণালয় আগে আসিফ মাহমুদের দায়িত্বে ছিল। অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করা সালেহউদ্দিন আহমেদ এখন শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

আইন এবং প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করা অধ্যাপক আসিফ নজরুল এখন আইন এবং প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।

তিনজন বিশেষ সহকারী নিয়োগ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে তিনজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক খোদা বকশ চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) উপাচার্য মো. সায়েদুর রহমান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এম আমিনুল ইসলাম। তাঁরা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা পাবেন বলে গতকাল রাতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, খোদা বকশ চৌধুরী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে, সায়েদুর রহমান স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ উপদেষ্টাকে এবং আমিনুল ইসলাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাকে সহায়তা করবেন।

সেখ বশির উদ্দিন

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

মাহফুজ আলম

সেখ বশির উদ্দিনকে উপদেষ্টা করার প্রতিবাদে গতকাল রাতে বঙ্গভবনের বাইরে বিক্ষোভ হয়েছে।

বেক্সিমকোর ব্যবস্থাপনায় 'রিসিভার'

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঋণের পরিমাণ (নন-ফান্ডেডসহ) দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ৮৯৭ কোটি টাকা। এসব ব্যাংক বেক্সিমকোর একাধিক বন্ডে আরও ২ হাজার ৬১৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে। এর বাইরে অন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও বেক্সিমকোর দেনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

নথিপত্রে দেখা গেছে, ২০২০ সালের মার্চে দেশে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর আর্থিক খাতে বেপরোয়া ঋণ নিতে শুরু করেন সালমান। করোনার টিকা সরবরাহের কাজ পাওয়ার পর তাঁর ঋণ নেওয়ার গতি আরও বেড়ে যায়। ২০২০ সাল পর্যন্ত জনতা ব্যাংকে গ্রুপটির ঋণ ছিল প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা, তা এখন বেড়ে হয়েছে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৫ সাল থেকে তিনি ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান। এই ব্যাংকে গ্রুপটির দেনা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, বেক্সিমকো গ্রুপ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শীর্ষে থাকা গ্রুপগুলোর একটি। এসব কার্যক্রমে যাতে কোনোভাবে ব্যাঘাত না ঘটে, সে দায়িত্ব পালন করবেন রিসিভার। পাশাপাশি ব্যাংক থেকে নামে-বেনামে যেসব টাকা নেওয়া হয়েছে, তা কীভাবে শোধ করা যায়, তা-ও দেখভাল করা হবে।

অর্থ উদ্ধারে আইনি প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর *ফিন্যান্সিয়াল টাইমসকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, শেখ হাসিনার শাসনামলে সাবেক প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা দেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে মিলে ব্যাংকিং খাত থেকে দুই লাখ কোটি টাকা পাচার করেছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যাংকগুলোকে দখল করতে সাহায্য করেছে ডিজিএফআই। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে এটিই সবচেয়ে বড় পরিসরের ব্যাংক ডাকাতির ঘটনা।

সরকার পরিবর্তনের পর বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফেরত আনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তসংস্থা টাস্কফোর্স পুনর্গঠন করেছে সরকার। প্রথমবারের মতো এ টাস্কফোর্সের সভাপতি করা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরকে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থ উদ্ধারের প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক আইনি অথবা অর্থ উদ্ধারে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

জানা গেছে, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেছে। শিগগিরই এমন একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট।

ফরেনসিক নিরীক্ষা হবে নগদে

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে শুরু হয় নগদের কার্যক্রম। এরপর গ্রাহক ধরতে প্রতিষ্ঠানটি একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করে। বিদায়ী সরকার সব সরকারি ভাতা বিতরণের জন্য নগদকে বেছে নেয়। ফলে সরকারি ভাতাভোগীদের বাধ্য হয়ে নগদের গ্রাহক হতে হয়। এসব ভাতা বিতরণে স্বচ্ছতা নিয়ে রয়েছে নানা প্রশ্ন। পুরো ডিজিটাল আর্থিক সেবার বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

নগদকে ডাক বিভাগের সেবা বলা হলেও বাস্তবে এতে সরকারি বিভাগটির কোনো মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ নেই। প্রতিষ্ঠানটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে মোবাইলে আর্থিক সেবা (এমএফএস) কার্যক্রম পরিচালনার চূড়ান্ত লাইসেন্স পায়নি। নগদের মালিকানার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয় আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। ফলে সাবেক সরকারের সময়ে কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থাই এটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি।

নগদের মালিকানার সঙ্গে বিভিন্ন সময় যুক্ত ছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপ-প্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকনের স্ত্রী রেজওয়ানা নূর, সাবেক সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক ও রাজী মোহাম্মদ ফখরুল।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২১ আগস্ট 'নগদ'কে পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। পরদিন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালক মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদারকে। পাশাপাশি ছয়জন কর্মকর্তাকে 'সহায়ক কর্মকর্তা' হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পরদিন বাংলাদেশ ব্যাংক ও ডাক বিভাগের কর্মকর্তারা নগদের কার্যালয়ে গিয়ে পুরো প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেন।

নগদ এখন আগের মতোই স্বাভাবিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে নগদের নানা অনিয়ম-বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। এ জন্য পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে নগদের সার্বিক কার্যক্রমের ওপর ফরেনসিক নিরীক্ষা করার জন্য ডাক অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসক। এ জন্য নগদের কার্যক্রম খতিয়ে দেখতে ফরেনসিক নিরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

রণজিতের নজর থেকে রক্ষা পায়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জমি লিখে নিয়েছেন রণজিত। কিন্তু সুশীল কুমার মল্লিককে ঠিকমতো জমির টাকা দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার পর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন সুশীল। ভারতে চিকিৎসা করাতে গিয়ে ২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রীকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘদিন পলাতক ছিলেন। এক বছর আগে তিনি দেশ ত্যাগ করেন।

চাকরির আশ্বাসে জমি হস্তগত

বাঘারপাড়ার মথুরাপুর গ্রামের মো. আবদুল্লাহ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১৭ সালে তিন শতক জমি দেন। আবদুল্লাহকে চাকরি দেওয়ার শর্তে রণজিত কুমার রায় নিজের নামে ওই জমি লিখে নেন। প্রকল্প না হলে জমি ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। প্রকল্প চালু হয় এবং আবদুল্লাহকে চাকরিও দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র ১০ মাস পর ব্যবহার অনুপযোগী পানি এবং সঞ্চালন লাইন কেটে যাওয়ায় প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়। এখন আবদুল্লাহর চাকরি নেই, জমিও ফেরত পাননি।

আবদুল্লাহ বলেন, 'চাকরির আশ্বাস পেয়ে প্রকল্পের জন্য বসতভিটা থেকে জমি দিয়েছিলাম। কিন্তু এমপি সাহেব নিজের নামে জমি লিখে নিয়েছেন। ১০ মাস চাকরি করে পাঁচ মাসের ৫০ হাজার টাকা বেতন পেয়েছি। প্রকল্পের ঠিকাদার ওই টাকা বেতন হিসেবে আমাকে দিয়েছেন। প্রকল্প বন্ধ, চাকরি নেই। এত দিন ভয়ে বলতে পারিনি। এখন আমি আমার জমি ফেরত চাই।'

জমির বিনিময়ে মনোনয়ন-বাণিজ্য

বাঘারপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন যুগ্ম সম্পাদক হাসান আলীকে (বর্তমান সাধারণ সম্পাদক) পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকার মনোনয়ন এনে দেওয়ার কথা বলে ৫ বিঘা জমি নিজের এক অনুসারীর নামে লিখে নেন রণজিত কুমার রায়। নির্বাচনে পরাজিত হন হাসান আলী। এরপর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ করেন তিনি। সেই জমি হাসান আলীকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন রণজিত। হাসান আলী বলেন, 'দল ক্ষমতায় থাকতে রণজিত রায়ের অপকর্ম নিয়ে অনেক কথা বলেছি। এখন আর এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই না।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ-বাণিজ্য

রণজিত রায়ের পছন্দের বাইরে গত ১৫ বছরে বাঘারপাড়া ও অভয়নগর উপজেলা এবং বসুন্দিয়া ইউনিয়নের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। তিনি ও তাঁর স্ত্রী নিয়তি রানী রায়, দুই ছেলে রাজীব রায় ও সজীব রায় অন্তত ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাঘারপাড়া উপজেলার কড়ী বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদে রণজিৎ কুমার রায় একবার এবং তাঁর স্ত্রী নিয়তি রানী রায় দুবার সভাপতি ছিলেন। ওই সময় প্রধান শিক্ষক পদে দুজন (একজন অবসরে গেলে আরেকজন), সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে একজন, শিক্ষক পাঁচজন এবং কর্মচারী পদে ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওই সময়ে পরিচালনা পর্ষদে থাকা একজন সদস্য বলেন, প্রথমে আটজন ও পরে ছয়জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকে রণজিৎ কুমার রায় ও তাঁর স্ত্রী নিয়তি রানী রায় দেড় কোটির বেশি টাকা নিয়েছিলেন।

টিআর-কাবিখা থেকে কমিশন

অভয়নগর-বাঘারপাড়া উপজেলা এবং সদরের বসুন্দিয়া ইউনিয়নে গত ১৫ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর), কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির যত প্রকল্প নেওয়া হয়েছে, তা থেকে রণজিৎ কুমারকে কমিশন দিতে হয়েছে। অনেক প্রকল্প কাগজে-কলমে বাস্তবায়ন দেখিয়ে পুরো টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।

বাঘারপাড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের উপদপ্তর সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, 'টিআর-কাবিখা-কাবিটার অনেক প্রকল্পের খবর কেউ জানে না। যেসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, তাতে এমপি রণজিত কুমার রায়কে ৫০ শতাংশ হারে কমিশন দিতে হয়েছে। তাঁর অপকর্মের দায়ভার এখন আওয়ামী লীগের ত্যাগী ও সাধারণ নেতা-কর্মীদের ওপর বর্তাচ্ছে।

১৫ বছরে সম্পদের পাহাড়

গত চারটি সংসদ নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া সম্পদ বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৫ বছরে রণজিত কুমার রায়ের ব্যক্তিগত সম্পদ বেড়েছে ১৩৩ গুণ। তবে নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া সম্পদ বিবরণীতে যে তথ্য আছে, রণজিৎ কুমার ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রকৃত সম্পদ আরও বেশি।

২০০৮ সালে নির্বাচনে দেওয়া হলফনামায় ব্যবসা ও কৃষি থেকে বছরে ১ লাখ ৬৭ হাজার টাকা আয় দেখিয়েছিলেন রণজিত কুমার রায়। তখন সব মিলিয়ে তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪ লাখ ১০ হাজার টাকার। এর মধ্যে এক লাখ টাকার চার বিঘা পৈতৃক জমি এবং ৫০ হাজার টাকা দামের খাজুরা বাজারে আধা পাকা টিনের বাড়ি। স্ত্রীর সম্পদ ছিল ৮৫ হাজার টাকার। তাঁদের কোনো গাড়ি ছিল না। নিজ নামে কোনো বাড়িও ছিল না।

সবশেষ ২০২৪ সালের সংসদ নির্বাচনে দাখিল করা হলফনামা অনুসারে তিনি বছরে প্রায় ৪২ লাখ ৮৫ হাজার ৭৮৩ টাকা আয় করেন। তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫ কোটি ৪৮ লাখ ৫১ হাজার টাকার। এর মধ্যে ১ লাখ টাকা মূল্যের ১২ বিঘা কৃষিজমি, ঢাকার পূর্বাচলে ৩০ লাখ টাকা মূল্যের রাজউকের প্লট, ৩ কোটি ৫৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের বাড়ি, ২৩ লাখ টাকা মূল্যের একটি জিপ গাড়ি এবং ১০ লাখ টাকার অকৃষিজমি। অর্থাৎ দেড় দশকে তাঁর সম্পদ বেড়েছে ১৩৩ গুণ।

একই সময় স্ত্রীর সম্পদ ৩৭৫ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩ কোটি ১৮ লাখ ৭৫ হাজার ২৯৮ টাকা। এর মধ্যে ১ কোটি ৪৬ লাখ ৭২ হাজার টাকার তিনটি বাড়ি ও ৫০ লাখ টাকার একটি ফ্ল্যাট এবং ৫৫ লাখ টাকা মূল্যের একটি প্রাইভেট কার রয়েছে। আগে তাঁর স্ত্রীর কোনো আয় ছিল না। এখনো তাঁর কোনো আয় নেই।

অনুসন্ধানে জানা যায়, যশোর শহরের রেল রোডে রণজিত ও তাঁর স্ত্রী নিয়তি রানী রায়ের দুটি বাড়ি আছে। একটি বাড়ি পাঁচতলা। এ বাড়িতে বাস করতেন রণজিত কুমার। এই ভবন থেকে ৫০০ গজ দূরে তিনতলা বাড়িটির মালিক তাঁর স্ত্রী নিয়তি রানী রায়। এটি ভাড়া দেওয়া আছে। শহরের লোহাপট্টিতে দোতলা ভবনের বাড়িটির মালিকও রণজিত কুমার। এ বাড়ির নিচে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের কাছে ভাড়া দেওয়া। ওপরে আবাসিক ভাড়া দেওয়া। যশোর শহরের নিউমার্কেট এলাকায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের আবাসন প্রকল্পে ১ হাজার ২২৮ বর্গফুটের দুটি ফ্ল্যাটের মালিক রণজিত কুমার রায়। বাঘারপাড়া উপজেলা পরিষদের পাশে দোতলা ও খাজুরা বাজারে চিত্রা নদীর পাড়ে পাঁচতলা বাড়ি রয়েছে।

খাজুরা বাজারের বাড়ি থেকে ৫০০ গজ দূরে চিত্রা নদীর পাড়ে ২৬ শতক জমিতে দোকানঘর নির্মাণ করছেন রণজিত। সেখানে ৩৪টি দোকানঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। স্থানীয় কয়েকজন জানান, ৫ আগস্টের পর নির্মাণকাজ বন্ধ রয়েছে। উপজেলার বাসুয়াড়ী গ্রামে তিন কক্ষের একটি টিনের আধা পাকা বাড়ি রয়েছে। এখানে তাঁর ১ একর ৩৮ দশমিক ৫ শতক জমি রয়েছে। পুকুরিয়া এলাকার বিল জলেশ্বরে দুই ছেলের নামে প্রায় চার একর ধানি জমি ও মাছের ঘের, হাবুল্যা এলাকার শালিয়াট মাঠে এক একর ধানি জমি রয়েছে। সদর উপজেলার ঘোপ এলাকায় দুই ছেলের নামে ২ একর ১২ শতক জমিতে লিচুবাগান রয়েছে। অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া স্টেশনবাজার এলাকায় তাঁর প্রায় সাড়ে চার শতক জমির ওপর চারতলা একটি বাড়ি রয়েছে। বাড়ির নিচতলায় রণজিত কুমার রায়ের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিয়তি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের কার্যালয়। ঢাকার পূর্বাচলে তাঁর নামে রাজউকের প্লট রয়েছে।

অভয়নগর উপজেলা ভূমি কার্যালয় সূত্র জানায়, উপজেলার গুয়াখোলা মৌজায় ১৫১৫ নম্বর দাগে ৪ শতক, ১৫১৬ দাগে ১ দশমিক ৭৫ শতক, বুইকরা মৌজায় ১৬১৬ দাগে ১ দশমিক ৭৪ শতক, নওয়াপাড়া মৌজায় ২৫৫০ দাগে ৭ দশমিক ৮০৫ শতক এবং ২৫৩৯ দাগে ৪ দশমিক ২৯ শতক জমি রয়েছে রণজিত কুমার রায়ের। ২০২০ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে তিনি এসব জমি কিনেছেন। পাঁচটি দলিলে ক্রয়মূল্য বাবদ ১ কোটি ১৮ লাখ ১ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এর মধ্যে একটি বাড়িসহ তিনটি জমি কেনা রয়েছে ৬ কোটি ৪০ লাখ টাকায়।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর রণজিত কুমার রায় আত্মগোপনে আছেন। গা ঢাকা দিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরাও। মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

জিরো পয়েন্টে দিনভর বিক্ষোভ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেখানে কর্মসূচি পালন করতে পারেনি। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন জিরো পয়েন্টে ফুল দিয়ে নূর হোসেনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

পাল্টাপাল্টি কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে জিরো পয়েন্ট ও আশপাশের এলাকায় ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা। কারও গতিবিধি সন্দেহজনক হলেই পুলিশকে তল্লাশি করতে দেখা গেছে। গোটা ওই এলাকায় গতকাল দিনভর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) টহল ছিল।

এ ছাড়া ঢাকার প্রধান চারটি প্রবেশমুখসহ বিভিন্ন স্থানে গতকাল সন্দেহভাজনদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তল্লাশি করতেও দেখা গেছে। বিশেষ করে সাভার উপজেলার আমিনবাজার ও আশুলিয়া এলাকায় মহাসড়কে তল্লাশিচৌকি বসিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তল্লাশি চলাকালে সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলেও কাউকে আটক বা গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানিয়েছেন ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মো. শাহীনুর কবির।

এদিকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) জনসংযোগ ও গণমাধ্যম শাখার উপকমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, নূর হোসেন দিবসকে কেন্দ্র করে কেউ যেন বিশৃঙ্খলা করতে না পারে, সে জন্য ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

'আওয়ামী লীগের জনসমক্ষে আসার অধিকার নেই'

গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টে নূর হোসেন চত্বর থেকে ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেটের অবস্থান। আওয়ামী লীগের কর্মসূচি প্রতিহত করতে গতকাল সেখানে সড়কের এক পাশ বন্ধ করে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। তারা সেখানে 'ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধ মঞ্চের' ব্যানারে গণজমায়েত কর্মসূচি পালন করে। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত চলা এই কর্মসূচিতে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগে বিচারের দাবি জানানো হয়। সেখানে বক্তব্য দেন জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে আহত ব্যক্তি, আহতদের স্বজন ও ছাত্রনেতারা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের জনসমক্ষে আসার অধিকার নেই। আওয়ামী লীগ নাৎসি বাহিনীর চেয়েও নৃশংস। আওয়ামী লীগকে যারা পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, তাদেরও প্রতিহত করা হবে।

জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, শুধু ক্ষমতায় থাকার জন্য আওয়ামী লীগ দুই হাজারের মতো মানুষ হত্যা করেছে। অর্ধলাখ মানুষকে আহত করেছে। শেখ হাসিনা প্রতিটি হত্যার হুকুমদাতা, ফলে তাঁর বিচার হওয়া উচিত।

এক ব্যক্তিকে আটক করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। গতকাল জিরো পয়েন্ট এলাকায়। ছবি : সাজিদ হোসেন

গণজমায়েতে আরও বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যসচিব আরিফ সোহেল, মুখ্য সংগঠক আবদুল হান্নান মাসউদ, মুখপাত্র উমামা ফাতেমা, হেফাজতে ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব ফজলুল করিম কাসেমী, 'শিশু বক্তা' হিসেবে পরিচিত মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফুল ইসলাম হাদী, ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আরমানুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবু সাদিক কায়েম প্রমুখ।

সন্দেহ হলেই মারধর, পুলিশে সোপর্দ

গতকাল সকাল থেকেই নূর হোসেন চত্বরে উৎসুক জনতার ভিড় ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পল্টন ও শাহবাগ থানা যুবদলের নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। সকাল ১০টার পর স্থানীয় যুবদলের নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

যুবদলের নেতা-কর্মীরা যখন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান করছিলেন, তখন সেখানে এসে আওয়ামী লীগের সমর্থনে কথা বলার কারণে মারধরের শিকার হয়েছেন এক নারীসহ বেশ কয়েকজন। 'শেখ হাসিনা আবার ফিরে আসবেন'—এমন কথা বলার কারণে দুপুরে একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে মারধরের শিকার হতে দেখা গেছে। এ ছাড়া যাঁরা মারধরের শিকার হয়েছেন, তাঁদের কারও কারও পোশাক ছিঁড়ে ফেলতেও দেখা যায়। পরে তাঁদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

বেলা একটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত জিরো পয়েন্টের আশপাশের এলাকা থেকেও আওয়ামী লীগ সমর্থক সন্দেহে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করতে দেখা গেছে। আটক ব্যক্তিদের মারধরও করতে দেখা গেছে সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের বিক্ষোভকারীদের। এর মধ্যে বিকেল চারটার দিকে এক যুবক জিরো পয়েন্টের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মারধরের পর যুবলীগের রাজনীতি করেন এমন স্বীকারোক্তি দিলে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে দেখা গেছে। এ ছাড়া বেলা দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার লাঠিসোঁটা হাতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী সন্দেহে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ধাওয়া দিতে দেখা গেছে।

জেলায় জেলায় কর্মসূচি

নূর হোসেন চত্বরে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ কর্মসূচি ডাকার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন মহানগর ও জেলায় গতকাল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। এর মধ্যে গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রাজশাহী নগরের সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে আয়োজিত কর্মসূচিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা বক্তব্য দেন।

প্রথম আলোর **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধিদের** পাঠানো তথ্যে জানা গেছে, রংপুরের লালবাগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ব্যানারে গতকাল বিক্ষোভ সমাবেশ করা হয়। বরিশালে আলাদাভাবে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন ছাত্রদল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে সিলেট নগরের বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকার ধামরাইয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

[প্রতিবেদন তৈরিতে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর *প্রথম আলোর* **প্রতিনিধিরা**]

“আওয়ামী লীগ নাৎসি বাহিনীর চেয়েও নৃশংস। আ.লীগকে যারা পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, তাদেরও প্রতিহত করা হবে।

হাসনাত আবদুল্লাহ, আহ্বায়ক, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন, গতকাল গণজমায়েত কর্মসূচিতে

সংক্ষেপে

খালেদা জিয়ার আপিলের অনুমতি নিয়ে আদেশ আজ

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় উচ্চ আদালতের রায় নিয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আপিল করার অনুমতি মিলবে কি না, তা আজ সোমবার জানা যেতে পারে। রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার করা পৃথক লিভ টু আপিলের (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) ওপর আদেশের জন্য আজ দিন ধার্য করেন আপিল বিভাগ। শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আপিল বিভাগ গতকাল রোববার আদেশের এই দিন ধার্য করেন। জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিশেষ জজ আদালত-৫ রায় দেন। রায়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে একই বছর হাইকোর্টে আপিল করেন খালেদা জিয়া। এ আপিলের ওপর শুনানি শেষে ২০১৮ সালের ৩০ অক্টোবর হাইকোর্ট রায় দেন। রায়ে খালেদা জিয়ার সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর ২০১৯ সালে আপিল বিভাগে পৃথক দুটি লিভ টু আপিল করেন খালেদা জিয়া। পৃথক লিভ টু আপিল ৩ নভেম্বর আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে ওঠে। সেদিন আদালত পৃথক লিভ টু আপিল আপিল বিভাগে শুনানির জন্য ১০ নভেম্বর তারিখ ধার্য করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হেমন্তেও কমেনি রোদের তাপ। তাই ছাতা মাথায় বিদ্যালয়ে যাচ্ছে দুই শিক্ষার্থী। গতকাল রংপুর শহরতলির রঘু এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

পলিথিনবিরোধী অভিযান, ৬ লাখ টাকা জরিমানা

নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে গত এক সপ্তাহে ৬৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়েছেন। অভিযানে ১৪২টি দোকান বা প্রতিষ্ঠানকে ৬ লাখ ১৩ হাজার ৭০০ টাকা জরিমানা করা হয়। জব্দ করা হয়েছে ১২ দশমিক ৬৯৬ টন পলিথিন। এ ছাড়া অবৈধ পলিথিন উৎপাদনকারী একটি কারখানা সিলগালা করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং কমিটি নিয়মিত বাজার পর্যবেক্ষণ করছে। মনিটরিং কমিটির সদস্যরা সচেতনতামূলক তদারকি কার্যক্রম চালাচ্ছেন। তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করছেন। পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পাট ও কাপড়ের ব্যাগ ব্যবহারের অনুরোধ জানাচ্ছেন তাঁরা। মনিটরিং কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব তপন কুমার বিশ্বাস বলেন, এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

মাছবাজার নিষেধাজ্ঞা শেষে শুরু হয়েছে সাগরে মাছ ধরা। জেলেদের জালে ধরা পড়ছে বিভিন্ন প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ। সকালে ট্রলার থেকে মাছ খালাস করে নিয়ে যাওয়া হয় বাজারে। সেখান থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে এই মাছ কিনে নিয়ে যান খুচরা ব্যবসায়ীরা। গতকাল সকাল সাড়ে সাতটায় চট্টগ্রাম নগরের ফিশারিঘাট নতুন মাছবাজার এলাকায়। ছবি : সৌরভ দাশ

নিখোঁজের ৭ দিন পর মুনতাহার লাশ উদ্ধার

সিলেটের কানাইঘাট

গতকাল ভোরে মুনতাহার লাশসহ প্রতিবেশী এক নারীকে হাতেনাতে আটক করেন স্থানীয় লোকজন।

প্রতিনিধি, *সিলেট*

মুনতাহা আক্তার। ছবি : সংগৃহীত

সিলেটের কানাইঘাট থেকে নিখোঁজের সাত দিন পর শিশু মুনতাহা আক্তারের (৫) লাশ উদ্ধার হয়েছে। গতকাল রোববার ভোরে বাড়ির পাশে শিশুটির লাশসহ এক প্রতিবেশীকে আটক করেন স্থানীয় লোকজন। প্রতিবেশী ওই নারীর নাম আলিফজান বেগম (৫৫)। মুনতাহা নিখোঁজের ঘটনায় এর আগে শনিবার রাতে আলিফজানের মেয়ে শামীমা বেগম ওরফে মার্জিয়াকে (২৫) আটক করে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, লাশ উদ্ধারের সময় মুনতাহার শরীরে কাদা লেগে থাকতে দেখা যায়। গলায় প্যাঁচানো ছিল রশিজাতীয় কিছু। এসব দেখে ধারণা করা হচ্ছে, শিশুটিকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আলিফজান ও মার্জিয়া ছাড়াও ইসলাম উদ্দিন (৪০) ও নাজমা বেগম (৩৫) নামে মুনতাহার আরও দুই প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুনতাহা কানাইঘাট উপজেলার সদর ইউনিয়নের বীরদল ভাড়ারিফৌদ গ্রামের শামীম আহমদের মেয়ে। ৩ নভেম্বর প্রতিবেশী শিশুদের সঙ্গে খেলতে যাওয়ার পর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। এরপর শিশুটির সন্ধান চেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকেই পোস্ট করেন। সন্ধান না পাওয়ায় শিশুটির সন্ধানদাতাকে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেয় তার পরিবার। এতে বিষয়টি আরও আলোচনায় আসে।

মুনতাহার বাবা শামীম আহমদ আগে সৌদি আরবে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেশে ফিরেছেন। এখন ভাড়ায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা চালান। মুনতাহা নিখোঁজের পর থেকে পরিবার দাবি করে আসছিল, শিশুটিকে 'অপহরণ' করা হয়েছে। মেয়ে নিখোঁজের ঘটনায় মুনতাহার বাবা শামীম আহমদ প্রথমে স্থানীয় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) ও শনিবার রাতে অপহরণের মামলা করেন।

মামলার পর শনিবার রাতে মার্জিয়াকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মুনতাহার গৃহশিক্ষিকা ছিলেন মার্জিয়া। তবে সম্প্রতি মুনতাহার বাবা মেয়েকে আর ওই গৃহশিক্ষিকার কাছে পড়তে দেননি। প্রতিবেশী শিশুদের 'প্রাইভেট' পড়ান মার্জিয়া। তাঁর মা আলিফজান করেন ভিক্ষাবৃত্তি। তাঁদের সঙ্গে মার্জিয়ার বৃদ্ধা নানিও থাকেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, মার্জিয়াকে গ্রেপ্তারের পর শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটায় আলিফজান বাড়ির পাশের ডোবার কাদা থেকে লাশ তুলে পাশের একটি পুকুরে ফেলতে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় লোকজন দেখতে পেলে আলিফজান নিজের কোলে থাকা লাশটি মাটিতে ফেলে দেন।

মুনতাহার লাশসহ আলিফজানকে আটক করার পর স্থানীয় লোকজন বিষয়টি পুলিশকে জানান। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আলিফজান বেগমকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ আসার আগেই ক্ষুব্ধ জনতা আলিফজানদের বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেন। পরে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

ময়নাতদন্ত শেষে গতকাল বিকেলে পারিবারিক কবরস্থানে মুনতাহাকে দাফন করা হয়েছে বলে জানান তার চাচা কয়ছর আহমদ। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা সবাই তাঁদের প্রতিবেশী। তবে কারও সঙ্গে তাঁর ভাইয়ের (মুনতাহার বাবা শামীম আহমদ) বিরোধ নেই। তবে মার্জিয়ার কাছে প্রাইভেট পড়াতে না দেওয়ার ক্ষোভ থেকে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তাঁর ধারণা।

সিলেটের সহকারী পুলিশ সুপার (কানাইঘাট সার্কেল) অলক কান্তি শর্মা *প্রথম আলোকে* বলেন, মেয়েকে আটকের পর আলিফজান মনে করেছিলেন, পুলিশ সবকিছু জেনে গেছে। এ জন্য রাতেই ডোবায় পুঁতে রাখা মুনতাহার লাশ তুলে পুকুরে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্রতিবেশীরা বিষয়টি বুঝতে পেরে পুকুরে লাশ ফেলে দেওয়ার আগেই তাঁকে আটক করেন।

আ.লীগের পতন হলেও ফ্যাসিবাদ বিলুপ্ত হয়নি

আলোচনা সভা

যুক্তফ্রন্ট গঠন করে বামপন্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা দরকার বলে মনে করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও দেশ থেকে ফ্যাসিবাদ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি বলে মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেছেন, গোটা ব্যবস্থার মধ্যে ফ্যাসিবাদ আছে। এখানে গণতন্ত্র নেই, অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এখানে ঘটছে না। প্রকৃত জনপ্রতিনিধিদের শাসন এখনো দূরের স্বপ্ন।

বাসদের আহ্বায়ক আ ফ ম মাহবুবুল হকের সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকীতে 'চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে বামপন্থীদের ভূমিকা এবং করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্রধান আলোচকের বক্তব্যে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এ কথা বলেন। গতকাল রোববার সকালে জাতীয় প্রেসক্লাবে এ সভার আয়োজন করে আ ফ ম মাহবুবুল হক স্মৃতি সংসদ।

দেশের বামপন্থীদের অবিলম্বে যুক্তফ্রন্ট গঠন করা উচিত বলে মনে করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি মনে করেন, সেই যুক্তফ্রন্টের আশু কর্তব্য হবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, নির্বাচন দিয়ে বিপ্লব ঘটবে না, কিন্তু সরকারের পরিবর্তন ঘটবে। বামপন্থীরা জিতবে না, জিতলেও অল্প আসনে জিতবে। তারা ক্ষমতায় যাবে না। কিন্তু তারা যে এ দেশে আছে, তারা যে বিকল্প শক্তি, যে বিকল্প শক্তি জনগণ দেখতে চায়, সেই শক্তির একটা উত্থান দেখতে পাবে, পরিচয় দেখতে পাবে। বামপন্থীরা এর মধ্য দিয়ে প্রচার করতে পারবে তাদের মতাদর্শ।

কেবল ঢাকা নয়, শহর থেকে গ্রাম—সর্বত্রই যুক্তফ্রন্ট গঠিত হবে উল্লেখ করে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। যে ছাত্ররা এখন বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে, যারা পথের সন্ধান পাচ্ছে না, তারা পথের সন্ধান পাবে। এই নির্বাচনের পর আবার যখন নির্বাচন হবে, তখন দেখা যাবে, বামপন্থীরাই প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরবর্তী নির্বাচনে বুর্জোয়ারা জিতবে বলে মন্তব্য করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। তিনি বলেন, তাদের (বুর্জোয়া) সঙ্গে প্রতিপক্ষ থাকবে ধর্মীয় মৌলবাদীরা। এরা রাজনীতিরই দুটি ধারা। সেই জায়গায় বামপন্থীদের উপস্থিত হওয়া উচিত একটা শক্তি হিসেবে।

> “একই শ্রেণিরই আরেক রকম অবস্থান দেখতে পাচ্ছি। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের মতোই কথাবার্তা কিংবা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীগুলোর কথাও দেখতে পাচ্ছি।
>
> **আনু মুহাম্মদ**, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক

'সরকারের মধ্যে বৈষম্যবাদী রাজনীতির প্রবণতা'

জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে, বিপ্লব হয়নি বলে উল্লেখ করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, বৈষম্যহীন বাংলাদেশের স্লোগান গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে আছে। গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যাদের হাতে ক্ষমতা, তাদের মধ্যে বৈষম্যবাদী রাজনীতি করার প্রবণতা বেশি। ধর্মীয়ভাবে বৈষম্য, জাতিগতভাবে বৈষম্য, শ্রেণিগতভাবে বৈষম্য, লৈঙ্গিক বৈষম্যের রাজনীতি দেখা যাচ্ছে।

যাঁরা সরকারে আছেন, তাঁরা সবকিছু নতুন করে সাজাতে চান বলে মন্তব্য করেন আনু মুহাম্মদ। তিনি বলেন, পুরোপুরি নতুন তো কেউ হতে পারবে না। সেটা করতে গিয়ে একাত্তরকে ছোট করা বা একাত্তর বাদ দেওয়া, এগুলো হচ্ছে খুবই আত্মঘাতী প্রবণতা কিংবা অনৈতিহাসিক প্রবণতা। পরিবর্তন তো হতেই হবে। তার মধ্যে নতুন নতুন উপাদান আসবে। তার অর্থ এটা নয় যে আগেরটা বাতিল হয়ে গেছে।

জনপন্থী রাজনীতির অভাব রয়েছে উল্লেখ করে অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, 'একই শ্রেণিরই আরেক রকম অবস্থান দেখতে পাচ্ছি। ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের মতোই কথাবার্তা দেখতে পাচ্ছি কিংবা ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীগুলোর কথাও দেখতে পাচ্ছি। এরা সবাই বৈষম্যহীন বাংলাদেশ স্বপ্নের বিরোধী। এরা তো বৈষম্যবাদী রাজনীতি করতে চাচ্ছে। এরা স্বৈরতান্ত্রিক ভাব ও ভাষা নিয়ে এসেছে।'

এ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আ ফ ম মাহবুবুল হক স্মৃতি সংসদের আহ্বায়ক সাংবাদিক আবু সাঈদ খান। আরও বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান, সিপিবির সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাংবাদিক মাহবুব কামাল, শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক হারুনুর রশীদ ভূঁইয়া প্রমুখ।

ইউপিডিএফ নেতাকে গুলি করে হত্যা

প্রতিনিধি, *খাগড়াছড়ি*

১১ দিনের ব্যবধানে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে ইউপিডিএফের আরেক নেতা দুর্বৃত্তদের হাতে খুন হলেন। গতকাল রোববার তাঁকে বাবুরপাড়া এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয়। নিহত মিটন চাকমা ইউপিডিএফের সংগঠক ছিলেন।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা সংগঠক অংগ্য মারমা বলেন, দুপুর ১২টার সময় জেএসএস সন্তু লারমা পক্ষের একটি সশস্ত্র দল ইউপিডিএফ সদস্যদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে মিটন চাকমা নিহত হন।

এর আগে গত ৩০ অক্টোবর পানছড়ির লতিবান ইউনিয়নের শান্তিরঞ্জন পাড়ায় ইউপিডিএফের চার নেতা-কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

নকশা

বৈচিত্র্যেই জামদানির ভবিষ্যৎ

জামদানি শাড়ি আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের গর্ব। পেয়েছে ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্যের স্বীকৃতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জামদানির উপকরণ দিয়ে অন্যান্য পোশাক ও পণ্যও তৈরি হচ্ছে। এই ধারাকে সমৃদ্ধ করা গেলে দেশে ও বিদেশে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়বে জামদানি।

আরও থাকছে

- রেসিপিতে দেখুন আমাদের গর্ব, আমাদের পদ
- বসার ঘরের জামদানি সাজ
- জামদানি নকশার গয়না
- জামদানির দামে কেন এত তারতম্য

চোখ রাখুন আগামীকাল
মূল পত্রিকার সঙ্গে ৮ পৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড
দাম ১২ টাকা

দুদকে চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে বাছাই কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের জন্য সুপারিশ করতে বাছাই কমিটি গঠন করেছে সরকার। পাঁচ সদস্যের এই কমিটির সভাপতি করা হয়েছে আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হককে।

গতকাল রোববার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। কমিটির সদস্যরা হলেন হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব, বাংলাদেশ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মো. নুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম এবং সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত মন্ত্রিপরিষদসচিব মো. মাহবুব হোসেন।

কমিটির সদস্য সাবেক মন্ত্রিপরিষদসচিব মাহবুব হোসেনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে ঘিরে গত দেড় মাসে দুটি মামলা হয়েছে। এর একটি হত্যা মামলা, অন্যটি হত্যাচেষ্টা মামলা।

দুদক চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগের জন্য গঠিত বাছাই কমিটি কমিশনারের প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে দুজন করে ব্যক্তির নামের তালিকা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাবেন।

গত ২৯ অক্টোবর দুদকের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক ও কমিশনার (অনুসন্ধান) মোছা. আছিয়া খাতুন পদত্যাগ করেছেন। ফলে পদগুলো শূন্য রয়েছে।

করোনা শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

পাঠকসমাজের একটা উৎসব পাঠক কুইজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

প্রথম আলোর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘জিততে হলে পড়তে হবে’ স্লোগানে চতুর্থবারের মতো অনলাইন পাঠক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। আয়োজনের ষষ্ঠ দিন গতকাল রবিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭টা ১০ মিনিট পর্যন্ত ষষ্ঠ দিনের কুইজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৫ জন বিজয়ী হয়েছেন। এই আয়োজন চলবে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত টানা ১০ দিন ঠিক একই সময়ে।

ষষ্ঠ দিন দ্রুততম সময়ে সর্বোচ্চসংখ্যক সঠিক উত্তর দিয়ে বিজয়ী হন ফেনীর মোহাম্মদ রায়হান উদ্দিন; ঝালকাঠির মারজান হোসেন; চুয়াডাঙ্গার তানজিলুর রহমান; কুমিল্লার মো. নুরুল আমিন ও এমদাদুল হক; ময়মনসিংহের সাজিদা সুলতানা; ঢাকার ফারহান লাবিব, মারিয়াম সাথী, মুহাম্মাদ আকবর হুসাইন ও নুসরাত জেরিন; চট্টগ্রামের জেসমিন আকতার, মো. মোর্শেদ ও জয় চৌধুরী; হবিগঞ্জের মো. মিজানুর রহমান এবং কুষ্টিয়ার ফারুক হোসেন।

বিজয়ী ফারুক হোসেন বলেন, পাঠক কুইজ পাঠকসমাজের একটা উৎসব। আর এ আয়োজন মনোযোগসহকারে পত্রিকা পড়ার অভ্যাস তৈরি করছে।

আয়োজকেরা জানান, প্রতিদিন সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রশ্নের সঠিক উত্তরদাতা ১৫ জন বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে। এই ১৫ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবেন ২ হাজার টাকা করে মোট ৩০ হাজার টাকার গিফট চেক। ১০ দিনে ১৫০ জন বিজয়ী পাবেন মোট ৩ লাখ টাকার গিফট চেক।

উল্লেখ্য, পাঠক কুইজের প্রশ্ন ছিল কুইজের দিন ও আগের দিনের *প্রথম আলোর* ছাপা পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবাদ, নিবন্ধ ও ফিচার থেকে। ২০টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাছাই করার জন্য অংশগ্রহণকারীরা মোট ১০ মিনিট করে সময় পেয়েছেন। কুইজে অংশগ্রহণ করতে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত নিবন্ধন করা যাবে prothomalo.com/quiz ওয়েবসাইটে।

ষষ্ঠ দিনের পাঠক কুইজ

সাজিদা সুলতানা

ফারুক হোসেন

নুসরাত জেরিন

একটি মামলায় আসামি ৫৩ সাবেক সচিব

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদলের সাবেক নেতা মোহাম্মদ জামান হোসেন খান। এখন তিনি বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, পাশাপাশি ঠিকাদারি ব্যবসা করেন। তাঁর করা মামলায় মোট ১৯৬ জনকে আসামি করা হয়েছে।

মামলার ১ নম্বর আসামি করা হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন শেখ রেহানা, সজীব ওয়াজেদ জয়, সায়মা ওয়াজেদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক। এ ছাড়া সাবেক একজন প্রধান বিচারপতি, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাবেক একজন চেয়ারম্যান, পুলিশের সাবেক আইজিপিও এই মামলার আসামি। জাতীয় সংসদের সাবেক বিরোধীদলীয় নেতা জি এম কাদেরের নামও আসামিদের তালিকায় রয়েছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিভিন্ন মামলায় বিচ্ছিন্নভাবে সাবেক কয়েকজন সচিবকে আসামি করা হয়েছে। তবে একটি মামলায় একসঙ্গে ৫৩ জন সাবেক সচিবকে আসামি করার ঘটনা এটিই প্রথম।

মামলার এজাহারে বাদী জামান হোসেন খান উল্লেখ করেছেন, তাঁর মেয়ে সামিয়া খান আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ বনশ্রী শাখার দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। গত ৫ আগস্ট বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পূর্বঘোষিত শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে যোগ দিতে সামিয়া আফতাবনগরে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে যায়। সেখানে ছাত্র-জনতা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছিল। ছাত্র-জনতার মিছিল চলার সময় আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করতে থাকে। এ সময় সামিয়া গুলিবিদ্ধ হয়। তার পায়ে এখনো তিনটি গুলি রয়েছে।

বাদী অভিযোগ করেন, ঘটনার প্রায় তিন মাস পর তিনি প্রথমে বাড্ডা থানায় মামলা করতে যান। থানা থেকে আদালতে মামলা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর তিনি সিএমএম আদালতে মামলা করেছেন। আদালত পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) এ মামলা তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৩ জন সচিবকে আসামি করার বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার বাদী জামান হোসেন খান *প্রথম আলোকে* বলেন, একজন সচেতন নাগরিক ও রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি সাবেক ওই সচিবদের সম্পর্কে জানেন। কারও প্ররোচনায় নয়, ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের নামে মামলা করেছেন। ফ্যাসিবাদী আওয়ামী লীগ সরকারকে দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় রাখতে ওই ব্যক্তিরা (সাবেক সচিবরা) সহায়তা করেছেন। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে যাঁরা সচিব হয়েছেন, তাঁদের ভূমিকা ছিল অগ্রহণযোগ্য। তাঁরা সরকারকে ঠিকমতো পরামর্শ দেননি। জাতীয় নির্বাচনগুলো ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেননি।

জামান হোসেন খান বলেন, ১৯৯৪-৯৫ সালে তিনি সরকারি তিতুমীর কলেজের ছাত্র সংসদের জিএস ছিলেন। এখন বিএনপির রাজনীতি করেন। পাশাপাশি গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন নিবন্ধিত ঠিকাদার।

১৯৬ জনকে আসামি করার কারণ জানতে চাইলে জামান হোসেন খান বলেন, সাবেক বিরোধীদলীয় নেতাকে আসামি করেছেন তিনি। পাশাপাশি ১৪ দলের নেতাদেরও আসামি করেছেন। আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদী দল হয়ে ওঠার জন্য তাঁরাও দায়ী।

সাবেক সচিবদের মধ্যে আরও যাঁরা আসামি

মামলার আসামিদের মধ্যে রয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) সাবেক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ। তিনি জনপ্রশাসন সচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। আরও আছেন সাবেক সচিব কামাল উদ্দিন আহম্মেদ। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক আরেক চেয়ারম্যান নাছিমা বেগমকেও আসামি করা হয়েছে। তিনিও সাবেক সচিব। আসামিদের তালিকায় রয়েছেন সাবেক সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর। আরও আছেন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাদিক। তিনি নির্বাচন কমিশনের সাবেক সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

সাবেক অন্য সচিবদের মধ্যে রয়েছেন মোজাম্মেল হক খান, জুয়েনা আজিজ, ফরিদ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, আবু হেনা মো. রহমাতুল মুনিম, হেলালুদ্দীন আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, সাজ্জাদুল হাসান, সালাহ উদ্দিন, লোকমান হোসেন মিয়া, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মান্নান হাওলাদার, আবু হেনা মোরশেদ জামান, ওয়াহিদা আক্তার, হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারী, মহিবুল হক, উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, জাহাংগীর আলম, এম এ এন সিদ্দিক, শাহজাহান আলী মোল্লা, শ্যামল কান্তি ঘোষ, ইকবাল খান চৌধুরী, মরতুজা আহমেদ, খন্দকার শওকত হোসেন, নিয়াজ উদ্দিন মিয়া, জাফর আহম্মদ খান, বরুণ দেব মিত্র, এম আসলাম আলম, রফিকুল ইসলাম, চৌধুরী মো. বাবুল হাসান, সুরাইয়া বেগম, নজরুল ইসলাম খান, শহীদউল্লা খন্দকার, আব্দুল মালেক, জিল্লার রহমান, ইবরাহীম হোসেইন খান, সম্পদ বড়ুয়া, পবন চৌধুরী, অপরুপ চৌধুরী, সামছুদ্দিন আজাদ চৌধুরী, আক্তারী মমতাজ, শাহ কামাল ও প্রশান্ত কুমার রায়।

আসামিদের তালিকায় থাকা দুজন সাবেক সচিবের সঙ্গে কথা বলেছে *প্রথম আলো*। নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাঁরা *প্রথম আলোকে* বলেন, মামলার বিষয়টি তাঁরা জানেন। তবে সংক্ষুব্ধ হয়ে যিনি মামলা করেছেন, তাঁকে চেনেন না। সাবেক সচিবদের নামে এভাবে ঢালাও মামলা জনপ্রশাসনের জন্য বাজে দৃষ্টান্ত হিসেবে ভবিষ্যতে বিবেচিত হবে।

মামলায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের বর্তমান অতিরিক্ত সচিব ফরহাদ আহম্মদ খান, সাবেক অতিরিক্ত সচিব জেসমিন টুলি, সাবেক যুগ্ম সচিব আবুল কাশেম ও মোহাম্মদ আবদুল বাতেন এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের এনআইডি শাখার সাবেক পরিচালক ফরহাদ হোসেনকে আসামি করা হয়। তাঁদের মধ্যে জেসমিন টুলি এখন নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের অন্যতম সদস্য।

আরও যাঁরা আসামি

মামলার আসামিদের মধ্যে আরও রয়েছেন সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সাবেক শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া, সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত, সাবেক তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক দুই মেয়র আতিকুল ইসলাম ও শেখ ফজলে নূর তাপস, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব বিপ্লব বড়ুয়া প্রমুখ।

সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক, পুলিশের সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনসহ কয়েকজন সাবেক পুলিশ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে। আসামিদের মধ্যে তিনজন সাংবাদিক নেতাও রয়েছেন। তাঁরা হলেন ইকবাল সোবহান চৌধুরী, মোজাম্মেল বাবু ও নঈম নিজাম।

এক মামলায় ৫৩ জন সাবেক সচিবকে একসঙ্গে আসামি করার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহদীন মালিক *প্রথম আলোকে* বলেন, ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী জেনেশুনে ইচ্ছা করে কাউকে হেনস্তা করার উদ্দেশ্যে মামলা করলে তা অপরাধ। দুর্ভাগ্য যে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা করলে কারও বিরুদ্ধে এত দিন আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। মামলায় যেসব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে, তাঁদের কেউ হয়তো পাঁচ বছর আগে দায়িত্বে ছিলেন। তাঁকে মূলত হয়রানি করতেই এই মামলা করা হয়েছে। এতে যারা প্রকৃত অপরাধী, তারা পার পেয়ে যাবে।

জাপার শীর্ষ নেতাদের নামে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছয় বছর আগে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গাড়িবহরে হামলার অভিযোগে ৬৫ জনকে আসামি করে মামলা হয়েছে। এ মামলার প্রধান আসামি করা হয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদেরকে। আসামির তালিকায় জাতীয় পার্টি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাও রয়েছেন। গত শুক্রবার রাজধানীর হাতিরঝিল থানায় মামলাটি এজাহার হিসেবে রেকর্ড করা হয়।

মামলার বাদী বাংলাদেশ পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান মো. বাবুল সরদার চাখারী। বাদীপক্ষের আইনজীবী জহির হোসেন বলেন, গত ৩১ অক্টোবর আদালতে নালিশি মামলা হয়। আদালত অভিযোগ রেকর্ড করতে হাতিরঝিল থানার ওসিকে নির্দেশ দেন।

জি এম কাদের ছাড়া তাঁর স্ত্রী শেরীফা কাদের, কো-চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, মহাসচিব মুজিবুল হক (চুন্নু), সাবেক মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার আসামির তালিকায় রয়েছেন। দলটির প্রেসিডিয়াম সদস্যের ১২ জনও রয়েছেন আসামিদের তালিকায়। এ ছাড়া জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান শেখ সালু, প্রেসিডিয়াম সদস্য মাহামুদুল হক আক্কাস, আনিচুর রহমান, এনপিপি ন্যাশনাল পার্টির সাবেক মহাসচিব আবদুল হাই মণ্ডল, ইসলামী ঐক্যজোটের সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ তরীকত ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভান্ডারীকে আসামি করা হয়েছে।

মৃত্যুবার্ষিকী

মেজর এম এ গণি

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সাবেক সদস্য মেজর এম এ গণির ৬৭তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ ১১ নভেম্বর। ১৯৫৭ সালে জার্মানি সফরকালে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪২ বছর বয়সে মারা যান। মেজর গণির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (রাওয়া), মেজর গণি পরিষদ ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। কুমিল্লা সেনানিবাসে তাঁর সমাধিতে শ্রদ্ধা জানাবে সেনাবাহিনী। **বিজ্ঞপ্তি**

‘আওয়ামী লীগের প্রতি কোনো সহানুভূতি নয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আওয়ামী লীগ গণহত্যার সঙ্গে জড়িত। তাই ছাত্রলীগের আগে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা দরকার ছিল। আওয়ামী লীগের প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের ন্যূনতম সহানুভূতি দেখানোর চেষ্টাও ঠিক হবে না।

শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার গুলিস্তানে শহীদ নূর হোসেন চত্বরে গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান এ কথাগুলো বলেন। তিনি বলেন, ‘(গত বছরের) ২৮ অক্টোবরের পর বিএনপি, জামায়াত, গণ অধিকার পরিষদসহ ভিন্নমতের প্রায় ৩০ হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু গণ-অভ্যুত্থানের পরে তিন হাজার আওয়ামী খুনিকে আটক করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারকে বলব, আওয়ামী লীগের প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতি দেখানোর চেষ্টা করবেন না। দলটি গণহত্যার সঙ্গে জড়িত।’

‘হাসিনা ও তাঁর দোসরদের বিচার করলেই ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা পাবে’

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছেন, তা ইতিহাসে নজিরবিহীন। তাই জুলাই-আগস্টের আন্দোলনে ছাত্ররা যে আকাঙ্ক্ষা ও দাবি থেকে জীবন দিয়েছেন, তা তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন শেখ হাসিনা ও তাঁর দোসরদের দেশে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম গতকাল রোববার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এক সমাবেশে এ কথা বলেছেন। ২০২৪ সালের গণহত্যার বিচারের দাবিতে ঢাকা মহানগর ছাত্রশিবির এ সমাবেশের আয়োজন করে।

আনিসুলের প্রভাব, কাদেরের আশীর্বাদে ব্যবসা সিএনএসের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অভিযোগ আছে, আদালতের আদেশ যাতে সিএনএসের পক্ষে যায়, সে জন্য প্রভাব বিস্তার করতেন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক।

আনিসুল হকের ছোট ভাই আরিফুল হক ২০১০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সিএনএসের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি ২০১৭ সালের মার্চে মারা যান। সূত্র বলছে, আরিফুলের মৃত্যুর পর আনিসুল হকই নেপথ্যে থেকে সিএনএসের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন। যদিও প্রতিষ্ঠানটিতে তাঁর কোনো পদ ছিল না।

‘মামলা কৌশলে’ শুধু যমুনা সেতু নয়, মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের কাজও সাত বছর করেছে সিএনএস। ২০১৮ সাল থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভৈরব) ও শহীদ ময়েজ উদ্দিন (ঘোড়াশাল) সেতুর টোলও আদায় করছে তারা। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গত এক যুগে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) অন্তত পাঁচ ধরনের কাজ বাগিয়ে নেয় সিএনএস।

সড়ক মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মন্ত্রণালয়টির অধীন বিভিন্ন দপ্তরে সিএনএসের পাওয়া কাজের অর্থমূল্য দেড় হাজার কোটি টাকার বেশি। বেশির ভাগ কাজ সিএনএস পেয়েছে উচ্চ মূল্যে। এতে তারা লাভবান হয়েছে। বিপরীতে লোকসান হয়েছে সরকারের।

সড়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা বলছেন, সাধারণ একটি তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান হয়েও সিএনএসের এত কাজ পাওয়ার পেছনে যেমন সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের প্রভাব ছিল, তেমনি সাবেক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের আশীর্বাদও ছিল। ওবায়দুল কাদের, আনিসুল হক এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান একজোট হয়ে সরকারি কাজ নিয়ন্ত্রণ করতেন। সরকারে তাঁরা ছিলেন প্রভাবশালী। কোনো কারণে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়ায় কাজ না পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে মামলা করে তা আটকে দিতে আদালতকে ব্যবহার করতেন আনিসুল হক।

আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমান হত্যা মামলায় এখন কারাগারে। ওবায়দুল কাদের আত্মগোপনে। তাই তাঁদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

সিএনএসের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির উজ জামান চৌধুরী সপরিবার কানাডা বাস করেন। সেখানে সিএনএসের বৈশ্বিক শাখাও খুলেছেন। তাঁর স্ত্রী সেলিনা চৌধুরী এখন সিএনএসের চেয়ারম্যান।

মনির উজ জামান চৌধুরী মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, সাবেক আইনমন্ত্রীর ভাই আরিফুল হক সিএনএসে কাজ করতেন। সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের প্রভাবে কাজ পাওয়ার বিষয়টি অপপ্রচার। তাঁরা অভিজ্ঞতার কারণে কাজ পেয়েছেন।

অবশ্য সড়ক মন্ত্রণালয়ের বর্তমান একাধিক কর্মকর্তার প্রশ্ন, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে মামলা করে দরপত্র প্রক্রিয়া আটকে রাখার উদ্দেশ্য কী?

ছয় মাসের জন্য ঢুকে আট বছর

যমুনা সেতুতে টোল আদায়কারীর মেয়াদ শেষ হয় ২০১৬ সালে। পরবর্তী ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া সময়সাপেক্ষ। তাই টোল আদায়ে কারিগরি সহায়তার জন্য সিএনএসকে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ দেয় সেতু বিভাগ। অন্যদিকে শুরু হয় স্থায়ী ঠিকাদার নিয়োগের দরপত্র প্রক্রিয়া।

সেতু বিভাগ সূত্র জানায়, ২০১৭ সালে উন্মুক্ত দরপত্রে এমন শর্ত যুক্ত করা হয়, যাতে সিএনএস ছাড়া অন্য কারও কাজটি পাওয়ার সুযোগ ছিল না। বিষয়টি নিয়ে অংশগ্রহণকারী অন্য ঠিকাদারেরা আপত্তি জানান। এ কারণে দুই দফা দরপত্র বাতিল হয়। তৃতীয় দফায় সিএনএসসহ দেশি-বিদেশি পাঁচটি প্রতিষ্ঠান দরপত্র জমা দেয়।

দরপত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার এইচপিসি ও বাংলাদেশের এসইএলের যৌথ উদ্যোগের (জেভি) প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ নম্বর পায়। তারা আদায় করা টোলের মাত্র সাড়ে ৪ শতাংশ নেওয়ার প্রস্তাব করে। অন্যদিকে সিএনএসের প্রস্তাব ছিল সাড়ে ১২ শতাংশ। কাজটি পাবে না বুঝতে পেরে কারিগরি যোগ্যতা মূল্যায়নে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে হাইকোর্টে রিট মামলা করে সিএনএস। এতে ঠিকাদার নিয়োগ আটকে যায়। এই জটিলতার মধ্যে সিএনএসকে আবার বিনা দরপত্রে ১০ মাসের জন্য যমুনা সেতুর টোল আদায়ের কারিগরি সহায়তার দায়িত্ব দেয় সেতু বিভাগ। এভাবে মামলা চলতে থাকে আর সিএনএসের মেয়াদ বাড়ে। ২০২২ সালের ৩০ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বাতিল করে দেন।

সেতু বিভাগ সূত্র জানায়, আইনি বাধা দূর হওয়ার পর ২০১৭ সালে ডাকা দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার সঙ্গে আলোচনা শুরু করে সেতু বিভাগ। কিন্তু আগের দরে তারা কাজটি করতে রাজি হয়নি। ফলে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রায় ৬০ কোটি টাকার কাজটি পায় চায়না রোড অ্যান্ড ব্রিজ করপোরেশন। মেয়াদ পাঁচ বছর। গত ১ সেপ্টেম্বর সিএনএসের কাছ থেকে দায়িত্ব নিয়েছে চীনা কোম্পানিটি।

দেখা যাচ্ছে, চীনা কোম্পানির পেছনে বছরে ব্যয় হবে ১২ কোটি টাকা। সফটওয়্যার, যন্ত্রপাতি ও জনবলের খরচ তাদের। ভ্যাট ও আয়কর এর ভেতরে। অন্যদিকে শুধু সফটওয়্যার সেবা দিয়ে বছরে ৫ কোটি টাকা নিয়ে যেত সিএনএস। জনবল ও অন্যান্য খরচ ছিল সেতু বিভাগের।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী মোহাম্মদ ফেরদৌস *প্রথম আলোকে* বলেন, মামলার কারণে দীর্ঘ সময় তারা নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দিতে পারেননি।

মামলা ও দরপত্রে অনুকূল শর্ত

২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের দায়িত্বে ছিল এশিয়ান ট্রাফিক টেকনোলজিস (এটিটি) নামের একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন দরপত্র আহ্বান করে সওজ অধিদপ্তর। তখন ইনফ্রাটেক নামের একটি প্রতিষ্ঠান তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। কিন্তু তাদের কাজ না দিয়ে সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয়। ইনফ্রাটেক আদালতে যায়, মামলায় আটকে যায় ঠিকাদার নিয়োগ।

২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে সওজ নিজস্ব উদ্যোগে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায় শুরু করে। কারিগরি সহায়তা দেয় সিএনএস। সিএনএস আগের দরপত্রে অংশ নিয়েছিল। তবে সর্বনিম্ন দরদাতা হতে পারেনি।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে দরপত্র ছাড়াই একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিএনএসকে পাঁচ বছরের জন্য মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের দায়িত্ব দেয় সওজ। চুক্তি অনুযায়ী, আদায় করা টোলের ১৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ পেত সিএনএস। চুক্তিতে এমন শর্ত রাখা হয়, যেখানে টোলের মূল্য সংযোজন কর (মূসক/ভ্যাট) ও সিএনএসের টোলের ভাগ বাবদ আয়কর দেবে সওজ। ভ্যাট ও আয়কর যুক্ত করলে ঠিকাদারের পেছনে ব্যয় দাঁড়ায় আদায় করা টোলের ২৪ শতাংশের বেশি।

মেঘনা-গোমতী সেতুতে সিএনএসের টোল আদায়ের পাঁচ বছর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দিতে ২০১৯ সালের ১৭ নভেম্বর সওজ দরপত্র আহ্বান করে। কিন্তু সিএনএস দরপত্র কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আদালতে যায়। তারা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ পায়। মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেয় সওজ। এর মধ্যে সাত বছর কাটিয়ে দেয় সিএনএস।

মেঘনা-গোমতী সেতুতে টোল আদায়কারীকে এখন মোট আয়ের অংশ ধরে বিল দেওয়া হয় না। নতুন ঠিকাদারকে তিন বছরের জন্য ৬৬ কোটি টাকায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে ব্যয় ২২ কোটি টাকা। সিএনএস পেত বছরে গড়ে ৭৭ কোটি টাকা।

সওজ সূত্র জানায়, ২০১৭ সালে মেঘনা-গোমতী সেতুতে অতিরিক্ত মালবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণে ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অতিরিক্ত ওজনধারী যানবাহনের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের দায়িত্বও পায় সিএনএস। আদায় করা জরিমানার ১৪ শতাংশ দেওয়া হয় তাদের। টোল ও জরিমানার ভাগ বাবদ সিএনএস মেঘনা-গোমতী সেতু থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা পেয়েছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ভৈরব) ও শহীদ ময়েজ উদ্দিন (ঘোড়াশাল) সেতুর টোল আদায়ের দায়িত্ব সিএনএস পায় ২০১৮ সালে। আদায় করা টোলের ১৭ দশমিক ৭৫ শতাংশ পেয়েছে তারা। যদিও দরপত্রে নজরুল ইসলাম সেতুতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিএইসি-এটিটি ৭ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং ময়েজ উদ্দিন সেতুতে এম এম বিল্ডার্স ৮ শতাংশ প্রস্তাব করে সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছিল। কিন্তু কারিগরি মূল্যায়নে সিএনএস বেশি নম্বর পাওয়ায় কাজ তাদের দেওয়া হয়।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও নতুন ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ২৯ সেপ্টেম্বর সিএনএসকেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতুতে তিন বছর ও ময়েজ উদ্দিন সেতুতে দুই বছরের জন্য আবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিএনএসের সঙ্গে এ বিষয়ে ৪২ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে। এ দফায় তারা আদায় করা টোলের ১৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ পাচ্ছে বলে সওজ সূত্র জানিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে সওজের প্রধান প্রকৌশলী সৈয়দ মঈনুল হাসান *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি জেনে পরে জানাবেন।

সওজ সূত্র জানায়, সেতুতে টোল আদায়ে কোয়ালিটি ও কস্ট বেজড সার্ভিস (কিউসিবিএস) পদ্ধতিতে দরপত্র ডাকা হয়। এতে প্রথমে দরপত্রে এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে পছন্দের ঠিকাদারের বাইরে থাকা অন্যরা কম নম্বর পায়। এরপর আর্থিক প্রস্তাব এবং কারিগরি প্রস্তাব একসঙ্গে মূল্যায়ন করে ঠিকাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে বেশি দর প্রস্তাব করেও কাজ পেয়ে যায় সিএনএস।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, নজরুল ইসলাম ও ময়েজ উদ্দিন সেতুতে টোল আদায় করে ৩০০ কোটি টাকার বেশি আয় করেছে সিএনএস। নিরপেক্ষভাবে উন্মুক্ত দরপত্র ডাকা হলে বর্তমান খরচের চেয়ে অনেক কম ব্যয়ে টোল আদায় সম্ভব।

বিআরটিএতেও সিএনএস

বিআরটিএতে পাঁচটি কাজ পেয়েছে সিএনএস—১. মোটরযানের কর ও ফি আদায়। ২. যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষা করা। ৩. বিআরটিএ কার্যালয়গুলোর সঙ্গে অনলাইন যোগাযোগের ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের (আইএস) ব্যবস্থাপনা। ৪. বিআরটিএর সার্ভিস পোর্টাল ব্যবস্থাপনা এবং ৫. নথি ডিজিটাল ব্যবস্থায় সংরক্ষণ।

বিআরটিএ সূত্র বলছে, চলমান ও শেষ হওয়া কাজের অর্থমূল্য ৮০০ কোটি টাকার বেশি। এসব কাজের দরপত্রে এমন যোগ্যতার শর্ত যুক্ত করা হয়, যা সিএনএস ছাড়া অন্য কারও নেই। এ ছাড়া একবার কাজ পাওয়ার পর বারবার চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর ঘটনা ঘটছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দরপত্র ছাড়াই কাজ দেওয়া হয় সিএনএসকে।

বিআরটিএর এসব দরপত্র প্রক্রিয়া এক যুগ ধরে দেখভালের দায়িত্বে আছেন সংস্থাটির পরিচালক (প্রকৌশল) সীতাংশু শেখর বিশ্বাস। তাঁকে দিয়েই দরপত্রের শর্ত তৈরি থেকে শুরু করে মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। সীতাংশু শেখর *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, তথ্যপ্রযুক্তির কাজে যোগ্যতার কিছু মানদণ্ড লাগে। সিএনএসের পক্ষে শর্ত দেওয়ার বিষয়টি ঠিক নয়। সিএনএস যোগ্যতা দিয়েই কাজ পেয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সহায়তায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে যানবাহনের ফিটনেস পরীক্ষার ব্যবস্থা ভেহিকেল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) চালু হয়েছে মিরপুরে। এর সক্ষমতা বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতি স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৩ সালের ১০ নভেম্বর সিএনএসকে ১০৫ কোটি টাকার চুক্তিতে নিয়োগ দিয়েছে বিআরটিএ। বিআরটিএ সূত্র বলছে, দক্ষিণ কোরিয়া এই কাজ করে দেওয়ার আগ্রহ দেখালেও বিআরটিএ তাতে সাড়া দেয়নি।

স্বাধীন তদন্ত ‘জরুরি’

সিএনএসের কাজ পাওয়ার প্রক্রিয়া ও মামলা কৌশল সম্পর্কে জানানো হলে দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, এতে বহুমুখী দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব কাজ করেছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সাবেক মন্ত্রী বা রাজনীতিকদের প্রভাবে এ রকম দুর্নীতি-অনিয়ম স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। এর পেছনে আমলাদের জোরালো যোগসাজশ না থাকলে হয়তো এতটা সম্ভব হতো না। তাই রাজনীতিকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আমলাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সময়টাকে একটা সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করে ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এখন এই অনিয়ম-দুর্নীতিগুলোর স্বাধীন তদন্ত করে দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য একটা মানদণ্ড তৈরি করতে হবে। এবার ব্যর্থ হলে আর কখনোই সম্ভব হবে না।

শিক্ষকরাজনীতি যেভাবে শিক্ষার মানের ক্ষতি করেছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কালের আবর্তে এই গৌরবময় প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিকীকরণ, স্বজনপ্রীতি, দলীয় লেজুড়বৃত্তি, দুর্বল প্রশাসন ও অব্যবস্থাপনার কারণে ক্রমেই তার সেই অর্জন ও গৌরব হারিয়ে ফেলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন **সৈয়দ মুনির খসরু**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩-এর উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবে এ অধ্যাদেশের কারণে যে দলীয় শিক্ষকরাজনীতির সূত্রপাত হয়, তার একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শিক্ষকতার মান, গবেষণা ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রমের ওপর। এ অধ্যাদেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রেখে একাডেমিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, যাতে মুক্তচিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির সহায়ক একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকে অধ্যাদেশের চতুর্থ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক, প্রশাসক ও নীতিনির্ধারক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছিল। এর মৌলিক ভিত্তি হওয়ার কথা ছিল শিক্ষকদের পেশাগত ও মেধাগত যোগ্যতা, যাতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়।

বাস্তবে তা না হয়ে এ অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ করার একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটিয়ে মানগত উৎকর্ষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যদিও রংভিত্তিক দল করেন, তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ সবারই জানা। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নীল দল বলতে আওয়ামীপন্থী ও সাদা দল বলতে বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের বোঝায়। যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে, তাদের মতাদর্শের অনুসারী শিক্ষকেরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ পান, অর্থাৎ উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, হলের প্রভোস্ট ইত্যাদি হন। এখানে শিক্ষকদের পেশাগত ও মেধার যোগ্যতা খুব কমই ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষক বিশ্বের যত নামীদামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বা অসাধারণ গবেষণার কাজ করেন না কেন, কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য ছাড়া এসব পদে তাঁর আসীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার্থীদের মনোবল ও বৈশ্বিক র‍্যাঙ্কিং

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হওয়ার কথা ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা ও মনন, সেখানে তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সম্পৃক্ততার ওপর। যেমন ২০০৯-১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯০০ শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এ ধরনের প্রচলিত মানদণ্ডের নিরিখে। এতে এই সময়কার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলো নির্বাচনভিত্তিক পদ আছে, যেমন অনুষদের ডিন, শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধি—সব কটিই মোটামুটি আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। বিএনপি ক্ষমতায় থাকার সময় একই ধরনের ধারাবাহিকতা ছিল, যা গত ১৫ বছর আওয়ামী শাসনামলে প্রকট আকার ধারণ করে।

এসব কারণে কোনো পদোন্নতি বা প্রশাসনিক পদে নিয়োগ পেতে হলে অনেকটা বাধ্য হয়েই অনেক শিক্ষককে রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হতে হয়। এ ধরনের অসুস্থ পরিবেশ শিক্ষার মানগত উৎকর্ষ ও পেশাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে একধরনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তির অভাবে নিরপেক্ষ শিক্ষকেরা প্রায়ই কোণঠাসা হয়ে পড়েন, যা থেকে ছাত্রসমাজও মুক্ত নয়। ক্লাস না নেওয়া, গবেষণাকে গুরুত্ব না দেওয়া—এসবের কারণে শিক্ষার্থীরা একটি নিম্নমুখী ও ক্ষয়িষ্ণু শিক্ষার পরিবেশের শিকার হচ্ছেন।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শিক্ষকরাজনীতির অন্যতম ভুক্তভোগী হলেন অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় মেধাবী শিক্ষার্থীরা, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। প্রায়ই অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আশীর্বাদপুষ্ট শিক্ষকদের আস্থা অর্জন না করতে পারলে তাঁদের শিক্ষক হওয়ার আশা সুদূরপরাহত হয়ে যেতে পারে। এমনকি এ ধরনেরও অভিযোগ আছে যে কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ফলকেও আগে থেকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে তাঁদের শিক্ষক হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে রাখা হয়।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের নীতিগত ও আদর্শিক ভিত্তি যদি এতই দুর্বল হয়, তাহলে এখানকার শিক্ষার্থীরা কীভাবে তাঁদের শিক্ষকদের ওপর আস্থা ও শ্রদ্ধা রাখবেন? যে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমন সব শিক্ষকের ছত্রচ্ছায়ায় বেড়ে উঠেছেন, তাঁদের কাছ থেকে জাতি কী আশা করতে পারে? বিশেষত যেখানে শিক্ষকসমাজের একটা বড় অংশ শিক্ষকের চেয়ে বেশি রাজনীতিবিদদের মতো আচরণ করেন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা যথার্থই মন্তব্য করছেন, 'আমি জানি না, কেন সব শিক্ষকই শুধু উপাচার্য হতে চান।'

এই একই অধ্যাদেশের কারণে নতুন নতুন বিভাগ খোলায় বাস্তবে নতুন শিক্ষক নেওয়ার ছত্রচ্ছায়ায় নতুন ভোটার নেওয়াটা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদের অপচয় ও শিক্ষকতার মানের অবনতি হচ্ছে। এটা সহজবোধ্য, কেন গত ১৫ বছরে নির্বাচনভিত্তিক সব প্রশাসনিক পদে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল।

বাংলাদেশের একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত বেশির ভাগ গবেষণামূলক প্রবন্ধের মানগত উৎকর্ষ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। একটি রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯০ শতাংশের বেশি প্রকাশনাকে 'ট্রাস জার্নাল' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৭টি হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঞ্চালক হওয়ার পরিবর্তে এসব জার্নাল মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পদোন্নতির জন্য নিম্নমানের প্রকাশনার একটি মাধ্যমমাত্র।

■ প্রতিটি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটিয়ে মানগত উৎকর্ষের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে চলেছে।

■ শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে সবচেয়ে বড় মানদণ্ড হওয়ার কথা ছিল শিক্ষাগত যোগ্যতা, মেধা ও মনন, সেখানে তার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সম্পৃক্ততার ওপর।

■ শিক্ষার মানের অবনতি রোধ ও হৃত গৌরব উদ্ধার করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭৩ সংশোধন ও সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ও মানগত উন্নয়ন—দুটিতেই পিছিয়ে পড়ছে। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইন্টারভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস অনুযায়ী বিশ্বের প্রথম সারির ১ হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের আছে ৩১টি, পাকিস্তানের ১০টি আর বাংলাদেশের মাত্র ৩টি। প্রথম ৫০০টির সঙ্গে তুলনা করলে বাংলাদেশের অবস্থা আরও করুণ। এখানে ভারতের আছে ১১টি, পাকিস্তানের ২টি; বাংলাদেশের একটিও নেই।

একইভাবে টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম ৮০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ভারতের আছে ২২টি, পাকিস্তানের ৯টি; বাংলাদেশের একটিও নেই। বৈশ্বিক পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়ার মূল কারণগুলোর মধ্যে আছে দুর্বল ও নিম্নমানের গবেষণা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অভাব ও বিদেশি শিক্ষকদের অনুপস্থিতি। যেমন ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটের মাত্র ২ দশমিক ১২ শতাংশ গবেষণাকাজে বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ ধরনের অপ্রতুল অর্থায়নে উচ্চ মানের গবেষণা আশা করা একটি অবাস্তব চিন্তা। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক অবস্থা ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষার ক্রমাগত অবনতির কারণে বাংলাদেশের সামর্থ্যবান ও মেধাবী বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশ ছাড়ছেন, যার সংখ্যা ২০২৩ সালে ৫০ হাজারের বেশি। একই কারণে বাংলাদেশে আসা বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কমছে, যা ২০২০ সালে ২ হাজার ৩১৭ থেকে কমে ২০২২ সালে ১ হাজার ৯৫৭-তে দাঁড়িয়েছে; যার মধ্যে কেবল ২৯ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি এতই অনিয়ম ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা হয়, তাহলে আমি কেমনভাবে এসবের উর্ধ্বে থেকে এ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে সিনিয়র প্রফেসর হলাম। অতএব এ প্রশ্নের উত্তর না দিলে লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই কোনো ব্যক্তিগত আঙ্গিকে বা স্বার্থে নয়, বরং বাস্তবতার নিরিখে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পরীক্ষার শেষ দিন, পরীক্ষার হলে আমার বিভাগের এক সিনিয়র শিক্ষক পরীক্ষার পরে তাঁর কক্ষে দেখা করতে বলেন। পরীক্ষা শেষে ওনার কক্ষে গেলে আমি আমার বিভাগের আরও কিছু শিক্ষককে সেখানে দেখতে পাই। পরীক্ষায় ভালো ফলের কারণে আমার শিক্ষক হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। সে জন্য তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই শিক্ষকেরা আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে সেখানে ডেকে নিয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিতর্ক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও আন্তর্জাতিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলনেতা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমার একটা পরিচিতি ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। এ ছাড়া একজন সৎ ও কর্মদক্ষ সচিব হিসেবে সরকারি মহলে আমার প্রয়াত বাবার সুনাম ছিল, সম্ভবত এসব কারণে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তির উর্ধ্বে থেকে আমি প্রভাষক (লেকচারার) হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের সুযোগ পাই।

আবার যখন আমার অধ্যাপক হওয়ার সময় আসে, তখন সৌভাগ্যক্রমে এমন তিনজন সৎ, যোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তি ওই নির্বাচন কমিটির সদস্য ছিলেন, যাতে কোনো ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, যিনি বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা। অন্য দুজনের মধ্যে মরহুম অধ্যাপক হাফিজ জি এ সিদ্দিকী ও মরহুম অধ্যাপক বজলুল মবিন চৌধুরী যথাক্রমে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ছিলেন।

এ কথাও সত্য, অনাকাঙ্ক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে কলুষিত পরিবেশের মধ্যেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন ভালো শিক্ষক আছেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সৎ ও নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমার এই লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, যাতে এ ধরনের শিক্ষকেরা, যাঁরা সত্যিকার অর্থে শিক্ষকতার মহান পেশার ব্রত পালন করে যাচ্ছেন, তাঁরা যেন রাজনৈতিক কারণে বঞ্চিত বা অপদস্থ না হন, সে ব্যাপারে সোচ্চার হওয়া।

সময়ের দাবি, অর্থপূর্ণ পরিবর্তন ও সংস্কার

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার যেসব সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হওয়া উচিত বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার আনা, যাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় সব ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি রাজনৈতিক বিবেচনার উর্ধ্বে থেকে শুধু মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়। উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ, ডিন, চেয়ারম্যান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে নিয়োগের জন্য দরকার হলে সৎ ও দক্ষ গুণীজনদের নিয়ে সার্চ কমিটি করা যেতে পারে, যেখানে কোনো রাজনৈতিক দলের হস্তক্ষেপ বা ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকবে না। অন্যথায় উচ্চশিক্ষার যে একটা মানগত ধস নেমেছে, তা থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই এবং সারা বিশ্ব যেখানে তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছে, সেখানে আমরা ক্রমাগতভাবেই একটা নিম্নমুখী অন্ধকার অতল গহ্বরের দিকে উচ্চশিক্ষা খাতকে দায়িত্বহীনভাবে ঠেলে দিচ্ছি। এ অবস্থা থেকে আশু উত্তরণ না হলে কোনো সংস্কার করে আশাপ্রদ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

সত্যি কথা বলতে, আমার মতে, শিক্ষকরাজনীতি ছাত্ররাজনীতির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকারক ও আত্মঘাতী, যার ফলশ্রুতিতে অনেক প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকেরা রাজনৈতিক কারণে অনৈতিক ও অন্যায় আচরণের শিকার হতে থাকবেন এবং শিক্ষকসমাজের মর্যাদাও ক্রমেই বিলীন হতে থাকবে। এ অবস্থা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং আমরা জাতি হিসেবে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মেরে চলেছি। এখনই সময় আমাদের উচ্চশিক্ষার খাতকে শোধরানোর। অন্যথায় কিছুদিন পর হয়তো দেখা যাবে, বিশ্বের প্রথম এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলাদেশর একটিও নেই।

শিক্ষার মানের অবনতি রোধ ও হৃত গৌরব উদ্ধার করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭৩ সংশোধন ও সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে শিক্ষার পরিবেশকে রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি থেকে মুক্ত করে শুধু মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জ্ঞানচর্চার একটি উৎকর্ষসাধন কেন্দ্রে পরিণত করা যায়। বর্তমানে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ই গুরুত্বপূর্ণ এ কাজ শুরু করা উচিত।

এ ব্যাপারে ৭ নভেম্বর প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের শতবর্ষ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উল্লেখ করেন, ছাত্র-শিক্ষক সম্প্রদায় তাদের মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন বুদ্ধিমত্তার চর্চা ফিরে পেয়েছে। তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতিদিনের অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞান অগ্রগতিতে অবদান রাখার এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বজায় রাখার আহ্বান জানান। আমরা আশা করি, সংস্কারধর্মী এই সরকার জাতির এ গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কারের ব্যাপারে যথাযথ ও সময়মতো পদক্ষেপ নেবে।

এখানে উল্লেখ্য, এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টা উভয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরবর্তী সময়ে দুজনই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। অতএব এ ব্যাপারে নজর ও যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া তাঁদের দুজনেরই নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। উল্লেখ্য, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাসহ মোট ২১ উপদেষ্টার মধ্যে অর্ধেকের বেশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। অতএব এ ব্যাপারে এই উপদেষ্টা পরিষদ যদি সক্রিয় না হয়, তাহলে দায়িত্বশীল আর কারা এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন?

● **অধ্যাপক সৈয়দ মুনির খসরু**, আন্তর্জাতিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান আইপিএজির চেয়ারম্যান।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরঙ্কুশ বিজয় প্রগতিশীল দলগুলো, যারা ভোটারদের উদ্বেগ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের জন্য জেগে ওঠার ডাক

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে *দ্য গার্ডিয়ান*-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

মেডিকেল কলেজে ভর্তি

অযৌক্তিক চাপের কাছে নতিস্বীকার নয়

বাংলাদেশে মেডিকেল কলেজে ভর্তি নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। মেডিকেলে ভর্তির প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে তুলকালাম হওয়ার ঘটনাও কম নয়। অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যার সুফল মেধাবী শিক্ষার্থীরা পেয়েছেন।

এমবিবিএস ভর্তিতে অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বাতিল করার জন্য বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মালিকেরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চাপ দিচ্ছেন বলে *প্রথম আলোর* খবরে জানানো হয়। বেসরকারি মেডিকেল কলেজমালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে বলেছে, অটোমেশন একটি বৈষম্যমূলক পদ্ধতি, এটি বাতিল করতে হবে। ১৯ সেপ্টেম্বর স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে দেওয়া চিঠিতে সংগঠনের সভাপতি এম এ মুবিন খান ও সাধারণ সম্পাদক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, বেসরকারি মেডিকেলের মতো ব্যয়বহুল শিক্ষায় যাঁরা পড়তে ইচ্ছুক, তাঁরা নিজেদের অর্থ ব্যয় করে নিজেদের পছন্দের কলেজে পড়তে চান। অটোমেশনের কারণে অর্থ থাকলেও পছন্দের কলেজে অনেকেই ভর্তি হতে পারছেন না। অটোমেশন পদ্ধতি বাতিল করে আগের ব্যবস্থায় ফিরে গেলে শিক্ষার্থী ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সুবিধা হবে।

উল্লেখ্য, দেশে মেডিকেল কলেজ ১১০টি। এর মধ্যে সরকারি মেডিকেল কলেজ ৩৭টি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ৬৭টি। এ ছাড়া একটি আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও পাঁচটি বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ। সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে হয় মেধাতালিকার ভিত্তিতে। ভালো কলেজে ভর্তি হন তালিকার ওপরে থাকা শিক্ষার্থীরা।

এমবিবিএস ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। সুনির্দিষ্টভাবে দিন ঠিক না হলেও আগামী জানুয়ারি মাসে এই পরীক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার এক মাস পর বিডিএসের (ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি) ভর্তি পরীক্ষা হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. সায়েদুর রহমান বলেছেন, মেধার ভিত্তিতে কলেজ পছন্দ করা মেডিকেল শিক্ষার মৌলিক বিষয়। অটোমেশনে মেধাবীদের ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এখান থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) কারও সরে আসা উচিত হবে না।

গত এক দশকে এমবিবিএস ভর্তিতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর অটোমেশন পদ্ধতি চালু হয় ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে। এই পদ্ধতিতে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মেধাতালিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা তাঁদের পছন্দের কলেজগুলো বেছে নিতে পারেন। এই স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কারণে মেধাতালিকার নিচের দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের পক্ষে মানসম্পন্ন সরকারি বা বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া সম্ভব নয়। সে সময় সামনের সারিতে থাকা বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলো এই পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছিল।

অটোমেশন পদ্ধতি চালুর আগে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা চলছিল, সেটা কারও অজানা নয়। তখন অনেক বেসরকারি কলেজে মেধাতালিকার নিচের দিকে থাকা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাত মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এম এ মুবিন খান অটোমেশন বাতিল করার পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আসন খালি থাকছে অটোমেশনের কারণে নয়। খালি থাকছে মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে না পারার কারণে।

আমরা মনে করি, ভর্তির স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিই বহাল থাকা উচিত। ভর্তি পরীক্ষা পুরোনো পদ্ধতিতে নিয়ে গেলে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিকেরা লাভবান হলেও শিক্ষার সর্বনাশ ঘটবে।

কয়রার বেড়িবাঁধ

পাউবো দায় এড়াতে পারে না

বেড়িবাঁধ টেকসই না হলে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন ও সম্পদ কতটা নাজুক হয়ে পড়ে, সেপ্টেম্বর মাসের ভারী বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যা তার বড় দৃষ্টান্ত। সাতক্ষীরায় বেড়িবাঁধের একটা অংশ ধসে পড়ায় যে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কয়েক হাজার কোটি টাকার ফসল, মাছ ও অন্যান্য সম্পদ। এরপরও উপকূলীয় অঞ্চলের বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) দৃষ্টিকটুভাবে অবহেলা ও গাফিলতি করে চলেছে। খুলনার কয়রার 'পুনর্বাসন' প্রকল্পটি তার চাক্ষুষ উদাহরণ।

প্রথম আলোর খবর জানাচ্ছে, খুলনার কয়রা উপজেলাকে নদীভাঙন থেকে রক্ষা করার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় কপোতাক্ষ ও শাকবাড়িয়া নদীতে ৩২ কিলোমিটার স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বে আছে পানি উন্নয়ন বোর্ড খুলনা ও সাতক্ষীরা-২ বিভাগ। পুনর্বাসন নামের প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ২৫টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান। হতাশার বিষয় হচ্ছে, এ প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বরে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে, অথচ শেষ হয়েছে মাত্র ২০ ভাগ।

প্রশ্ন হচ্ছে, যে বেড়িবাঁধ মানুষের জীবন ও সম্পদের রক্ষাকবচ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়, সে প্রকল্প বাস্তবায়নে এমন গুরুতর অবহেলা কেন? পাউবোর বক্তব্য হলো দুই বছর আগে প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে। একাধিক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য হলো আর্থিক সংকট কিংবা ঠিকমতো বরাদ্দ না পাওয়ায় তাঁরা কাজ করতে পারছেন না।

জনগণের করের অর্থে প্রকল্প নেওয়া হয়, সেই প্রকল্প সময়মতো না হলে তার খেসারত জনগণকেই দিতে হয়। প্রকল্প যদি ঠিক সময়ে বাস্তবায়ন করা না-ই হবে, তাহলে প্রকল্পের সময় নির্ধারণ কিসের ভিত্তিতে হলো? বিগত সময়ে আমরা দেখেছি, সরকারি প্রকল্পে বারবার সময় বাড়ানো হয়েছে, তাতে প্রকল্পের ব্যয়ও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে। তাতে লাভবান হন ক্ষমতার সঙ্গে জড়িত কতিপয় রাজনীতিবিদ এবং প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত সরকারি কর্মকর্তা ও ঠিকাদারেরা। প্রকল্প ঘিরে দুর্নীতি ও উৎকোচের যে দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছিল, তাতে জনগণকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হয়েছে।

এ বছরের মে মাসে পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা—এই তিন উপকূলীয় জেলার ২ হাজার ৬ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৫১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ। উপকূলের ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাঁধ মানে অরক্ষিত মানুষের জীবন ও সম্পদ। কয়রার মানুষ আশা করেছিলেন স্থায়ী বাঁধ হলে তাঁদের দুর্দশা কাটবে। কিন্তু কাজের শম্বুকগতি তাঁদের হতাশা আর দীর্ঘশ্বাসই বাড়াচ্ছে।

যে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হতে আর দুই মাস বাকি, সেই প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ২০ ভাগ! কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এর দায় পাউবো এড়াতে পারে না।

চিঠিপত্র

মালবাহী ট্রেন

উত্তরাঞ্চলে অন্যতম বৃহৎ কৃষিভিত্তিক ইপিজেড নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেড। উত্তরা ইপিজেডের সঙ্গে সৈয়দপুর বিমানবন্দরের দূরত্ব মাত্র ১৩ কিলোমিটার এবং এর কাছে অবস্থিত খয়রাতনগর রেলস্টেশন মাত্র ৩০০ ফুট অদূরে। ২০০৯ সাল থেকে উত্তরা ইপিজেড থেকে রেলের মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে অনেক পর্যালোচনা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। উত্তরা ইপিজেডে প্রায় ৩৫টি দেশি-বিদেশি কোম্পানি আছে। গত পাঁচ বছরে উত্তরা ইপিজেড থেকে মোট ১২৫ কোটি ৬৬ লাখ ৩৪ হাজার টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। রপ্তানি আয়েও পিছিয়ে নেই উত্তরা ইপিজেড। এ পর্যন্ত এই ইপিজেড থেকে রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ২ হাজার ৪৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আমাদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

জানা যাচ্ছে, আগামী ডিসেম্বর মাসে যমুনা রেলসেতু চালু হবে, আর এই সেতু দিয়ে প্রায় ৮৮টি যাত্রীবাহীসহ কনটেইনার ট্রেন চালানো যাবে, এই সুযোগে যদি নীলফামারীর চিলাহাটি রেলস্টেশন থেকে উত্তরা ইপিজেড, সৈয়দপুর শিল্পকারখানা রেলস্টেশন ও পার্বতীপুর হয়ে যদি কনটেইনারবাহী ট্রেন পরিচালনা করা হয়, তাহলে উত্তরা ইপিজেড রপ্তানি পণ্য, উত্তরের কৃষিপণ্য ও সৈয়দপুর শিল্পকারখানা উৎপাদিত পণ্য সহজে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন দেশে পাঠানো সহজ হবে। এতে একদিকে সরকার ট্রেনকে লাভজনক করতে পারবে এবং উত্তরাঞ্চলের মানুষের দুঃখও ঘোচাতে সহজ হবে। তাই রেল ও সরকারেরর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ওই বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করছি।

জার্মান আলি
নীলফামারী

রাজনীতি

কোন পথে হাঁটছে আওয়ামী লীগ

কাদির কল্লোল

আওয়ামী লীগের শাসনের পতন ও তাদের পরিণতির ধরনটা এবার ভিন্ন। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়া ৭৫ বছর বয়সী দলটির জুটেছে ফ্যাসিবাদের তকমা। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যা চালানোর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করা হচ্ছে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন আওয়ামী লীগের এই পরিণতি, এর কারণ বা বাস্তবতাকে কীভাবে মূল্যায়ন করছে তারা।

শেখ হাসিনার সরকারের পতনের তিন মাস পার হয়েছে। এখন পর্যন্ত দলটির নেতা-কর্মীদের চিন্তায় বা কথায় কিন্তু কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে না। অনুশোচনা প্রকাশের কোনো ইঙ্গিতও নেই। এমনকি দলটির নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থার যে সংকট তৈরি হয়েছে, সে ব্যাপারেও তাদের কোনো বিকল্প চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। আওয়ামী লীগ গণ-অভ্যুত্থান ও তাদের সরকারের পতনকে এখনো একটি ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছে।

এরই মধ্যে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া দলটির কোনো কোনো নেতা অডিও-ভিডিও বক্তব্য ছেড়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে; কেউ কেউ বিবৃতি দিয়েছেন। দেশি-বিদেশি পরিকল্পনায় ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে—এটাই আওয়ামী লীগ নেতাদের বক্তব্যের মূল বিষয়।

তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনার কয়েকটি ফোনালাপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফাঁস হয়েছে। এই ফোনালাপগুলো যদি আসল হয়ে থাকে, তাহলে আমরা দেখব তাঁর কথাবার্তা সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, কোনো পরিবর্তন নেই। এসব ফোনালাপে ক্ষোভ ও ক্রোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। ফাঁস হওয়া ফোনালাপের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন শেখ হাসিনা। তৃণমূলের এমন দুজন নেতার সঙ্গে কথা হয়েছে আমাদের। তাঁরা বলেছেন, শেখ হাসিনা তাঁদেরকে মনোবল শক্ত রাখতে বলেছেন এবং কথাবার্তায় তিনি আগের মতোই আছেন।

তবে দলটি যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার নজিরও সৃষ্টি হয়েছে এবার। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে চলে যান এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর টানা সাড়ে ১৫ বছরের শাসনের পতন হয় ৫ আগস্ট। দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে কোনো নির্দেশনাও দিয়ে যাননি আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে। তাঁরা সরকার পতনের খবরে হতবাক ও দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।

গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনের সেই পরিস্থিতিতে সারা দেশে আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের কাছে তখন জীবন বাঁচানোই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সেই পরিস্থিতিতে কোনো দিকনির্দেশনা না থাকায় দলের নেতৃত্বের প্রতি তৃণমূলের অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, যা সংবাদমাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা দলটির নেতৃত্বের একটা বড় অংশ ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পালিয়ে যান। তাঁদের কেউ কেউ পালানোর সময় আটকও হন। তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের বেশির ভাগ দেশের ভেতরেই আত্মগোপনে আছেন। গণহত্যা, হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার রয়েছেন সাবেক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের একটা অংশ।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের চিন্তায়-কাজে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। ছবি : প্রথম আলো

দেশে ও বিদেশে পালিয়ে থাকা দলটির নেতাদের মধ্যে গত এক মাসে বলা যায় একটা যোগাযোগের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ ও এক্স হ্যান্ডলে এখন তাঁদের বক্তব্য-বিবৃতি প্রকাশিত হচ্ছে। এসব ঘটনায় তাঁদের সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা দৃশ্যমান হচ্ছে।

আগস্টের মাঝামাঝি ও শেষ দিকে দেশ থেকে পালিয়ে গেছেন, দলের এমন একাধিক নেতা বলেছেন, মূলত দেশের বাইরে পালিয়ে যাওয়া সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতারা এই উদ্যোগ নিয়েছেন এবং চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শেখ হাসিনার বিকল্প কোনো নেতা তৈরির চিন্তা তাঁদের এখনো নেই। ফলে দলটির অনেক বক্তব্য-বিবৃতি দেওয়া হচ্ছে দলের সভাপতি শেখ হাসিনার নামে। তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে অন্যদের কোনো যোগাযোগ নেই। দলটিও এ মুহূর্তে তাঁকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। ফলে যিনি তাঁদের সরকার পতনের আগে প্রতিদিনই সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিয়ে নানা বিতর্কের জন্ম দিতেন, এখন তাঁর নামে কোনো বক্তব্য দিচ্ছে না দলটি।

দেশের বাইরে থেকে বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করার চেষ্টা কতটা কাজে দেবে, সেই প্রশ্নও তাঁদের মধ্যে রয়েছে। আবার বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প নেতৃত্ব দিয়ে দেশের ভেতরে আস্থার সংকট কাটানোর চেষ্টা কতটুকু কাজে দেবে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। কিন্তু দলটির মধ্যে এখনো বিকল্প চিন্তারও কোনো ইঙ্গিত নেই।

পতনের তিন মাস পর আওয়ামী লীগ এই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘোষণা দিয়ে ১০ নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবসে ঢাকার গুলিস্তানের জিরো পয়েন্টসহ দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি নিয়েছিল। অগণতান্ত্রিক শক্তির অপসারণ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবির কথা বলেছে দলটি। আওয়ামী লীগবিরোধী বিভিন্ন দল ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিরোধ এবং সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে তা সফল হয়নি।

গতকালের এই কর্মসূচি বিষয়ে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে মনে হয়েছে, প্রথমত এ কর্মসূচি নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার, রাজনৈতিক দল এবং জনগণ কী প্রতিক্রিয়া দেখায়, তারা সেটি বুঝতে চেয়েছে। রাজনীতিতে ও সংবাদমাধ্যমে আলোচনায় থাকাও ছিল তাদের এই কর্মসূচির অন্যতম একটি লক্ষ্য। অস্তিত্বের সংকট থেকে আওয়ামী লীগকে বের করে আনতে ও দলকে সংগঠিত করার চেষ্টায় সামনে আরও কর্মসূচি নেওয়ার চিন্তাও আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও তারা জুলাই-আগস্টের পরিস্থিতির দায় এড়িয়ে এগোতে চায়।

বিদেশে পালিয়ে যাওয়া নেতারা দেশের বাস্তবতা কতটা বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচি দিচ্ছেন—সেই প্রশ্নও তুলেছেন দেশে পালিয়ে থাকা নেতাদের কেউ কেউ। তাঁরা মনে করেন, এ ধরনের কর্মসূচি দেওয়া অব্যাহত থাকলে তাঁদের বিরুদ্ধে আরও মামলা হবে এবং তাঁদের ধরতে অভিযান শুরু হবে। তবে একই সঙ্গে এই নেতারা ঘুরে দাঁড়াতেও চান। কিন্তু তার পথ কী, তা তাঁরা জানেন না।

আওয়ামী লীগের শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আট শর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ২১ হাজারের বেশি, যাঁদের মধ্যে অনেকে চোখ হারিয়েছেন, অনেকে পা হারিয়েছেন, পঙ্গু হয়ে গেছেন কেউ কেউ। স্বাধীন বাংলাদেশে আর কোনো আন্দোলনে এত হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আওয়ামী লীগ ও এর নেতৃত্বের প্রতি মানুষের আস্থার সংকটের পেছনে এটাই বড় কারণ।

দেশ শাসনের সময়টাতে আওয়ামী লীগের দমন-পীড়নে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ও ভিন্নমত দাঁড়াতে পারেনি। নির্বাচন ও নির্বাচনী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সব প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিল। তাদের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ দেশ চালাত। আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলোও সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল; ভিড় জমেছিল সুবিধাবাদীদের। সরকার পতনের পর একসময় ছাত্রলীগ করা অনেকেই যখন নিজেদের ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

ছাত্র আন্দোলন সামলাতে শুরু থেকে একের পর এক সরকার যা করেছে, যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে, তার সবই ছিল ভুল। আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেকে এখন তা মনে করেন। দলটি কতটা হালে পানি পাবে বা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে, সে ব্যাপারেও নিশ্চিত নন দলের অনেক নেতা। এ ছাড়া দলটি প্রাণহানি বা হতাহতের ঘটনার দায়ভার নিতে রাজি নয়। আওয়ামী লীগ এখনো ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব সামনে রেখে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টার কথা বলছে। কিন্তু তাঁদের এই কৌশলে যে মানুষের মধ্যে আস্থা ফেরানো যাবে না, তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

● **কাদির কল্লোল** রাজনীতিবিষয়ক সম্পাদক, *প্রথম আলো*

পরিবেশ

ইউরোপের পরিবেশ রক্ষায় আমাদের আত্মাহুতি

ফারুক মঈনউদ্দীন

অতি সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে একটা 'সুখবর' অত্যন্ত গুরুত্ব ও গর্বের সঙ্গে প্রচারিত হচ্ছে যে বাগেরহাটে তৈরি কাঠের ঘর যাচ্ছে ইউরোপের বেলজিয়ামে। 'পরিবেশবান্ধব' ও দৃষ্টিনন্দন এসব কাঠের ঘরের চাহিদা বাড়ছে ইউরোপে। সেই চাহিদা মেটানোর সুযোগ পেয়েছে বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান।

জানা গেছে, ব্রিটেন, ভিয়েতনামসহ আরও কিছু দেশের সঙ্গে দরপত্রে অংশ নিয়ে এই কাজ পেয়েছে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশের নিজস্ব সামগ্রী ব্যবহার করে দেশীয় কারিগরদের হাতে তৈরি কাঠের ঘর রপ্তানি হবে ইউরোপে, সেই ঘর ইউরোপের একটি দেশের নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আসবেন আমাদের কারিগরেরাই—এটা আত্মতৃপ্তি লাভ করার মতো একটা অর্জন বটে।

খবরের এই পর্যন্ত পড়ে যেকোনো সরলমনা পাঠক দেশের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে ভেবে আত্মতৃপ্ত হবেন। এসব খবরে বলা হচ্ছে, 'পরিবেশবান্ধব' ঘরগুলো রপ্তানির মাধ্যমে নতুন বাজার সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং উন্মোচিত হবে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের নতুন পথ। খবরের বয়ানে মনে হচ্ছে, এই উদ্যোগটা আমাদের দেশের জন্যই 'পরিবেশবান্ধব' হবে। তাই এ কাজে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার প্রত্যাশাও করছেন এই উদ্যোক্তা।

উদ্যোক্তারা যে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরে 'খুশি' হচ্ছেন, সেটি হচ্ছে তাঁদের ভাষায় 'জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ভিন্নভাবে কাজ করা,' বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁয়ের কারিগরদের ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ পাওয়া, উপকরণগুলো বায়োডিগ্রেডেবল বলে 'পরিবেশবান্ধব', নারী-পুরুষ মিলিয়ে গ্রামীণ মানুষের কর্মসংস্থান এবং সর্বোপরি দেশের জন্য বিদেশি মুদ্রা আয়—ইত্যাদি। ঠিক এখানে এসেই 'খুশি' না হয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয় একজন পরিবেশসচেতন মানুষকে। ইউরোপে তাদের পরিবেশবান্ধব ঘর পাঠিয়ে সেসব দেশের পরিবেশ রক্ষায় আমাদের ক্রমহ্রাসমান বৃক্ষ সম্পদ কেন ব্যবহার করতে হবে?

বিশ্বের অষ্টম ঘন জনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে বিরূপ পরিবেশের লক্ষণ যেখানে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে, সেখানে দেশের বৃক্ষনিধন করে ইউরোপকে পরিবেশবান্ধব করার এই দায়িত্ব গ্রহণ করা কতখানি যৌক্তিক? আরও কয়েকটি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে এই আত্মবিধ্বংসী কাজটি আমরা পেয়েছি বলে কারোরই আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোনো কারণ নেই। আমাদের সস্তা শ্রম এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের অভাবের কারণেই অন্য দেশের চেয়ে কম মূল্য দেখিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে গেছি আমরা।

জানা যায়, একসময় ক্রোয়েশিয়া, বুলগেরিয়াসহ আরও কিছু দেশ কাঠের ঘর রপ্তানি করত। কিন্তু এখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হয়ে গেছে বলে নিজেদের বনজ সম্পদ উজাড় করার কাজটি বন্ধ করে দিয়েছে তারা। তাই ইউরোপকে পরিবেশবান্ধব করার দায়িত্ব পড়েছে বাংলাদেশের ওপর। অবশ্য লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়ার মতো দেশগুলো এখনো কাঠের ঘর রপ্তানি করে যাচ্ছে ইউরোপের অন্যান্য দেশে।

আমরা যদি কাঠের ঘর রপ্তানিকারক দেশগুলোর বনজ সম্পদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করি, তাহলে দেখতে পাই ক্রোয়েশিয়ার বনভূমি দেশটির আয়তনের ৩৪ শতাংশ আর বুলগেরিয়ার ৩৬ শতাংশ। লিথুয়ানিয়ায় এই হার ৩৪ এবং এস্তোনিয়ায় ৫২ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশের আয়তনের মাত্র ১৬ শতাংশ বনভূমি (বাস্তবে আরও কম হতে পারে)।

আমাদের এই নগণ্য পরিমাণ বনভূমিও ক্রমে কমে যাচ্ছে অবৈধ গাছ কাটা, অপরিকল্পিত নগরায়ণ ও বসতি স্থাপন, শিল্পায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বাণিজ্যিক বনায়নের কারণে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বনজ সম্পদের অতিরিক্ত বাণিজ্যিক ব্যবহারের ফলে দেশে কাঠ, জ্বালানি কাঠ, বাঁশ, বেত, এমনকি পশুখাদ্যেরও ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

> ইউরোপে 'পরিবেশবান্ধব' কাঠের ঘর রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের দেশের পরিবেশের যে ক্ষতি হবে, সে বিবেচনা এখনো কারও মধ্যে দেখা যায়নি

বৈশ্বিক বনভূমি নিয়ে গবেষণা করা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফরেস্ট ওয়াচ-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালে বাংলাদেশে ২০ লাখ হেক্টরের বেশি প্রাকৃতিক বনভূমি ছিল, তার মধ্য থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে আমরা হারিয়েছি প্রায় ১৮ হাজার হেক্টর। অন্য এক হিসাবে দেখা যায়, প্রতিবছর দেশের ৮ হাজার হেক্টর বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এভাবে বনভূমির বিনাশই কেবল ঘটেনি, প্রাকৃতিক অরণ্যকে সংকুচিত করে লাগানো হচ্ছে ইউক্যালিপটাস, একাশিয়া জাতের পরিবেশবান্ধব নয় এমন ভিনদেশি গাছ।

বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের (স্পারসো) তথ্যমতে, ১৯৭৩ সালে মধুপুর জঙ্গলে শালবন ছিল প্রায় ৯ হাজার ৭০০ হেক্টর ভূমিতে। ২০১৫ সালে শালবন সংকুচিত হয়ে গেছে ২ হাজার ৭০০ হেক্টরে, অর্থাৎ মাত্র ২৭ শতাংশ জায়গায়। বাকি ৭ হাজার হেক্টরে লাগানো হয়েছে একাশিয়া, রাবার, আনারস, কলা, পেঁপে, লেবু, হলুদ ও অন্যান্য মসলার গাছ। বনভূমি উজাড় করে এমন কৃত্রিম বনায়ন ইকোসিস্টেমের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। কয়েক দশক ধরে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ রক্ষা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকল্পে কিছু বৃক্ষরোপণ হয়েছে বটে, তবে তা প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

বৃক্ষনিধন ও বন উজাড়ের এই মহোৎসবে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বেড়ে চলা শিমুল আলু নামে পরিচিত কাসাভার চাষ। পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোতে কাসাভা চাষের জন্য শত শত একর বনভূমি উজাড় করে বাড়ানো হচ্ছে চাষের জমি। বিশেষজ্ঞদের মতে, বন কেটে কন্দজাতীয় এই ফসল চাষের ফলে মাটি ক্ষয় হতে থাকে, যার অনিবার্য পরিণাম ভূমিধস, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেড়ে চলেছে।

তার সঙ্গে কমে যাচ্ছে বিভিন্ন বন্য প্রাণী, পাখি, পোকামাকড় ও সরীসৃপের আবাসস্থল। ফলে পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য পার্বত্য অঞ্চলের বনাঞ্চল মারাত্মক হুমকির মধ্যে পড়বে। ইতিমধ্যে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণ করতে প্রায় ৬৭ কিলোমিটার পাহাড়ি এলাকার সংরক্ষিত বনভূমির ১০২ প্রজাতির পাঁচ লাখের বেশি গাছ কাটা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে ৩ লাখ সাধারণ গাছ ছাড়াও ঔষধি বৃক্ষ, ফলদ ও বনজ গাছ। বন ধ্বংসের এই মহোৎসব অজস্র দৃষ্টান্তের একটি মাত্র।

এ রকম যখন আমাদের বাস্তব পরিস্থিতি, তখন ইউরোপে 'পরিবেশবান্ধব' কাঠের ঘর রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের দেশের পরিবেশের যে ক্ষতি হবে সে, বিবেচনা এখনো কারও মধ্যে দেখা যায়নি। এ রকম অবিমৃশ্যকারী কাজকে উৎসাহ দেওয়ার ঘটা দেখে বিশ্বাস করার সংগত কারণ রয়েছে যে আমাদের দেশে পরিবেশসচেতন মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

● **ফারুক মঈনউদ্দীন** লেখক ও ব্যাংকার
fmainuddin@hotmail.com

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি

এই তামাশা ডেমোক্র্যাটদের নিয়ে

ইয়ান বুরুমা

এক মার্কিন কৌতুক অভিনেতা আছেন। নাম টনি হিঞ্চক্লিফ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক আগের দিন নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমাবেশে এসেছিলেন তিনি। সেখানে তাঁর রসিকতা নিয়ে এক কেলেঙ্কারি হয়েছিল।

হিঞ্চক্লিফ সমাবেশের শুরুতেই আমেরিকার বিভিন্ন অভিবাসীকে নিয়ে খুব আপত্তিজনক কিছু নোংরা রসিকতা করেন। যেমন পুয়ের্তো রিকোকে বলেন, 'আবর্জনার ভাসমান দ্বীপ', কালো মানুষদের 'তরমুজখেকো', ফিলিস্তিনিদের 'পাথর ছোড়ার দল' ইত্যাদি। অনেক মানুষই এই কাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে এই কথাবার্তায় ট্রাম্পের জয়ের সম্ভাবনা কমবে। মানে লাতিন আর অন্যান্য আক্রান্ত মানুষ দল বেঁধে সবাই কমলা হ্যারিসকে ভোট দেবেন। কিন্তু দেখা গেল, হিস্পানিক ভোটারদের ৪৬ শতাংশ ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছেন।

এ রকম জনপ্রিয় কমেডিয়ান আগেও ছিলেন আমেরিকায়। যেমন লেনি ব্রুস। ব্রুস শপথ নিয়েছিলেন, যে সমাজ মুখের অশ্লীল কথার জন্য জেলে ঢোকায় কিন্তু জাতিগত নির্যাতন, পুলিশি সহিংসতা আর দুর্নীতি সহ্য করে, তিনি সেই সমাজের ভণ্ডামি উন্মোচন করবেন। ১৯৬১ সালে ব্রুসকে 'অশ্লীল' শব্দ ব্যবহার করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ করা হয়েছিল টেলিভিশন থেকে। পাঁচ বছর পর ব্রুসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগপর্যন্ত পুলিশ তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

ব্রুসের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাক্‌স্বাধীনতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কৌতুক অভিনেতার কাজ হলো তথাকথিত ভালো রুচির সীমানা পার হয়ে সত্য বলা। হিঞ্চক্লিফও এ ব্যাপারে একমত। এপ্রিলে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, সবাই মিলে তাঁর পেছনে লাগলেও কৌতুকের জন্য কৌতুক অভিনেতাদের কখনোই ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়। তবে ব্রুস আর হিঞ্চক্লিফের মধ্যে একটি বড় তফাত রয়েছে। ব্রুস ছিলেন ফ্রি জ্যাজের আদলে একজন হিপস্টার। বিট কবিদের মতো কালো মানুষদের গানের ধরনে পাল্টা সাংস্কৃতিক বয়ান তৈরিতে আন্তরিক ছিলেন। নিজেদের প্রগতিশীল মনে করেন, এমন বুদ্ধিজীবী আর শিল্পীরা ব্রুসকে সমর্থন করতেন।

অপর দিকে হিঞ্চক্লিফ আপত্তিকর কথাগুলো বলেছেন রিপাবলিকান পার্টির সমাবেশে। তাঁর কথা শুনে যাঁরা হাসিতে গড়িয়ে পড়ছিলেন, তাঁরা আর যা-ই হোন, কোনোভাবেই প্রগতিশীল নন। তাঁরা নির্দ্বিধায় সেই ট্রাম্পকে আপন করে নিয়েছেন, যিনি অভিবাসীদের 'অপরাধী' ও 'ধর্ষক' বলেন। হাইতিয়ান আমেরিকানদের সাদা মানুষের পোষা প্রাণী খাওয়ার অদ্ভুত অভিযোগে অভিযুক্ত করেন। যে ট্রাম্প খোলাখুলি তাঁর প্রতিপক্ষকে বন্দী করে রাখা আর সমালোচকদের পিষে ফেলার কথা বলেন। হিঞ্চক্লিফও স্বাধীনতা চান। তবে সে স্বাধীনতা যারা সাদা মানুষ নয়, পুরুষ নয়, তাদের যাচ্ছেতাই অপমান করার স্বাধীনতা। সহনশীলতার কথা বলা ব্রুসের সঙ্গে হিঞ্চক্লিফের বিস্তর ব্যবধান।

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

ক্ষুব্ধ মানুষেরা দল বেঁধে কমলা হ্যারিসকে ভোট দিতে যাননি। ছবি : এএফপি

কিন্তু হিঞ্চক্লিফকে রক্ষণশীল আর ব্রুসকে প্রগতিশীল হিসেবে মোটাদাগে দেখলে আসল জিনিসটাই চোখ এড়িয়ে যাবে। হিঞ্চক্লিফও ট্রাম্পের মতোই কোনোভাবে রক্ষণশীল নন। হিঞ্চক্লিফ সম্পর্কে ব্রুসের মতোই বলা যেতে পারে যে তিনি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদমাধ্যম, প্রকাশনা সংস্থা, বিভিন্ন ফাউন্ডেশন ও এনজিওগুলোয় দাপিয়ে বেড়ানো এলিটদের অস্বস্তিতে ফেলতে সিদ্ধহস্ত।

ট্রাম্পের ভোটাররা সেই সব লোক, যাঁদের এই সব শহুরে পেশাদারেরা বর্জন করেন, ঘৃণা করেন। তাঁরা হলেন হিলারি ক্লিনটন যাঁদের বলেছিলেন, 'শোচনীয়' সব মানুষ। যাঁদের সব সময় লিঙ্গ, জাতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে লেকচার দেওয়া হয়। যাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকদের মতো দেখা হয়।

ট্রাম্পের বিজয় রক্ষণশীলতার জয় নয়। বরং উল্টো। এটা সাংস্কৃতিকভাবে বঞ্চিতদের বিদ্রোহ। এই বঞ্চিতরা আমূল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া একজন আত্মস্বীকৃত বহিরাগতর ভেতর দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত বোধ করে। এর মধ্যে রয়েছেন হিস্পানিকের মতো লোক যাঁরা 'লাতিনো' নামে পরিচিত হতে চান না। আছেন বেশ কিছু কালো পুরুষও।

অনেক উদারপন্থী মানুষ ট্রাম্পের বিজয়ে হতাশ হয়েছেন। তাঁরা ট্রাম্পের ভোটারদের বর্ণবাদী, গোড়া বলতে পারেন। তবে তা হবে গুরুতর ভুল। অভিজাত দল হয়ে থেকে বড় শহরের বাইরে বিপুলসংখ্যক আমেরিকান ভোটারের আস্থা তাঁরা অর্জন করতে পারবেন না। যাঁদের কলেজের ডিগ্রি নেই, যাঁরা ধর্মভীরু, গ্রামীণ ভোটার, তাঁদের সমর্থন ছাড়া ডেমোক্র্যাটরা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

উদারপন্থীদের অবশ্যই জাতি ও লিঙ্গভিত্তিক রাজনীতির চেয়ে শ্রেণিকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সংস্কৃতির যুদ্ধ নিয়ে শহুরে ভোটারদের মন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিকে তা দিয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করা যায় না।

● **ইয়ান বুরুমা** রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও লেখক

প্রজেক্ট সিন্ডিকেট থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

নীল অর্থনীতি — সমুদ্র থেকে যা আহরণ করা হোক না কেন, যদি সেটা দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয়, তবে সেটাকে 'নীল অর্থনীতি' বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মুহাম্মদ শামীম, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৭

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৬. ইলিয়াস শাহী বংশের একজন শাসক ফার্সি ভাষায় রচনা করতেন। শাসকের নাম কী?
ক. সুলতান আজম শাহ
খ. আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
গ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
ঘ. ফিরোজ শাহ তুগলক

১৭. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ খাদ্যের অভাবে মারা যায়। দুর্ভিক্ষটি দেখা দিয়েছিল বাংলা কোন সালে?
ক. ১১৭৩ সালে খ. ১১৭৬ সালে
গ. ১১৭৮ সালে
ঘ. ১১৮০ সালে

১৮. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা প্রথম সশস্ত্র আন্দোলন ১৭৬৩ সালে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আন্দোলনটির নাম কী?
ক. নীল বিদ্রোহ
খ. ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
গ. সিপাহি বিদ্রোহ
ঘ. পলাশির যুদ্ধ

১৯. তন্ময় ইষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে সংঘটিত বিদ্রোহ সম্পর্কে পড়েছে। তন্ময় কোন বিদ্রোহ সম্পর্কে পড়েছে?
ক. সিপাহি বিদ্রোহ
খ. নীল বিদ্রোহ
গ. ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
ঘ. কুরুক্ষেত্র

২০. ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে কী নামে পরিচিত?
ক. মুক্তির সনদ হিসেবে
খ. প্রতিবাদের সনদ হিসেবে
গ. সংগ্রামের প্রেরণা হিসেবে
ঘ. চুক্তির প্রেরণা হিসেবে

২১. প্রাচীন বাংলার কোন জনপদের মানুষ নৌযুদ্ধে খুবই দক্ষ ছিল?
ক. বঙ্গ খ. সমতট
গ. হরিকেল ঘ. পুণ্ড্র

২২. প্রাচীন পুণ্ড্র নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে বর্তমান বাংলাদেশের কোথায়?
ক. নাটোরে খ. নওগাঁয়
গ. বগুড়ায় ঘ. রংপুরে

সঠিক উত্তর
১৬. ক ১৭. খ ১৮. খ ১৯. ক ২০. ক ২১. ক ২২. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # এক কথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : মৌখিক ও লৈখিক উভয় রকম প্রয়োগ রয়েছে কোন ভাষায়?
উত্তর : প্রমিত ভাষার।
প্রশ্ন : 'ডাকিল' শব্দের প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : ডাকল।
প্রশ্ন : 'পারিব' শব্দের প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : পারব।
প্রশ্ন : 'ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াল।'—বাক্যটি কোন রীতিতে লেখা?
উত্তর : চলিত রীতিতে।
প্রশ্ন : 'আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন।'— বাক্যটি কোন রীতিতে লেখা?
উত্তর : সাধু রীতিতে লেখা।
প্রশ্ন : 'কর্ণ' শব্দটির প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : কান।
প্রশ্ন : 'ঘর্ম' শব্দটির প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : ঘাম।
প্রশ্ন : 'হস্ত' শব্দের প্রমিত রূপ কী?
উত্তর : হাত।

 # সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন : 'ফেরা' গল্পের মূল বক্তব্য লেখো।
উত্তর : গল্পের মূল বক্তব্য : 'ফেরা' গল্পটি মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রচিত। কেবলই যুদ্ধ শেষ হয়েছে এমন একটি সময়াবর্ত নিয়ে এই গল্পের কাহিনি। আহত যোদ্ধার বাড়ি ফেরার বাস্তবতা গল্পটিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। গল্পে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁর পরিবারের স্বপ্ন ও বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রতিদানস্বরূপ আলেফ অনেক কিছু পাবে বলে তাঁর মা প্রত্যাশা করেন। নতুন স্বাধীন দেশে তিনি ও তাঁর পরিবার নতুন জীবন পাবে, যে জীবনে আর দুঃখ থাকবে না বলে তাঁদের প্রত্যাশা। গল্পে যুদ্ধে যাওয়ার তাৎপর্য খোঁজেন আহত যোদ্ধা আলেফ। পরে তাঁর পরিবারই তাঁকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়। তা ছাড়া আলেফের মায়ের বক্তব্যে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নির্যাতন, গ্রামে আগুন দেওয়ার মতো চরম নির্মমতাও প্রকাশ পেয়েছে গল্পে।

প্রশ্ন : 'প্রত্যুপকার' গল্পের মূল বক্তব্য লেখো।
উত্তর : গল্পের মূল ভাব : 'প্রত্যুপকার' গল্পটি আলী আব্বাস নামের এক ব্যক্তির প্রতি-উপকারের কাহিনি। খলিফা মামুনের সময়ে দামেস্কের জনৈক শাসনকর্তা পদচ্যুত হন। নতুন শাসনকর্তা মামুনের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন আলী ইবনে আব্বাস। তিনি স্থানীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে আশ্রয় লাভ করে জীবন রক্ষা করেন। পরবর্তী সময়ে আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতা ওই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি খলিফা মামুনের সৈন্যদল কর্তৃক বন্দী হন এবং খলিফার নির্দেশে আলী ইবনে আব্বাসের গৃহে তাঁকে অন্তরিণ করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। আলী ইবনে আব্বাস বন্দী ব্যক্তির সঠিক পরিচয় জানতে পেরে উপকারীর উপকারের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং খলিফার কাছে তাঁর মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। বস্তুত এ রচনায় দুজন মহৎ ব্যক্তির কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের একজন নিঃস্বার্থ উপকারী, অন্যজন সকৃতজ্ঞ প্রত্যুপকারী। খলিফার মহত্ত্বও এ রচনায় প্রকাশিত হয়েছে।

 # এক কথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : 'ফেরা' গল্পের লেখক কে?
উত্তর : হাসান আজিজুল হক।
প্রশ্ন : 'ফেরা' গল্পটি কী প্রেক্ষাপটে রচিত?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সময়।
প্রশ্ন : 'উফর' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : ওপর।
প্রশ্ন : 'মদ্যি' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : মধ্যে।
প্রশ্ন : 'আবছা' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : অস্পষ্ট।
প্রশ্ন : 'নিঃশব্দে' শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর : শব্দ না করে।
প্রশ্ন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ১৮২০ সাল।
প্রশ্ন : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কত সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন?
উত্তর : ১৮৪১ সালে।
প্রশ্ন : বাংলা গদ্যের জনক বলা হয় কাকে?
উত্তর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে।
প্রশ্ন : 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : বিশ্বাস।
প্রশ্ন : 'রুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : বন্দী।

ক্যাডেটে ভর্তির প্রস্তুতি-২০

বাংলা

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

 # বিপরীত শব্দ

মূল শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
মহৎ	নীচ
মুখ্য	গৌণ
রিক্ত	পূর্ণ
যৌবন	বার্ধক্য
যাও	এসো
রাত	দিন
লাভ	ক্ষতি
শুষ্ক	সিক্ত
শোক	হর্ষ
শীঘ্র	বিলম্ব
শিষ্ট	অশিষ্ট
শত্রু	মিত্র
শাশ্বত	নশ্বর
স্মৃতি	বিস্মৃতি
সত্য	মিথ্যা
সুগম	দুর্গম
স্বর্গ	নরক
সকাল	বিকাল
সরব	নীরব
সৎ	অসৎ
সূক্ষ্ম	স্থূল
স্বদেশ	বিদেশ
সমষ্টি	ব্যষ্টি
সৃষ্টি	লয়
স্বাধীন	পরাধীন
সুখ	দুঃখ
সুন্দর	কুৎসিত
স্থির	চঞ্চল
হর	লব
হার	জিত
হাসি	কান্না
হালকা	ভারী

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা | প্রশ্নোত্তর

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৬, পরিচ্ছেদ ২
গল্প : জোঁক

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : একহাতা পাট কাটতে ওসমানের কয় ডুব লেগে যায়?
উত্তর : তিন-চার ডুব।
প্রশ্ন : শেষের দিকে একহাতা পাট কাটতে কয় ডুব লেগে যায়?
উত্তর : সাত-আট ডুব।
প্রশ্ন : ওসমান কত হাতা পাট কাটার সংকল্প নিয়ে জমিতে এসেছে?
উত্তর : আশি হাতা।
প্রশ্ন : ওসমানের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কী দেখে?
উত্তর : শালুক ফুল।
প্রশ্ন : ওসমান ডুব দিয়ে কতটি শালুক ফুল তোলে?
উত্তর : গোটা দশ-বারো।
প্রশ্ন : ওসমান গালাগাল ছাড়ে কার উদ্দেশে?
উত্তর : বৃষ্টি আর পচা পানির উদ্দেশে।
প্রশ্ন : ওসমান কয় ডাক দেওয়ার পর তোতার সাড়া আসে?
উত্তর : দুই ডাক।

প্রশ্ন : ওসমানের বয়স কত?
উত্তর : চল্লিশ হয়েছে কি হয়নি।
প্রশ্ন : তোতার মা আজ কী রানছে?
উত্তর : ট্যাংরা মাছ আর কলমিশাক।
প্রশ্ন : জোঁকটা কোথায় ধরেছে?
উত্তর : ডান পায়ের হাঁটুর একটু ওপরে।
প্রশ্ন : জোঁকটা কতটুকু লম্বা?
উত্তর : প্রায় বিঘতখানেক।
প্রশ্ন : 'নিঃশ্বাস' শব্দটির বানান শুদ্ধ করে লেখ।
উত্তর : নিশ্বাস।
প্রশ্ন : পাট শুকাতে না শুকাতেই কে আসে?
উত্তর : চৌধুরীদের গোমস্তা।
প্রশ্ন : বৈঠকখানার বারান্দায় বসে সিগারেট ফুঁকছে কে?
উত্তর : ওয়াজেদ চৌধুরীর ছেলে ইউসুফ।
প্রশ্ন : ক্রূর হাসি হাসে কে?
উত্তর : ইউসুফ।
প্রশ্ন : চৌধুরীবাড়ির সীমানা পার হতেই ওসমান কতজন ভাগচাষিকে আসতে দেখে?
উত্তর : দশ-বারোজন।
প্রশ্ন : খেঁকিয়ে ওঠে কে?
উত্তর : করিম গাজী।
প্রশ্ন : লাঙ্গল-গরু কেনার জন্য ওসমান কত টাকা নিয়েছিল বলে ইউসুফ দাবি করে?
উত্তর : পাঁচ শ টাকা।
প্রশ্ন : 'জোঁক' গল্পটি আবু ইসহাকের কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?
উত্তর : 'জোঁক' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে।
প্রশ্ন : 'রোম' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : লোম।
প্রশ্ন : 'সাবাড়' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : শেষ।
প্রশ্ন : একবিঘতে কয় ইঞ্চি থাকে?
উত্তর : প্রায় নয় ইঞ্চি।
প্রশ্ন : ওজন করা যার পেশা, তাকে কী বলে?
উত্তর : কয়াল।

নোটিশ বোর্ড

স্কুল ভর্তির তথ্য

আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ

■ আইডিয়াল স্কুল ও কলেজে মতিঝিল, বনশ্রী ও মুগদা শাখায় বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সনে বিভিন্ন শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে।
ভর্তির জন্য ১২/১১/২০২৪ থেকে ৩০/১১/২০২৪ পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
অনলাইনে আবেদনের জন্য https://gsa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.iscm.edu.bd

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ

■ বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে স্কুল শাখায় বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনে ভর্তি করা হবে।
ভর্তির জন্য ১২/১১/২০২৪ থেকে ৩০/১১/২০২৪ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।
বাংলা মাধ্যম : ১ম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখা ছাত্রছাত্রী। ৬ষ্ঠ শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখায় ছাত্রী ও দিবা শাখায় ছাত্র।
ইংরেজি ভার্সন : ১ম শ্রেণি (ছাত্রছাত্রী), প্রভাতি শাখা।
অনলাইনে আবেদনের জন্য https://gsa.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.noormohammadcollege.ac.bd

চট্টগ্রাম বিএএফ শাহীন কলেজ

■ চট্টগ্রাম বিএএফ শাহীন কলেজে ইংলিশ ভার্সনে (ন্যাশনাল কারিকুলাম) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে কেজি, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
আবেদনপত্র পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত।
আবেদনের শেষ তারিখ : ২১ নভেম্বর ২০২৪।
লটারি হবে ৯ ডিসেম্বর বেলা ১১টায়।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.bafsc.edu.bd

খুলনা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ

■ খুলনা ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণিতে সীমিতসংখ্যক আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
আবেদনপত্র বিতরণ ও জমার তারিখ : ১৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৪।
লটারি হবে : ১২ ডিসেম্বর ২০২৪; ফলাফল প্রকাশ হবে ১২ ডিসেম্বর।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.cpsckhulna.edu.bd

রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজ

■ রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুল ও কলেজে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। ভর্তির ফরম স্কুলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, সেখানে আবেদন করতে হবে।
ভর্তির আবেদন ফরমের মূল্য : ২৩০ টাকা।
অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ : ২০ নভেম্বর।
লটারির তারিখ ও সময় : ১০/১২/২০২৪ সকাল ১০টা। সাক্ষাৎকারের দিন প্রবেশপত্র ও ডিজিটাল জন্মনিবন্ধনের মূল কপি নিতে হবে।
শিশু শ্রেণির প্রার্থীর বয়স : ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ৫ বছর থেকে ৬ বছরের মধ্যে হতে হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.rcbse.edu.bd

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

সহপাঠ : কাকতাড়ুয়া

৬২. 'তোকে নিয়ে আমার ভীষণ ভয় হয়' কথাটি বুধাকে কে বলেছিল?
ক. রানি খ. হরিকাকু
গ. চাচি ঘ. আলি

৬৩. 'তুই কিন্তু আর কাকতাড়ুয়া খেলা খেলিস নে'—কে বলছে?
ক. তিনু খ. ফুলকলি
গ. রানি ঘ. মতিউর

৬৪. বুধা কাকে ভীতুর ডিম বলেছিল?
ক. কুন্তিকে খ. রানিকে
গ. ফুলকলিকে ঘ. মধুকে

৬৫. 'সেদিনের ছোঁড়া, ঢঙ কত!'—উক্তিটি কার?
ক. কুন্তির খ. রানির
গ. বুয়ার ঘ. রবির

৬৬. 'এই গাঁয়ে একটা গণকবর হবে'—কথাটা কে বলেছে?
ক. আলি খ. মিঠু
গ. হাবিব ঘ. শাহাবুদ্দিন

৬৭. বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বুধা কার বাড়িতে রেডিওতে শুনেছিল?
ক. হরিকাকু খ. হাশেম মিয়া
গ. কানুদয়াল ঘ. ফজু মিয়া

৬৮. 'টুপটুপ করে ঝরে গেছে কেবল'—বলতে বোঝানো হয়েছে?
ক. বৃষ্টির শব্দ
খ. বুধার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যু
গ. ঘরের চালে পানি পড়ার শব্দ
ঘ. বরই পড়ার শব্দ

৬৯. সবার ওপর বুধার ঘৃণা বাড়তে থাকার কারণ কী?
ক. যুদ্ধ খ. অত্যাচার
গ. বিরোধিতা ঘ. বিশ্বাসঘাতকতা

৭০. 'ওইটুকু তেলের দাম শোধ দিতে হবে না'—কার উক্তি?
ক. হাবিবের খ. মিঠুর
গ. আলির ঘ. মধুর

৭১. এখন থেকে তোকে আমি 'জয় বাংলা' বলে ডাকব—এখানে কার কথা বলা হয়েছে?
ক. ফুলকলি খ. কুন্তি
গ. বুধা ঘ. মিঠু

৭২. 'তোর সামনে খারাপ দিন আছে বুধা'—উক্তিটি কার?
ক. মতিউরের খ. আহাদ মুন্সির
গ. কুদ্দুসের ঘ. পাকিস্তানি সেনার

সঠিক উত্তর
কাকতাড়ুয়া : ৬২. ক ৬৩. গ ৬৪. খ ৬৫. খ ৬৬. গ ৬৭. গ ৬৮. খ ৬৯. খ ৭০. গ ৭১. গ ৭২. ক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

২৯. কোন অপশনটি Insert বাটনে পাওয়া যায়?
ক. Picture খ. Clipart
গ. Chart ঘ. সব কটি

৩০. Prepare অপশনটি কোন ওয়ার্ড বাটনের?
ক. Office খ. Home
গ. Insert ঘ. Publish

৩১. Print অপশনটি ওয়ার্ড প্রসেসরের কোন বাটনে পাওয়া যায়?
ক. Home খ. Insert
গ. Formulas ঘ. Office

৩২. ওয়ার্ডে Change Case অপশনটি কোথায় পাওয়া যায়?
ক. File খ. Insert
গ. Text ঘ. Format

৩৩. ওয়ার্ডে Publish অপশনটি কোথায় পাওয়া যায়?
ক. Home খ. Reference
গ. Office ঘ. Page Setup

৩৪. ওয়ার্ড প্রসেসরে নতুন ডকুমেন্ট খুলতে কোথায় ক্লিক করতে হয়?
ক. New খ. Open
গ. Save ঘ. Publish

৩৫. ওপেন অপশনটির কি-বোর্ড কমান্ড কোনটি?
ক. Ctrl+N খ. Ctrl+P
গ. Ctrl+O ঘ. Shift+O

৩৬. ওয়ার্ড ডকুমেন্ট সেভ করতে কি-বোর্ড কমান্ড কোনটি?
ক. Ctrl+A খ. Ctrl+S
গ. Shift+S ঘ. Alt+O

৩৭. ওয়ার্ড প্রসেসরে নতুন ডকুমেন্ট খোলার কি-বোর্ড কমান্ড কোনটি?
ক. Ctrl+O খ. Ctrl+N
গ. Ctrl+P ঘ. Ctrl+C

৩৮. ওয়ার্ড প্রসেসরে ডকুমেন্ট প্রিন্টের কি-বোর্ড কমান্ড কোনটি?
ক. Shift+P খ. Alt+P
গ. Ctrl+P ঘ. P+enter

৩৯. কপি করার কি-বোর্ড কমান্ড কোনটি?
ক. Ctrl+C খ. Ctrl+P
গ. Ctrl+V ঘ. Ctrl+S

৪০. পেস্ট করার কি-বোর্ড কমান্ড কোনটি?
ক. Ctrl+L খ. Ctrl+C
গ. Ctrl+V ঘ. Ctrl+P

৪১. Close অপশনটি ওয়ার্ড প্রসেসরের কোন বাটনের অংশ?
ক. New খ. Office button
গ. Insert ঘ. Clipboard

৪২. একই ডকুমেন্টকে ভিন্ন নামে save করতে কোন অপশনটি ব্যবহার করতে হয়?
ক. Save খ. Save in
গ. Save as ঘ. Save of

৪৩. অফিস বাটনের নিকটে ডান পাশের আইকন কোনটি?
ক. Copy আইকন খ. Font আইকন
গ. Save আইকন ঘ. Clipboard

৪৪. কোনো ডকুমেন্ট তৈরি করার পরের কাজ কী?
ক. নাম দেওয়া খ. সংরক্ষণ করা
গ. মুছে ফেলা ঘ. সম্পাদন করা

৪৫. লেখা সম্পাদনার প্রথম কাজ কোনটি?
ক. লেখার আকার ছোট-বড় করা
খ. বানান সংশোধন করা
গ. ছবি যোগ করা
ঘ. বক্স আকারে লেখাকে উপস্থাপন করা

৪৬. লেখা সাজানোর প্রথম কাজ কী?
ক. ফন্ট ঠিক করা
খ. বানান ঠিক করা গ. ইনডেন্ট করা
ঘ. অক্ষরের আকার-আকৃতি বিন্যাস করা

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ২৯. ঘ ৩০. ক ৩১. ঘ ৩২. ঘ ৩৩. গ ৩৪. ক ৩৫. গ ৩৬. খ ৩৭. খ ৩৮. গ ৩৯. ক ৪০. গ ৪১. খ ৪২. গ ৪৩. গ ৪৪. খ ৪৫. খ ৪৬. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

আগামীকাল থাকবে

■ **নবম শ্রেণি :** ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত
■ **অষ্টম শ্রেণি :** বাংলা
■ **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ :** বাংলা ১ম পত্র, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
■ **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা :** বাংলা
■ **নোটিশ বোর্ড :** রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণিতে ভর্তি, বগুড়া জিলা স্কুলে ভর্তি

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

২১. শিল্প এলাকায় ঘন বসতির কারণে কোনটির ক্ষতি বেশি হচ্ছে?
ক. রাস্তাঘাটের খ. বনভূমির
গ. জলাশয়ের ঘ. কৃষিজমির

২২. গ্রীষ্মকালে ভারতের গঙ্গা উপত্যকায় গড় তাপমাত্রা কত থাকে?
ক. ২৭° সেলসিয়াস
খ. ৩৮° সেলসিয়াস
গ. ২৯° সেলসিয়াস
ঘ. ৩০° সেলসিয়াস

২৩. বদ্বীপ সমভূমি বাংলাদেশের কোন কোন জেলা নিয়ে গঠিত?
ক. রংপুর-দিনাজপুর
খ. দিনাজপুর-ফরিদপুর
গ. ফরিদপুর-যশোর
ঘ. যশোর-রংপুর

২৪. নেপালে কখন প্রবল বৃষ্টি হয়?
ক. জুন-অক্টোবর খ. জুন-সেপ্টেম্বর
গ. মে-অক্টোবর ঘ. মে-সেপ্টেম্বর

২৫. সাধারণত কত বছর পর একটা বড় ভূমিকম্প হয়?
ক. ৭৭ বছর খ. ৯৭ বছর
গ. ১০০ বছর ঘ. ১২৫ বছর

২৬. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?
ক. মোটামুটি শীতল ও চরমভাবাপন্ন
খ. মোটামুটি উষ্ণ, শীতল ও চরমভাবাপন্ন
গ. মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন
ঘ. শীতল আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন

২৭. জানুয়ারিতে কাঠমান্ডুর তাপমাত্রা কত থাকে?
ক. প্রায় ১০° সে. খ. প্রায় ২০° সে.
গ. প্রায় ২৫° সে. ঘ. প্রায় ৩০° সে.

২৮. গ্রীষ্মকালে মিয়ানমারের মান্দালয়ের তাপমাত্রা কত বিরাজ করে?
ক. ১৯° সে. খ. ২৭° সে.
গ. ৩২° সে. ঘ. ৪৩° সে.

২৯. বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিমের সর্বোচ্চ বিস্তৃতি কত কিলোমিটার?
ক. ৪১০ কি.মি. খ. ৪৪০ কি.মি.
গ. ৪৬০ কি.মি. ঘ. ৭৬০ কি.মি.

৩০. বর্ষাকালে কোন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে মিয়ানমারে প্রচুর বৃষ্টি হয়?
ক. উত্তর-পূর্ব খ. দক্ষিণ-পূর্ব
গ. উত্তর-পশ্চিম ঘ. দক্ষিণ-পশ্চিম

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ২১. ঘ ২২. ক ২৩. গ ২৪. খ ২৫. গ ২৬. গ ২৭. ক ২৮. গ ২৯. খ ৩০. ঘ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ | ঢাকার কেরানীগঞ্জে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে। প্রতিনিধি, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সংক্ষেপে

বাসস

পরিচালনা বোর্ড গঠন

ইত্তেফাক-এর যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার আলদীনকে চেয়ারম্যান করে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) নতুন পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। গতকাল রোববার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তিন বছর মেয়াদে পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হলো। পরিচালনা বোর্ডে ১২ জন পরিচালক রয়েছেন। তাঁরা হলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (প্রেস); অর্থ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি; জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার প্রতিনিধি; প্রধান তথ্য কর্মকর্তা; বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক (পদাধিকারবলে); *নিউ নেশন* সম্পাদক মোকারম হোসাইন; *নয়া দিগন্ত* সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দীন; *যুগের আলো* সম্পাদক শিরিন ভরসা; এনটিভির চিফ নিউজ এডিটর ফকরুল আলম কাঞ্চন; ব্রায়ান্টস্টুডিও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার নূরে আলম মাসুদ এবং বাসসের বিশেষ প্রতিনিধি ফজলুল হক।

বাসস, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সুনামগঞ্জ জেলা কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সারা দেশে সাংগঠনিক কাঠামো বিস্তারের অংশ হিসেবে এবার সুনামগঞ্জ জেলায় ৯৯ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। জেলা পর্যায়ে এটি তাদের তৃতীয় আহ্বায়ক কমিটি। এর আগে ২ নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলায় ১১১ সদস্যের এবং ৩ নভেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১০১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল রোববার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সুনামগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক কমিটি প্রকাশ করা হয়। কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ ও সদস্যসচিব আরিফ সোহেলের স্বাক্ষর রয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য তাঁরা এ কমিটি অনুমোদন করেছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সুনামগঞ্জ জেলা শাখার এ কমিটিতে সিলেটের মদনমোহন কলেজের শিক্ষার্থী ইমনদ্দোজা আহমদকে আহ্বায়ক, সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসানকে সদস্যসচিব, এমসি কলেজের রুহি আক্তারকে মুখ্য সংগঠক ও সুনামগঞ্জ সরকারি কলেজের মো. রুহুল আমিনকে মুখপাত্র করা হয়েছে। এ কমিটিতে ৯ জনকে যুগ্ম আহ্বায়ক, ৮ জনকে যুগ্ম সদস্যসচিব, ১১ জনকে সংগঠক ও ৬৭ জনকে সদস্য করা হয়েছে।

আসিফ নজরুলকে হেনস্তাকারীদের শাস্তির দাবি

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে হেনস্তার ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। গতকাল সন্ধ্যায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই আহ্বান জানায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শুরু ইতালথাইকে বাদ দিয়ে

এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজের ৫১ শতাংশ শেয়ারের অধিকারী ইতালথাই কোম্পানিকে বাদ দিয়ে শুরু হচ্ছে এ কাজ।

নাজনীন আখতার, *ঢাকা*

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ আবার শুরু হচ্ছে। ছবি : প্রথম আলো

দ্রুতগতির উড়ালসড়ক ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ ৯ মাস বন্ধ থাকার পর চলতি নভেম্বরের শেষে বা আগামী ডিসেম্বরের শুরুতে আবার শুরু হচ্ছে। এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজের ৫১ শতাংশ শেয়ারের অধিকারী ইতালিয়ান থাই (ইতালথাই) ডেভেলপমেন্ট পাবলিক কোম্পানিকে বাদ দিয়ে শুরু হচ্ছে এ কাজ।

শেয়ার নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ব্যাংকঋণ ছাড় না হওয়ায় অর্থসংকটে এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ এ বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ধাপে ধাপে বন্ধ হয়ে যায়।

শেয়ার হস্তান্তরের বিরুদ্ধে গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে ও অক্টোবরে সিঙ্গাপুরে আইনি লড়াইয়ে ইতালথাই হেরে যাওয়ায় তাদের শেয়ার নিয়ে নিচ্ছে অপর অংশীদার চীনের শেনডং ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল কো-অপারেশন গ্রুপ। ফলে এ নির্মাণকাজ শুরু করা প্রতিষ্ঠান ইতালথাইকে সরে যেতে হচ্ছে। আর শেনডংয়ের শেয়ার ৩৪ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৮৫ শতাংশে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের (পিপিপি) বড় এ প্রকল্পে বাংলাদেশ ছাড়াও রয়েছে থাইল্যান্ডের প্রতিষ্ঠান ইতালথাই, চীনের শেনডং ও সিনো হাইড্রো করপোরেশন। এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য এফডিইই লিমিটেড নামের কোম্পানি গঠন করে ইতালথাই। প্রকল্পে বিদেশি তিন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার যথাক্রমে ৫১, ৩৪ ও ১৫ শতাংশ। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (বিবিএ) এক্সপ্রেসওয়ের নির্বাহক প্রতিষ্ঠান।

এফডিইইর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের শুরুতে নির্মাণকাজ আবার শুরু হতে যাচ্ছে। ছুটিতে পাঠানো কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়ার জন্য শেনডং কারওয়ান বাজারে অবস্থিত যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মগুলো পরিদপ্তরে (আরজেএসসি) আবেদন করেছে।

এই কর্মকর্তারা আরও বলেন, সিনো হাইড্রোর শেয়ার একই থাকছে। শেয়ার হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ না করা পর্যন্ত ব্যাংকঋণের অর্থ ছাড় হবে না। এ সময়ে শেনডং নিজস্ব অর্থ দিয়ে এক্সপ্রেসওয়ের হাতিরঝিল অংশে টুকটাক কাজ করছে।

ঢাবিতে ছাত্রদলের কর্মসূচি

‘রেড নোটিশ’ জারি করে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ছাত্রলীগকে ‘ফ্যাসিবাদের দোসর’ উল্লেখ করে দ্রুত তাদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। পাশাপাশি ‘রেড নোটিশ’ জারি করে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ত্যাগ করা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অতি দ্রুত বাংলাদেশের মাটিতে এনে দ্রুততম সময়ে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।

গতকাল রোববার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এক অবস্থান কর্মসূচিতে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা এসব দাবি জানান। ‘অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুলের ওপর বিদেশে আওয়ামী ফ্যাসিবাদীদের হেনস্তা ও নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে’ এই কর্মসূচির আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল।

কর্মসূচিতে সমাপনী বক্তব্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় বলেন, ‘৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট হাসিনা ক্ষমতার মসনদ থেকে দুমড়েমুচড়ে ভারতে পালিয়ে গেলেও ষড়যন্ত্রের চাল থামায়নি। নিজের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে তারা প্রতিবিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে।’

অবস্থান কর্মসূচির আগে বেলা দেড়টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে প্রতিবাদ মিছিল বের করে ছাত্রদল। মিছিলটি দোয়েল চত্বর ও টিএসসি হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের ফটক দিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে।

ছাত্রলীগের হামলা-নিপীড়নের ঘটনার বিচার এবং জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ছাত্রদলের মিছিল। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। ছবি : আশরাফুল আলম

‘প্রথম আলো কোনো দলের নয়, দেশের মুখপত্র হয়েছে’

প্রতিনিধি, *গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জ*

‘আমরা বিভিন্ন সময় শুনি, এই পত্রিকা বিএনপির মুখপত্র, ওই পত্রিকা আওয়ামী লীগের মুখপত্র। কোনো পত্রিকা জামায়াত, জাতীয় পার্টির মুখপত্র। সেখান থেকে *প্রথম আলো* কোনো দলের মুখপত্র না হয়ে দেশের মুখপত্র হয়েছে।’

মুন্সিগঞ্জে *প্রথম আলোর* ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মুন্সিগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি সিরাজুল হক। গতকাল রোববার মুন্সিগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংবাদিক শফিউদ্দিন আহমেদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রথম আলো মুন্সিগঞ্জ বন্ধুসভা।

‘জেগেছে বাংলাদেশ’ স্লোগানে একইভাবে গাজীপুরে *প্রথম আলোর* প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

মুন্সিগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি নুরুন্নবী মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মিনহাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন *প্রথম আলোর* মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি মো. ফয়সাল হোসেন। আরও বক্তব্য দেন সহকারী অধ্যাপক মো. ফারুখ মিয়া, মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সাইদুর রহমান, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি সুজন হায়দার, মুন্সিগঞ্জের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা নোমান আল মাহমুদ, মৌমিতা তাসনিম খান, শাহরিয়ার আমিন প্রমুখ।

আলোচনা শেষে চিকিৎসক সাইদুর রহমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া মুন্সিগঞ্জের কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

গাজীপুর জেলা পরিষদ সম্মেলনকক্ষে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য অধ্যাপক অসীম বিভাকর, অধ্যক্ষ মুকুল কুমার মল্লিক, গাজীপুর জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খন্দকার মোদাচ্ছির বিন আলী, সাংবাদিক ও লেখক ফারদিন ফেরদৌস, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম, টিআইবির গাজীপুরের কো-অর্ডিনেটর আবুল ফজল মোহাম্মদ আহাদ, বাংলাদেশ রিভার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মনির হোসেন, বইপোকা পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা মণ্ডল মাধব চন্দ্র, গাজীপুর বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি রেজাউল করিম, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নাইমা সুলতানা, গাজীপুর বন্ধুসভার সভাপতি ইসতিলা ইসতি, সহসভাপতি সজীব চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আরাফত মণ্ডল প্রমুখ।

গাজীপুর বন্ধুসভার ইমদাদুল ইসলাম ও তানিয়া আক্তারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে পরিবেশিত হয় মূকাভিনয়। গাজীপুর বন্ধুসভার সদস্য তানভীর হাসানের একক পরিবেশনায় ‘রং, রক্ত এবং একটি চিৎকার’ শিরোনামে এই মূকাভিনয় উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। কবিতা আবৃত্তি করেন গাজীপুর বন্ধুসভার সদস্য রাঘাত বিনতে পাশা, লোকগান পরিবেশন করেন শাহরিয়ার শামিম ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন শৈশব কুরাইয়া। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলো গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানা, গাজীপুর সংবাদদাতা আল আমিন ও শ্রীপুর প্রতিনিধি সাদিক মৃধা।

গাজীপুরে অনুষ্ঠানে মূকাভিনয়। গতকাল জেলা পরিষদের মিলনায়তনে। প্রথম আলো

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এগিয়ে নেওয়ার প্রত্যয়

শহীদ নূর হোসেন দিবসে শ্রদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর বুকে-পিঠে ‘গণতন্ত্র মুক্তি পাক’, ‘স্বৈরাচার নিপাত যাক’ স্লোগান লিখে ঢাকার রাজপথে মিছিলে নেমেছিলেন নূর হোসেন। সেদিন পুলিশের গুলিতে মারা যান তিনি। পরবর্তীকালে জিপিওর সামনে জিরো পয়েন্টকে নূর হোসেন চত্বর নামকরণ করা হয়। স্বৈরাচারবিরোধী চেতনা শাণিত করার লক্ষ্যে দিনটিকে নূর হোসেন দিবস হিসেবে পালন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। গতকাল রোববার শহীদ নূর হোসেন দিবসে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে নূর হোসেন চত্বরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

গতকাল ভোরে নূর হোসেন চত্বরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এ সময় নূর হোসেনের বোন শাহানা বেগম সাংবাদিকদের বলেন, নূর হোসেন আত্মদান করলেও তাঁর স্বপ্ন এখনো বাস্তবায়ন হয়নি, নিশ্চিত হয়নি জনগণের মৌলিক অধিকার। স্বৈরাচারের পতন হলেও স্বৈরতন্ত্র বারবার ফিরে আসছে।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী

রিভিউ নিষ্পত্তির আগে শুনানি সমীচীন নয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল ঘোষণার রায় পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) চেয়ে করা আবেদন নিষ্পত্তির আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বিলোপসহ বেশ কিছু বিষয়ে আনা পঞ্চদশ সংশোধনী প্রশ্নে রুল শুনানি সমীচীন নয়।

বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে গতকাল রোববার এই মত তুলে ধরেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত শুনানি মুলতবি করে আগামী বুধবার পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন।

এ সময় রিট আবেদনকারী পক্ষ ও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর উদ্দেশে আদালত বলেন, পঞ্চদশ সংশোধনী নিয়ে শুনানি সামনের দিকে এগোবেন, নাকি ত্রয়োদশ সংশোধনী (তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে রিভিউ) আপাতত ছেড়ে দিয়ে এগোবেন, নিজেরা বসে আলোচনা করেন। নিজেরা বসে কথা বলে সিদ্ধান্ত জানাবেন।

গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ উইক ১৮-২৪ নভেম্বর

‘বাধা দূর করুন এবং সবাইকে স্বাগত জানান’ প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৮ থেকে ২৪ নভেম্বর ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনোভেশন অ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হবে ‘গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ উইক ২০২৪’। এ উপলক্ষে গতকাল রোববার সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্লোবাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. সবুর খান। পরে মঞ্চে অতিথিদের সঙ্গে ছবি তোলেন তিনি। বিজ্ঞপ্তি

গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মিরপুরে গ্রামীণ কল্যাণের কার্যালয়ে অনধিকার প্রবেশ ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রামীণ ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে গতকাল রোববার এ মামলা করেন গ্রামীণ কল্যাণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আবুল কালাম মোহাম্মদ মইনুদ্দিন চৌধুরী। আদালত বাদীর অভিযোগ এজাহার হিসেবে রেকর্ড করার জন্য শাহ আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

পুতিনের স্বাক্ষর

উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এতে এটি আইনে রূপ নিল। রয়টার্স

সংক্ষেপে

সৌদি আরব

ইরানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনা

প্রতিরক্ষা নিয়ে আলোচনার জন্য ইরানের রাজধানী তেহরান সফর করছেন সৌদি সেনাপ্রধান ফায়াদ আল-রুয়ালি। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ইরানের সেনাপ্রধান মোহাম্মদ বাঘেরির সঙ্গে বৈঠক করবেন সৌদি সেনাপ্রধান। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের এ বৈঠক হতে যাচ্ছে। আগামী জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, সৌদি সেনাপ্রধান রুয়ালি তেহরানে উচ্চপর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধিদল সঙ্গে নিয়ে বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। তাঁরা দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও প্রতিরক্ষার বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন। এর আগে গত বছর ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করতে সৌদি প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান আল সউদের সঙ্গে ফোনালাপ করেছিলেন বাঘেরি।

রয়টার্স, *দুবাই*

কানাডা

প্রথম এইচ৫ বার্ড ফ্লু রোগী শনাক্ত

কানাডার ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশে গত শনিবার প্রথমবারের মতো এক ব্যক্তির শরীরে এইচ৫ বার্ড ফ্লুর সংক্রমণ ধরা পড়েছে। প্রদেশটির কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, কিশোর বয়সী সন্দেহভাজন এ রোগীকে একটি শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ বলেছে, প্রদেশটিতে এ পর্যন্ত আর কোনো এইচ৫ বার্ড ফ্লু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হননি। শনাক্ত হওয়া রোগী 'খুব সম্ভবত' কোনো পশু বা পাখির মাধ্যমে এ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছে। সংক্রমণের উৎস ও সংশ্লিষ্ট রোগীর সংস্পর্শে কেউ এসেছেন কি না, সেসব বিষয়ে তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকদের একজন বনি হেনরি এক বিবৃতিতে বলেন, এটি একটি বিরল ঘটনা। ব্রিটিশ কলাম্বিয়া প্রদেশ বা পুরো কানাডায় এইচ৫ বার্ড ফ্লুতে কারও আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম। কানাডার বাইরে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে খুব অল্পসংখ্যক এমন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। বনি হেনরি বলেন, 'আর এ কারণেই ব্রিটিশ কলাম্বিয়ায় এ রোগের সংক্রমণ-উৎস উদ্ঘাটনে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত চালাচ্ছি আমরা।'

রয়টার্স, *অটোয়া*

যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে গাড়িবহর নিয়ে শোভাযাত্রা। গত শনিবার দেশটির নিউইয়র্ক শহরে। ছবি: এএফপি

দোদুল্যমান ৭ অঙ্গরাজ্যেই জিতল রিপাবলিকানরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

অ্যারিজোনায় ভোট গণনা শেষ হতে চার দিন লেগেছে। এখানে জেতার মাধ্যমে রিপাবলিকানরা তাদের হারানো এ রাজ্য ফিরে পেল।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাত দোদুল্যমান অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে কথা ছিল। ৫ নভেম্বরের ভোট শেষে সাতটি অঙ্গরাজ্যেই জিতেছে রিপাবলিকানরা। ওই সাতটি অঙ্গরাজ্যের সর্বশেষটিতে শত শনিবার ফল পাওয়া গেছে। ইউএস টিভি নেটওয়ার্কের পূর্বাভাস অনুযায়ী, অ্যারিজোনায় জেতার মধ্য দিয়ে সাতটি অঙ্গরাজ্যের প্রতিটিতে রিপাবলিকানদের পক্ষে তাঁদের রায় দিলেন ভোটাররা।

অ্যারিজোনায় ইলেকটোরাল কলেজের ভোট ১১টি। এ ভোট নিশ্চিত হওয়ার পর ট্রাম্পের সংগ্রহ ৩১২। যা প্রেসিডেন্ট হতে প্রয়োজনীয় ২৭০ ভোটের থেকে অনেক বেশি। ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিসের ঝুলিতে গেছে ২২৬ ইলেকটোরাল কলেজ ভোট।

অ্যারিজোনায় হিস্পানিক ভোটার বেশি। এখানে ভোট গণনা শেষ হতে চার দিন লেগেছে। অ্যারিজোনায় জেতার মাধ্যমে রিপাবলিকানরা তাদের হারানো এ রাজ্য ফিরে পেল। কেননা ২০২০ সালে এ রাজ্য জিতেছিলেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তবে ট্রাম্পের জন্য এটি এ রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বিজয়। তিনি ২০১৬ সালে এ রাজ্যে জিতেছিলেন।

এর আগে ট্রাম্প সাতটি দোদুল্যমান রাজ্যের মধ্যে ছয়টিতে অর্থাৎ জর্জিয়া, পেনসিলভানিয়া, মিশিগান, নেভাদা, নর্থ ক্যারোলাইনা ও উইসকনসিনে জিতে যান। ২০২০ সালে বাইডেন নর্থ ক্যারোলাইনা বাদে বাকি ছয়টিতে ট্রাম্পকে হারিয়েছিলেন। বার্তা সংস্থা এপির তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্প এখন পর্যন্ত ৭ কোটি ৪৬ লাখ ভোট বা মোট ভোটের ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ পেয়েছেন। আর কমলা হ্যারিসে পেয়েছেন ৭ কোটি ৯ লাখ ভোট। প্রদত্ত ভোটের ৪৮ শতাংশ পেয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে রিপাবলিকানরা। এর পাশাপাশি প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পথে রয়েছে রিপাবলিকানরা। প্রতিনিধি পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ২১৮ আসন প্রয়োজন। সেখানে রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যে ২১৩টি আসন পেয়েছে।

এর মধ্যেই ট্রাম্পের জন্য সুখবর হয়ে এসেছে হোয়াইট হাউস থেকে আসা ফোনকল। আগামী বুধবার তিনি ওভাল অফিসে বাইডেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন।

ট্রাম্পের প্রশাসন কেমন হবে, তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। হোয়াইট হাউসে প্রথম নারী চিফ অব স্টাফ হিসেবে তাঁর নির্বাচনী প্রচার দলের ব্যবস্থাপক সুজি ওয়াইলসের নাম ঘোষণা করেছেন। এবার তিনি জানালেন গত মেয়াদে প্রশাসনে থাকা সাবেক রাষ্ট্রদূত হ্যালি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেওকে তিনি এবার রাখছেন না।

ভারতের মণিপুরে এবার মেইতেই নারীকে হত্যা

সংবাদদাতা, *কলকাতা*

ভারতের মণিপুরের জিরিবাম জেলায় এক নারীকে ধর্ষণ ও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনায় গত শনিবার বিকেলের দিকে মেইতেই সম্প্রদায়ের এক নারীকে হত্যা করা হয়েছে। ওই নারীকে বিষ্ণুপুর জেলার এক ধানখেতে গুলি করে মেরে ফেলা রাখা হয় বলে তাঁর স্বামী পুলিশকে জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, এ ক্ষেত্রে কুকি জঙ্গিরাই ওই নারীকে হত্যা করেছে। গুলি করার পরে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনাটিকে গত বৃহস্পতিবার রাতে তিন সন্তানের মা ও শিক্ষিকা এক নারীকে ধর্ষণ ও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনার পাল্টা আক্রমণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। জিরিবাম জেলার ওই নারী ছিলেন হামর গোষ্ঠীভুক্ত। হামর, জোমি ও কুকি—এই তিন আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সম্মিলিতভাবে 'জো' বলে চিহ্নিত করা হয়। অনেক সময় এই তিন গোষ্ঠীসহ অন্যান্য আরও ছোট গোষ্ঠীকে মিলিয়ে শুধু আদিবাসী বা কুকি বলে চিহ্নিত করা হয়, যেহেতু আদিবাসীদের মধ্যে মণিপুরে কুকিরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সাইতনসহ মণিপুরের নিচু উপত্যকা অঞ্চলের বেশির ভাগ গ্রাম এখনো পর্যন্ত রয়েছে কুকিসহ অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। ফলে মেইতেই অঞ্চলে কাউকে হত্যা করা হলে, কুকি অঞ্চলে প্রতিহিংসার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে এবং দুই ক্ষেত্রেই মারা যাচ্ছেন গ্রামের একেবারে সাধারণ মানুষ।

২০২৩ সালের মে মাস থেকে ধারাবাহিক সংঘাতে মণিপুরে এখনো পর্যন্ত সরকারিভাবে প্রায় ২৫০ জন মারা গেছেন। এখনো গৃহহীন অন্তত ৬০ হাজার মানুষ।

ইমরানের মুক্তির দাবিতে বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি

দ্য ডন, *সোয়াবি*

ইমরান খান

কারাবন্দী পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে বড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তাঁর দল পিটিআই। দেশটির খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আলী আমিন গান্দাপুর পিটিআই কর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে 'লড়ব নয় মরব' আন্দোলনের জন্য প্রস্তুতি নিন।

গত শনিবার পেশোয়ার-ইসলামাবাদ মহাসড়কের পাশে সোয়াবি শহরে এক সমাবেশে আলী আমিন কর্মীদের প্রস্তুতি নেওয়ার এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'ইমরান খানের পক্ষ থেকে তাঁর একটি বার্তা আপনাদের দিতে চাই। আমাদের নেতা আমাকে জানিয়েছেন, এ মাসের মধ্যেই বিক্ষোভের চূড়ান্ত নির্দেশ দেবেন তিনি। এ জন্য তিনি কর্মীদের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন।

মস্কোয় সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা ইউক্রেনের

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ

ইউক্রেনের দাবি, মস্কোয় গতকাল তারা কমপক্ষে ৩৪টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে।

রয়টার্স, *মস্কো*

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় গতকাল রোববার কমপক্ষে ৩৪টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর একে মস্কোয় ইউক্রেনের চালানো সবচেয়ে বড় ড্রোন হামলা বলা হচ্ছে। এ হামলার পর মস্কোর গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলো থেকে ফ্লাইট ঘুরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটে। হামলায় একজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গতকাল তিন ঘণ্টায় তারা পশ্চিম রাশিয়া অঞ্চলজুড়ে ইউক্রেনের ৩৬টি ড্রোন ধ্বংস করেছে। রাশিয়ার ফেডারেল বিমান পরিবহন সংস্থা জানিয়েছে, ডেমোডেডোভো, শেরেমেতেভো ও জুকোভস্কি বিমানবন্দর থেকে ৩৬টি ফ্লাইটকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য পরে আবার উড়োজাহাজ চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। এ হামলায় মস্কো এলাকায় একজন আহত হয়েছেন। এ ছাড়া রাশিয়ার ব্রায়ানস্ক এলাকায়ও ড্রোন হামলার দাবি করেছে ইউক্রেন।

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পক্ষ থেকে এ ধরনের ড্রোন হামলাকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসেবে মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি এর জবাব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মস্কো ও এর আশপাশের এলাকায় ২ কোটি ১০ লাখ লোকের বাস। ইউরোপ অঞ্চলে ইস্তাম্বুলের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় মেট্রোপলিটন এলাকা মস্কো। এদিকে মস্কোয় ড্রোন হামলার আগে রাশিয়ার পক্ষ থেকেও হামলা করা হয়েছে। ইউক্রেন দাবি করেছে, গত শনিবার দিবাগত রাতে ১৪৫টি ড্রোন হামলা করেছে মস্কো। এর মধ্যে ৬২টি ড্রোন ধ্বংস করেছে তারা।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারের সময় বলে এসেছেন, জানুয়ারিতে ক্ষমতা গ্রহণের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করবেন। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি।

মস্কোর পক্ষ থেকে ড্রোন হামলা থেকে সুরক্ষার জন্য ইলেকট্রনিক ছাতার মতো একধরনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর আওতায় বিভিন্ন স্তরে মস্কোর বিভিন্ন ভবন থেকে কৌশলগত প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে যেকোনো ড্রোন ক্রেমলিনের কাছাকাছি পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করা সম্ভব। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মস্কোর প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। মস্কো এলাকায় এ ধরনের হামলার পরও বড় ধরনের কোনো আতঙ্ক দেখা যায়নি।

হামাস-ইসরায়েল মধ্যস্থতা থেকে সরে গেল কাতার

এএফপি, *দুবাই*

ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছিল কাতার। তবে এ দায়িত্ব আপাতত পালন করবে না দেশটি। শুধু তা-ই নয়, রাজধানী দোহায় হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয় নিয়ে সতর্ক করে কাতার বলেছে, এ কার্যালয়ের আর প্রয়োজন নেই।

গত শনিবার এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছে কূটনৈতিক একটি সূত্র। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে ওই সূত্র বলেছে, ইসরায়েল ও হামাস—দুই পক্ষকেই কাতার জানিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে আন্তরিকভাবে যেতে রাজি না হবে, ততক্ষণ দোহা এ বিষয়ে আর মধ্যস্থতা করবে না। ফলে দোহায় হামাসের কার্যালয় থাকার দরকার নেই।

গাজায় যুদ্ধবিরতি ও হামাসের হাতে বন্দী থাকা জিম্মিদের মুক্ত করতে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে আলোচনা চলছে। এতে মধ্যস্থতা করছে কাতার, যুক্তরাষ্ট্র ও মিসর। তবে এখন পর্যন্ত কোনো আশার আলো দেখা যায়নি। সূত্রের দেওয়া তথ্যমতে, কাতার যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছে, ইসরায়েল ও হামাস আন্তরিকভাবে আলোচনার টেবিলে ফেরার আগ্রহ দেখালে তারা আবার মধ্যস্থতা করবে।

এদিকে সূত্রের বরাতে সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, কাতারে হামাস নেতাদের আশ্রয় না দেওয়ার জন্য দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে দোহা। যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্মকর্তার ভাষ্যমতে, জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বানে হামাস নেতারা সাড়া দেননি। তাই যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র কোনো দেশের রাজধানীতে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না।

গতকাল ফিলিস্তিনের গাজার জাবালিয়া উদ্বাস্তুশিবিরে ইসরায়েলের বিমান হামলায় ১৩ শিশুসহ অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একই পরিবারের মা-বাবা, সন্তান, নাতি-নাতনিসহ সব সদস্যও।

পণ্য রপ্তানি ইতিবাচক ধারায়

ইপিবির তথ্য

তৈরি পোশাক, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিপণ্য, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, হোমটেক্সটাইল, প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় রপ্তানি বেড়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

পণ্য রপ্তানিতে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে ১ হাজার ৫৭৯ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) গতকাল রোববার পণ্য রপ্তানির হালনাগাদ এ পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, তৈরি পোশাকসহ হিমায়িত খাদ্য, কৃষিপণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, প্রকৌশল পণ্য, হোমটেক্সটাইল ও প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে রপ্তানি আয় ইতিবাচক ধারায় ফিরেছে।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, সর্বশেষ অক্টোবর মাসে ৪১৩ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই আয় এর আগের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের একই সময়ের ৩৪২ কোটি ডলারের চেয়ে ২০ দশমিক ৬৫ শতাংশ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংক গত জুলাইয়ে প্রকৃত পণ্য রপ্তানির ভিত্তিতে লেনদেনের ভারসাম্যের তথ্য প্রকাশ করে। ফলে পণ্য রপ্তানির হিসাবে বড় ধরনের গরমিলের তথ্য উঠে আসে। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলেছিল, ইপিবি দীর্ঘদিন ধরে রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করলেও সে অনুযায়ী দেশে আয় আসছিল না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, এত রপ্তানি হয়নি। তাই আয় বেশি আসার যৌক্তিকতা নেই।

এ ঘটনার পর ইপিবি কয়েক মাস রপ্তানির তথ্য প্রকাশ বন্ধ রাখে। গত মাসে সংস্থাটি অবশ্য জানায়, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪ হাজার ৪৪৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, গত অর্থবছর প্রকৃত রপ্তানি ছিল ৪ হাজার ৮১ কোটি ডলারের, অর্থাৎ প্রকৃত রপ্তানির চেয়ে ৩৬৬ কোটি ডলার বেশি রপ্তানি দেখিয়েছে ইপিবি।

জানতে চাইলে ইপিবির একজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই রপ্তানির হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। এই হিসাবের মধ্যে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের (ইপিজেড) প্রচ্ছন্ন রপ্তানি যুক্ত আছে। ফলে প্রকৃত রপ্তানি এর চেয়ে কম হবে।

কোন খাতের রপ্তানি কত

দেশের মোট পণ্য রপ্তানির ৮১ শতাংশ এসেছে তৈরি পোশাক খাত থেকে। গত অক্টোবরে ৩২৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ দশমিক ৮০ শতাংশ বেশি।

তবে চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাস জুলাই-অক্টোবরে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ সময়ে ১ হাজার ২৮১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে। গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ১৫০ কোটি ডলারের পণ্য। নিট পোশাকে ১২ শতাংশ ও ওভেন পোশাকে সাড়ে ১০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

তৈরি পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, কোটা সংস্কার আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শিল্পাঞ্চলে শ্রম অসন্তোষের কারণে জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে অনেক ক্রয়াদেশের পণ্য সময়মতো জাহাজীকরণ করতে পারেনি অনেক প্রতিষ্ঠান। আটকে থাকা ক্রয়াদেশের পণ্যও গত মাসে জাহাজীকরণ হয়েছে। তা ছাড়া শীত মৌসুম ও ক্রিসমাসের পণ্য জাহাজীকরণ শুরু হওয়ায় রপ্তানি বাড়ছে।

জানতে চাইলে নিট পোশাকশিল্পের মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে পোশাকের বাজার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। আগামী শীতের ক্রয়াদেশ আসার হারও বাড়বে। এমন প্রেক্ষাপটে কারখানার উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ৩৮ কোটি ৫৫ লাখ ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৬ দশমিক ৩৮ শতাংশ বেশি। আর শুধু অক্টোবরে ১১ কোটি ডলারের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৯৫ শতাংশ।

ইপিবির তথ্যানুযায়ী, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি অক্টোবরে ১ শতাংশ কমেছে। তবে অর্থবছরের প্রথম চার মাস মিলিয়ে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ৮২ শতাংশ। এ সময়ে ৩৭ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৩৪ কোটি ডলার।

দেশের শীর্ষ রপ্তানি খাতের মধ্যে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে ১৩ দশমিক ৭০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ২৬ কোটি ডলারের পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে শুধু অক্টোবরে রপ্তানি হয়েছে ৭ কোটি ৮৮ লাখ ডলারের, যা গত বছরের একই মাসের চেয়ে ৭ দশমিক ৬৩ শতাংশ কম। এ ছাড়া চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে ২৫ কোটি ডলারের হোমটেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৩১ শতাংশ বেশি।

চীনে বছরে ২৫ লাখ গাড়ি বানাবে টয়োটা
২০৩০ সালের মধ্যে চীনে বছরে ২৫ লাখ গাড়ি উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাপানি কোম্পানি টয়োটা। রয়টার্স

টাকার অঙ্কে লভ্যাংশে শীর্ষে গ্রামীণফোন

চলতি বছর এখন পর্যন্ত শেয়ারবাজারের যত কোম্পানি নগদ লভ্যাংশের ঘোষণা দিয়েছে, তার মধ্যে শীর্ষ ১০ কোম্পানি মিলে বিতরণ করবে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা। শীর্ষ এই ১০ কোম্পানির মধ্যে ৭টি বহুজাতিক ও ৩টি দেশীয় কোম্পানি।

সুজয় মহাজন

নগদ লভ্যাংশ বিতরণে শীর্ষ ১০ কোম্পানি

কোম্পানির নাম	ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ	টাকার পরিমাণ
*গ্রামীণফোন	২৮৫%	৩,৮৪৮ কোটি টাকা
*বিএটিবিসি	২৫০%	১,৩৫০ কোটি টাকা
স্কয়ার ফার্মা	১১০%	৯৭৫ কোটি টাকা
*লিনডে বাংলাদেশ	৫৬৪০%	৮৫৮ কোটি টাকা
* লাফার্জহোলসিম	৬৯%	৮০১ কোটি টাকা
**ওয়ালটন	৩০০%	৭২৪ কোটি টাকা
রবি আজিয়াটা	১০%	৫২৪ কোটি টাকা
ইউনাইটেড পাওয়ার	৬০%	৩৪৮ কোটি টাকা
বার্জার পেইন্টস	৫০০%	২৩২ কোটি টাকা
*ম্যারিকো বাংলাদেশ	৬৫০%	২০৫ কোটি টাকা

* চলতি বছর চূড়ান্ত ও অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ মিলিয়ে
** সাধারণ শেয়ারধারী ও উদ্যোক্তাদের ভিন্ন ভিন্ন লভ্যাংশ দিয়েছে

সূত্র : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির তথ্য

চলতি বছর এখন পর্যন্ত দেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে নগদ লভ্যাংশ বিতরণে শীর্ষে রয়েছে গ্রামীণফোন। এ বছর কোম্পানিটি শেয়ারধারীদের মধ্যে ৩ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। গত ডিসেম্বরে সমাপ্ত অর্থবছর ও চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসের মুনাফার ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে এই অর্থ দিয়েছে গ্রামীণফোন। তাতে নগদ লভ্যাংশ বিতরণের দিক থেকে শীর্ষস্থানে রয়েছে এই মুঠোফোন কোম্পানি।

বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে গ্রামীণফোন তালিকাভুক্ত হয় ২০০৯ সালে। কোম্পানিটির ১০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। বাকি ৯০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে উদ্যোক্তা পরিচালকদের হাতে। সেই হিসাবে গ্রামীণফোন এ বছর বিতরণ করা লভ্যাংশের মধ্যে ৩ হাজার ৪৬৩ কোটি টাকা পেয়েছেন কোম্পানিটির বিদেশি মালিকেরা। আর বাকি প্রায় ৩৮৫ কোটি টাকা পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি পর্যায়ের সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

লভ্যাংশ বিতরণে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে আরেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ বা বিএটিবি। প্রতিষ্ঠানটি এ বছর চূড়ান্ত ও অন্তর্বর্তীকালীন নগদ লভ্যাংশ মিলিয়ে মোট ১ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা বিতরণ করবে, যার মধ্যে ৯৮৫ কোটি টাকা পাবেন কোম্পানির বিদেশি মালিকেরা। কারণ, এটির শেয়ারের প্রায় ৭৩ শতাংশই রয়েছে এই মালিকদের হাতে। বাকি ২৭ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে। সেই হিসাবে তাঁরা পাবেন ৩৬৫ কোটি টাকা। কোম্পানি-সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, ঘোষিত লভ্যাংশের একটি অংশ এরই মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বাকি অংশ চলতি বছরের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

দুই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের পর নগদ লভ্যাংশ বিতরণে এ বছর তৃতীয় শীর্ষ স্থানে জায়গা করে নিয়েছে দেশের কোম্পানি স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস। কোম্পানিটি গত জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য রেকর্ড ১১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তাতে লভ্যাংশ বাবদ কোম্পানিটিকে বিতরণ করতে হবে ৯৭৫ কোটি টাকা, যার সিংহভাগ অর্থই পাবেন দেশি-বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। কারণ, কোম্পানিটির শেয়ারের সাড়ে ৬৫ শতাংশই রয়েছে এসব বিনিয়োগকারীর হাতে। তাঁরা পাবেন প্রায় ৬২৯ কোটি টাকা। বাকি ৩৪৬ কোটি টাকা পাবেন কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা। আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে লভ্যাংশের এই অর্থ হাতে পাবেন শেয়ারধারীরা।

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক কোম্পানি আর্থিক হিসাব বছর শেষে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্যে বড় অংশই শেয়ারধারীদের জন্য নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। কিছু কোম্পানি লভ্যাংশ হিসেবে বোনাস শেয়ার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আর কিছু কোম্পানি নগদ ও বোনাস উভয় লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। যেসব কোম্পানি নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে, তারা শেয়ারধারীদের মধ্যে নগদ অর্থ বিতরণ করবে। আর বোনাস লভ্যাংশের ক্ষেত্রে দেওয়া হবে শেয়ার। এই প্রতিবেদনে যেসব কোম্পানি নগদ লভ্যাংশ দিচ্ছে, সেগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে টাকার অঙ্কে সর্বোচ্চ লভ্যাংশ দেওয়া কোম্পানির তালিকা করা হয়েছে। তালিকায় থাকা শীর্ষ ১০ কোম্পানি মিলে এ বছর শেয়ারধারীদের মধ্যে মোট ৯ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করবে। এই অর্থের একটি অংশ এরই মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, বাকি অর্থ চলতি বছরের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

প্রথম আলোর এই তালিকার শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে সাতটিই বহুজাতিক তথা বিদেশি কোম্পানি। বাকি তিনটি দেশীয় মালিকানাধীন কোম্পানি। কোম্পানিগুলোর ঘোষিত লভ্যাংশের বড় অংশই পাবেন উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা। কারণ, তাঁদের হাতেই সবচেয়ে বেশি শেয়ার। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু স্কয়ার ফার্মা। কোম্পানিটির বিতরণ করা লভ্যাংশের সিংহভাগই পাবেন সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা। কারণ, তাঁদের হাতেই কোম্পানিটির বেশির ভাগ শেয়ার রয়েছে।

শীর্ষ এই ১০ কোম্পানির তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান লিনডে বাংলাদেশ। কোম্পানিটি এ বছর চূড়ান্ত ও অন্তর্বর্তীকালীন মিলিয়ে ৫ হাজার ৬৪০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তাতে প্রতি শেয়ারের বিপরীতে একজন শেয়ারধারী পাচ্ছেন ৫৬৪ টাকা। লভ্যাংশ বাবদ কোম্পানিটি এ বছর সব মিলিয়ে শেয়ারধারীদের মধ্যে ৮৫৮ কোটি টাকা বিতরণ করছে। এরই মধ্যে লভ্যাংশের কিছু অর্থ বিতরণও করেছে কোম্পানিটি। এর মধ্যে প্রায় ৫১৫ কোটি টাকা পেয়েছেন কোম্পানিটির বিদেশি মালিকেরা। আর বাকি ৩৪৩ কোটি টাকা পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

১৯৭৬ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয় লিনডে বাংলাদেশ। শুরুতে কোম্পানিটির নাম ছিল বাংলাদেশ অক্সিজেন কোম্পানি বা বিওসি। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির ৪৮ বছরের মধ্যে এবারই প্রথম প্রায় হাজার কোটি টাকার নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে কোম্পানিটি। এ বছর নগদ লভ্যাংশ বাবদ রেকর্ড অর্থ বিতরণের পেছনে মূল কারণ কোম্পানিটির ব্যবসার অংশ বিক্রি। চলতি বছর কোম্পানিটি তাদের ঝালাই বা ওয়েল্ডিং পণ্যের ব্যবসা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইসাব গ্রুপের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। এই ব্যবসা বিক্রি বাবদ কোম্পানিটির যে আয় হয়, তার সিংহভাগই শেয়ারধারীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এ কারণে এ বছর লিনডে বাংলাদেশ রেকর্ড পরিমাণ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।

টাকার অঙ্কে লভ্যাংশ বিতরণে পঞ্চম অবস্থানে ছিল আরেক বহুজাতিক কোম্পানি লাফার্জহোলসিম সিমেন্ট। কোম্পানিটি বছর শেষের চূড়ান্ত ও এ বছরের মাঝামাঝি অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ বাবদ ৮০১ কোটি টাকা শেয়ারধারীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এর বড় অংশ এরই মধ্যে বিতরণও করা হয়েছে। ৮০১ কোটি টাকার মধ্যে ৫১৩ কোটি টাকা পাবেন কোম্পানিটির বিদেশি মালিকেরা। বাকি ২৮৮ কোটি টাকা পাচ্ছেন প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। কোম্পানিটির শেয়ারের ৬৪ শতাংশ রয়েছে বিদেশি মালিকদের হাতে। আর এদেশীয় প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে বাকি ৩৬ শতাংশ শেয়ার।

এ তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে ইলেকট্রনিক খাতের এদেশীয় জায়ান্ট কোম্পানি ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ। কোম্পানিটি গত জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য ৩০০ শতাংশ এবং উদ্যোক্তা-পরিচালকদের জন্য ২০০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। উভয় ধরনের লভ্যাংশ মিলিয়ে কোম্পানিটি বিতরণ করবে প্রায় ৭২৫ কোটি টাকা। যার মধ্যে কোম্পানির উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা পাবেন ৪৪৯ কোটি টাকা। কারণ, ওয়ালটনের শেয়ারের ৭৪ শতাংশের বেশি রয়েছে এসব উদ্যোক্তা-পরিচালকের হাতে। আর ব্যক্তিশ্রেণির সাধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে ২৬ শতাংশ শেয়ার। এই শেয়ারের বিপরীতে তাঁরা পাবেন ২৭৬ কোটি টাকা।

> শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত দুই শতাধিক কোম্পানি আর্থিক হিসাব বছর শেষে লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্যে বড় অংশই শেয়ারধারীদের জন্য নগদ লভ্যাংশ বিতরণ করেছে। কিছু কোম্পানি লভ্যাংশ হিসেবে বোনাস শেয়ার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। আর কিছু কোম্পানি নগদ ও বোনাস উভয় লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ওয়ালটন শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয় ২০২০ সালে। শুরুতে কোম্পানিটি সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে ছেড়েছিল ১ শতাংশ শেয়ার। এ নিয়ে পরে শেয়ারবাজার-সংশ্লিষ্টদের মধ্যে প্রশ্ন উঠলে কোম্পানিটির উদ্যোক্তা-পরিচালকেরা ধাপে ধাপে আরও কিছু শেয়ার বাজারে ছাড়েন। তাতে কোম্পানিটিতে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের মালিকানার অংশীদারত্ব বেড়েছে। ফলে বছর শেষে কোম্পানিটির মুনাফার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পাচ্ছেন এসব বিনিয়োগকারী।

বাংলাদেশের শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মূলধনি কোম্পানি রবি আজিয়াটা। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন প্রায় ৫ হাজার ২৩৮ কোটি টাকা, যা ১০ টাকা অভিহিত মূল্যের প্রায় ৫২৪ কোটি শেয়ারে বিভাজিত। শেয়ারসংখ্যা বেশি হওয়ায় কোম্পানিটি অল্প লভ্যাংশ দিলেও তার জন্য বড় অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হয়। গত ডিসেম্বরে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানিটি ১০ শতাংশ বা ১ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে গত ফেব্রুয়ারিতে। টেলিকম খাতের এই কোম্পানির বিতরণ করা ৫২৪ কোটি টাকার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ শেয়ারধারীরা। আর কোম্পানিটির বিদেশি মালিকেরা পেয়েছেন প্রায় ৪৭২ কোটি টাকা। লভ্যাংশ বিতরণকারী শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে সপ্তম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে রবি আজিয়াটা।

তালিকায় অষ্টম অবস্থানে রয়েছে আরেক বহুজাতিক কোম্পানি ম্যারিকো বাংলাদেশ। কোম্পানিটি চলতি বছর চূড়ান্ত ও অন্তর্বর্তীকালীন মিলিয়ে তিন দফায় ১ হাজার ৬৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তাতে কোম্পানিটির প্রতি শেয়ারের বিপরীতে শেয়ারধারীরা পাচ্ছেন ১৬৫ টাকা। কোম্পানিটি মোট লভ্যাংশ বাবদ বিতরণ করছে ৫২০ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা পাবেন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা আর বাকি ৪৬৮ কোটি টাকা পাবেন বিদেশি মালিকেরা।

টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি লভ্যাংশ বিতরণকারী শীর্ষ ১০ কোম্পানির তালিকায় নবম অবস্থানে রয়েছে বিদ্যুৎ খাতের দেশীয় কোম্পানি ইউনাইটেড পাওয়ার। কোম্পানিটি গত জুনে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য ৬০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ঘোষিত এই লভ্যাংশ বাবদ কোম্পানিটিকে বিতরণ করতে হবে ৩৪৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে উদ্যোক্তা পরিচালকেরা পাবেন ৩১৩ কোটি টাকা, আর প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা পাবেন ৩৫ কোটি টাকা। কোম্পানিটির মোট শেয়ারের ৯০ শতাংশেরই মালিকানা রয়েছে উদ্যোক্তা-পরিচালকদের হাতে। বাকি ১০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে।

টাকার অঙ্কে লভ্যাংশ বিতরণে শীর্ষ ১০ কোম্পানির মধ্যে দশম অবস্থানে রয়েছে বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ। গত মার্চে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানিটি ৫০০ শতাংশ বা শেয়ারপ্রতি ৫০ টাকা নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। তাতে লভ্যাংশ বাবদ বিতরণ করা অর্থের পরিমাণ ২৩২ কোটি টাকা। এর মধ্যে ২২০ কোটি টাকা পেয়েছেন বিদেশি মালিকেরা। আর ১২ কোটি টাকা পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ শেয়ারধারীরা। বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ৯৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে বিদেশিদের হাতে। বাকি ৫ শতাংশ শেয়ারের মালিক প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। কোম্পানি সূত্রে জানা যায়, ঘোষিত এই লভ্যাংশের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অংশ এরই মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বিদেশি মালিকদের অংশের বিতরণ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

উ দ্যো গ

উত্তরায় নিজের কার্যালয়ে উদ্যোক্তা ক্য চিন ঠে (ডলি)। ছবি : খালেদ সরকার

বিদেশি কোম্পানির চাকরি ছেড়ে সফল উদ্যোক্তা ডলি

শুভংকর কর্মকার

বিশ্বখ্যাত মার্কিন কোম্পানি এমজিএফ সোর্সিংয়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর পদ ছেড়ে দিয়ে বায়িং হাউসের ব্যবসা শুরু করেন ক্য চিন ঠে (ডলি)। সময়টা ২০১৯ সালের নভেম্বর। কয়েকজন কর্মীও নিয়োগ দেন। এরপর ক্রয়াদেশের আশায় লাগেজ নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকা চষে বেড়ান। আশা ছিল, ক্রয়াদেশ মিলবে, ব্যবসার চাকা ঘুরবে। কিন্তু করোনা এসে সব ওলটপালট করে দিল।

২০২০ সালের মার্চে করোনার প্রকোপ বাড়লে কর্মীদের বাড়িতে পাঠিয়ে অফিস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন ডলি। জমানো অর্থে কর্মীদের বেতন আর অফিস ভাড়া দিলেন। সাড়ে তিন মাস পর অফিস খুললেন। তারপরও বড় কোনো ক্রয়াদেশ পাচ্ছেন না। এভাবেই কেটে গেল ৯ মাস। কিন্তু মনোবল হারাননি। নিজেকে নিজেই সাহস দিয়েছেন। একপর্যায়ে বড় একটা ক্রয়াদেশ পেলেন। এরপরের গল্প শুধুই এগিয়ে যাওয়া।

উদ্যোক্তা ডলির বায়িং হাউস-ক্লথ ‘আর’ আস লিমিটেড বর্তমানে ইউরোপের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা এখন ১২। শিগগিরই ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনাও করছেন ডলি।

কক্সবাজারের চকরিয়ার রাখাইন সম্প্রদায়ের মেয়ে ডলি উদ্যোক্তা হওয়ার আগে দুই দশকে বিশ্বখ্যাত কয়েকটি ব্র্যান্ড ও ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। পাশাপাশি চালিয়ে গেছেন পড়াশোনা। পরিবার ছেড়ে বিদেশেও চাকরি করেছেন। এভাবেই একটু একটু করে নিজেকে গড়ে তুলেছেন।

উত্তরায় ক্লথ ‘আর’ আসের কার্যালয়ে গত বৃহস্পতিবার ডলির সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয়। আলাপকালে তিনি জানান, পূর্বপুরুষের ভিটা কক্সবাজারের চকরিয়ায় হলেও তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে। বাবা মং খেজারির স্ক্রিন প্রিন্ট ও ডাইংয়ের ব্যবসা ছিল চট্টগ্রামের দেওয়ানবাজারে। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে ডলি দ্বিতীয়। মা এ্যাইক্য য়ীন ছিলেন গৃহিণী।

চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় সেন্ট স্কলাস্টিকা গার্লস হাইস্কুলে ডলিকে ভর্তি করা হয়। সবই ঠিকঠাক চলছিল। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে ডলির বাবার ব্যবসা খারাপ হতে থাকে। একপর্যায়ে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে পরিবারকে গ্রামের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন মং খেজারি। আর তিনি ঢাকায় এসে চাকরি নিলেন।

গ্রামে ফিরে ডলি ভর্তি হন চকরিয়ার হারবাং ইউনিয়ন হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে। এখান থেকেই এসএসসি পরীক্ষা দিলেন। উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হন চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজে। হোস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করলেন। এইচএসসি পাসের পর এলেন ঢাকায়। দ্রুত পড়ালেখা শেষ করে পরিবারের হাল ধরতে ডলিকে পরামর্শ দিলেন তাঁর বাবা। তখন তিনি অসুস্থ। তাই অনার্স না করে তেজগাঁও কলেজে বিকমে ভর্তি হন ডলি।

বিকম শেষ করে ১৯৯৭ সালে বিশ্বখ্যাত সোর্সিং কোম্পানি লিঅ্যান্ডফাংয়ে চাকরি নেন তিনি। ডলি বলেন, ‘আমাকে কোম্পানির কান্ট্রি ম্যানেজারের সেক্রেটারি ও অ্যাসিস্ট্যান্ট মার্চেন্ডাইজার পদের জন্য অফার দেওয়া হয়। সেক্রেটারি পদে ১৫ হাজার, আর মার্চেন্ডাইজার পদের বেতন ছিল ৮ হাজার টাকা। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি মার্চেন্ডাইজার পদেই ইন্টারভিউ দিলাম। ইংরেজিতে মোটামুটি ভালো হওয়ায় চাকরির সুযোগ পেয়ে গেলাম। কোম্পানি বলল, ছয় মাসের মধ্যে যোগ্যতা দেখাতে না পারলে বাদ দেওয়া হবে। আমি চ্যালেঞ্জটা নিলাম।’

এরপর দ্রুতই নিজের অবস্থান পোক্ত করলেন ডলি। পদোন্নতি হতে লাগল। এভাবে টানা ১৩ বছর কাজ করলেন। তত দিনে তিনি লিঅ্যান্ডফাংয়ের সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার ম্যানেজার। চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন। প্রথমে এলএলবি করেছেন। এরপর ঢাকা কলেজ থেকে এমকম এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি থেকে এমবিএ করেন।

লিঅ্যান্ডফাংয়ে কাজ শুরুর দুই বছরের মাথায় বাবাকে হারান ডলি। তারপর একসময় বড় বোনও ব্রেনস্ট্রোকে মারা যান। তাতে পরিবারের পুরো দায়িত্ব এসে পড়ল ডলি ও তাঁর ভাইয়ের ওপর। তাঁরা দুজন মিলে ছোট তিন ভাইবোনের পড়াশোনা চালিয়ে নিলেন।

লিংঅ্যান্ডফাংয়ে সিনিয়র মার্চেন্ডাইজার ম্যানেজার হওয়ার পর নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে কিছুটা চিন্তাভাবনায় ছিলেন ডলি। কারণ, সেখানে পদোন্নতি পাওয়াটা কঠিন। তত দিনে বিয়েশাদি করেছেন। দুটি ছেলেও হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লিংঅ্যান্ডফাং ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র পিভিএইচ করপোরেশনের ঢাকা কার্যালয়ে ডিভিশনাল মার্চেন্ডাইজার হিসেবে যোগ দেন। ডলি বলেন, ‘লিঅ্যান্ডফাংয়ে চাকরি করার সময় আমি ইউরোপের ব্র্যান্ড এমএস মোডের ব্যবসা দেখতাম। পিভিএইচে কাজ শুরুর কয়েক মাস পর এমএস মোড থেকে আমাকে কল করল। তারা ঢাকায় অফিস করতে চায়। আমাকে কান্ট্রি হেড হিসেবে যোগ দেওয়ার অফার করে। ২০১৩ সালে এমএস মোডের কান্ট্রি ম্যানেজার হিসেবে কাজ শুরু করি।’

এখানে কাজ করতে করতে উদ্যোক্তা হওয়ার চিন্তাভাবনা উঁকি দিতে থাকে ডলির। নিজে নিজেই ভাবলেন, এ জন্য বিদেশে কাজের অভিজ্ঞতাটা থাকলে ভালো হয়। তাই বিদেশে চাকরি খুঁজতে লাগলেন ডলি।

একপর্যায়ে মার্কিন প্রতিষ্ঠান এমজিএফ সোর্সিং থেকে প্রস্তাব পেলেন। কাজ করতে হবে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়। ২০১৫ এমজিএফ সোর্সিংয়ে যোগ দিলেন। এক্সপ্রেস নামের একটি ব্র্যান্ডের ব্যবসা দেখভাল করতেন। একপর্যায়ে দেখলেন এক্সপ্রেস যে দামে ডেনিম প্যান্ট ও শার্ট কিনছে, তার চেয়ে অনেক কমে বাংলাদেশে উৎপাদন সম্ভব। ভেবেচিন্তে এক্সপ্রেসের ক্রয়াদেশ বাংলাদেশ স্থানান্তর করতে কোম্পানিকে অফার দিলেন ডলি। এমজিএফও রাজি হয়ে গেল।

> ২০১৯ সালের মে মাসে চাকরি ছেড়ে দিলেন। শুরু করলেন বায়িং হাউসের ব্যবসা। তার-ক্লথ ‘আর’ আস লিমিটেড বর্তমানে ইউরোপের ক্রেতাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করে। প্রতিষ্ঠানে কর্মী সংখ্যা এখন ১২।

এমজিএফ সোর্সিংয়ের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে ঢাকায় চলে এলেন ডলি। এর মধ্যে চাকরি থেকে ধীরে ধীরে মন উঠতে লাগল তাঁর। নিজেই কিছু করার তাগিদ অনুভব করলেন। ২০১৯ সালের মে মাসে চাকরি ছেড়ে দিলেন। শুরু করলেন বায়িং হাউসের ব্যবসা। কিন্তু শুরুতেই তাতে বাদ সাধল করোনা। কঠিন বিপদে পড়লেন ডলি। ক্রয়াদেশ নেই। গাঁটের পয়সায় কর্মীদের বেতন দিতে হচ্ছে। এরপর ২০২১ সালের মার্চে এসে প্রথম বড় ক্রয়াদেশ পেলেন।

সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে ডলি বললেন, ‘আমার মা মারা গেছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে মাকে নিয়ে বাড়িতে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এমন সময় ইউরোপ থেকে একটা কল এল। আমার পরিচিত এক বান্ধবী নতুন কোম্পানিতে চাকরি নিয়েছে। সে বলল, তারা পোশাক সোর্সিংয়ে সমস্যায় পড়ছে। আমি সাহায্য করতে পারব কি না। তার কথা শেষ হলে আমি বললাম, আমার মা মারা গেছেন। এক সপ্তাহ পর আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।’

ডলি বলেন, ‘ইউরোপের ব্র্যান্ডটির কাছ থেকে আমরা এক লাখ পিস লেগিংস তৈরির কাজ পেয়েছিলাম। সেটিই আমাদের প্রথম বড় ক্রয়াদেশ। এরপর আমাদের আর সমস্যা হয়নি।’

ডলি ইতিমধ্যে সফল উদ্যোক্তার স্বীকৃতিও পেয়েছেন। গত মাসে ডিএইচএল-ডেইলি স্টারের বাংলাদেশ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড পান তিনি। ডলি একজন দৌড়বিদও। ম্যারাথনে অংশ নেন নিয়মিত। লেখালেখিও করেন।

আলাপের শেষ পর্যায়ে ডলির কাছে প্রশ্ন ছিল—চাকরি না ব্যবসা, কোনটা ভালো। হাসতে হাসতে তিনি বলেন, ‘অবশ্যই ব্যবসা। কারণ, স্বাধীনতা আছে। আবার নিজের সৃজনশীলতা কাজে লাগানোর সুযোগও রয়েছে।’

এপ্রিলে দ্বিতীয় মৌসুম

ডিজনি প্লাসের আলোচিত সিরিজ *অ্যান্ডর*-এর দ্বিতীয় মৌসুম মুক্তি পাবে ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবের তারিখ ঘোষণা

১১ থেকে ১৯ জানুয়ারি ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছে রেইনবো ফিল্ম সোসাইটি। আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তন ও রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে ছবি প্রদর্শিত হবে।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আফরোজা হোসেন। ছবি : সংগৃহীত

চলে গেলেন আফরোজা

সহকর্মীদের বলেছিলেন, ক্যানসার থেকে সেরে আবার অভিনয়ে ফিরবেন। তা আর হলো না। বহুবার জীবনের কাছে হারতে হারতে জিতে যাওয়া অভিনেত্রী আফরোজা হোসেনকে মৃত্যুর কাছে হারতে হলো। গতকাল সকাল ছয়টায় রাজধানীর নিজ বাড়িতেই মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। আফরোজা আলোচনায় আসেন অনন্য মামুনের *আবার বসন্ত* সিনেমায় অভিনয় করে। এ ছাড়া *ঠ্যাটারু*, *সূর্য অস্তের আগে*, *বিদেশি ছেলে* নাটক তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ। গতকাল কল্যাণপুর হাউজিং সোসাইটিতে জানাজা শেষে মিরপুরের বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। অভিনেত্রী আফরোজা হোসেন দুই ছেলে রেখে গেছেন।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজ বর্মণ ও চন্দন রায় চৌধুরী।
ছবি : পরিচালকের সৌজন্যে

চন্দনের তিন ভিডিও চিত্র

বছর দুয়েক আগে বাংলাদেশি পরিচালক চন্দন রায় চৌধুরীকে দিয়ে একটি গানের ভিডিও বানান রাজ বর্মণ। কাশ্মীরে ধারণ করা হয়েছিল সেই গানের ভিডিও চিত্র। এবার একটি নয়, ভারতীয় এই গায়কের তিনটি গানের ভিডিও চিত্র বানালেন চন্দন। এসব গানের শুটিং হয়েছে কলকাতায়। একটি গান প্রকাশিতও হয়েছে। 'ইয়ে হো নাহি সাকতা', 'তুম ভুল গ্যায়ে' ও 'তেরি বেওয়াফাই' শিরোনামের গান তিনটির পৃষ্ঠপোষক জি মিউজিক। চন্দন বলেন, 'দেশের বাইরে কাজ করতে পারাটা গৌরবের। কাজের অভিজ্ঞতাও দুর্দান্ত।' **বিনোদন প্রতিবেদক**, *ঢাকা*

কৈশোরের প্রেমকে সুরে বেঁধেছেন মোহন

মোহন শরীফ। ছবি : প্রথম আলো

তরুণ মুখ

মকফুল হোসেন, *ঢাকা*

কৈশোরের ঘোর লাগা সময়ে মোহন শরীফের মনকে রাঙিয়ে তুলেছিল এক কিশোরী। প্রজাপতির মতো চঞ্চল সেই কিশোরীর প্রেমে একেবারে মশগুল হয়ে পড়েছিলেন এই তরুণ গায়ক। প্রজাপতির পিছু পিছু ছুটছেন দিনমান, কিন্তু ধরি ধরি করেও তাকে ধরা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল, তা জানা যায়নি। তবে কিশোরবেলার সেই প্রেমকে 'প্রজাপতি' গানের কথা আর সুরে বেঁধেছেন মোহন শরীফ। গানের কথার মায়া আর সুরের জালে ফিরে ফিরে এসেছে সেই প্রেম। 'প্রজাপতি' লেখার গল্পটা মোহন শোনালেন, 'আমি তার পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, সে নিজেকে আরও বড় ভাবছে। তাকে হারানোর ভয়ে আমি ছুটে চলেছি। সেই ভাবনা থেকেই গানটা লিখেছি।' এই গানে তরুণ শ্রোতারা নিজেদের প্রজাপতিকে খুঁজে পেয়েছেন। অক্টোবরে নতুন করে গানটি প্রকাশের পর শ্রোতাদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

বরাবরই মোহনের গানে মেলে বিচ্ছেদ, বিষাদ আর হৃদয় ভাঙার সুর। ব্যক্তিগত যন্ত্রণা নিয়ে আছে আরেকটি আলোচিত গান 'যন্ত্রণা'। বয়স তখন আর কত, বড়জোর ১৬ বছর। কাঁচা প্রেমটা ভেঙে যাওয়ার পর হারানো হৃদয়টাকে খুঁজছিলেন মোহন। সেই যন্ত্রণাকাতর সময়ে লেখা গানটি বহু তরুণ শ্রোতার যন্ত্রণার উপশম দিয়েছে। ২০১৯ সালে *ন ডরাই* সিনেমায় গানটি প্রকাশের পর রাতারাতি পরিচিতি পেয়ে যান মোহন। এর আগে ২০১৮ সালে *কমলা রকেট* সিনেমায় প্রথম গান 'মোমবাতি' প্রকাশ করেন। 'যন্ত্রণা' ও 'মোমবাতি'—ক্যারিয়ারজুড়ে এ দুটি গান প্রকাশ করেই সংগীতশিল্পী হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন মোহন।

ঘুমানোর আগে গান, উঠেও গান

২০১৯ সালে পড়াশোনা করতে কানাডায় চলে যান মোহন। পড়াশোনা শেষ করে ২০২২ সালের দিকে ঢাকায় ফিরে একটি কোম্পানিতে চাকরি নেন। মাইনেও ভালো ছিল। তবে গানে মনোনিবেশ করতে পারছিলেন না। গানটা ঠিকঠাক করার জন্য তাই চাকরিটা ছেড়ে দেন মোহন।

মাঝখানে প্রায় পাঁচ বছর আর কোনো গান প্রকাশ করেননি। নিজের লেখা ও সুর করা ৪০টির মতো গান রয়েছে। গত এক বছরে 'প্রজাপতি'সহ ১৫টির মতো গান রেকর্ড করেছেন। নিজের একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলেছেন। অক্টোবর থেকে 'মোমবাতি', 'প্রজাপতি'সহ নতুন চারটি গান প্রকাশ করেছেন তিনি। সামনে আরও কয়েকটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এখন থেকে নিয়মিত গান প্রকাশ করবেন। তাঁর ভাষ্য, 'আমি বাসাতেই গান করি। আমার বেডরুমেই স্টুডিও সেটআপ রয়েছে। ঘুমাতে যাওয়ার আগপর্যন্ত মিউজিক করি। আবার ঘুম থেকে উঠেই গান রেকর্ড শুরু করি। প্রযোজনা করি।'

'প্রজাপতি' ছাড়াও 'জ্বলন্ত আগুন', 'মূর্তি'সহ মোহনের কয়েকটি গান স্পটিফাইসহ বেশ কয়েকটি ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে গানগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কখনো প্রকাশ করেননি মোহন। বন্ধুদের আড্ডায় গানগুলো গাইতেন, সেখান থেকে কেউ প্রকাশ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে এই সংগীতশিল্পী বলেন, 'বন্ধুরা প্রকাশ করেছে, তবে এটা নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই।' মোহনের গানের অনুরাগীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানতে চাইছেন, গানগুলোর রেকর্ড ভার্সন কবে আসবে? তাঁদের অনুযোগ আমলে নিয়ে মোহন বলেন, শিগগিরই গানগুলো প্রকাশ করবেন। আগামী বছরের মাঝামাঝির দিকে অ্যাকুয়াস্টিক ভার্সনের একটি অ্যালবাম বের করবেন। এর গানগুলো বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণে করা হয়েছে। পরে 'প্রজাপতি', 'জ্বলন্ত আগুন', 'মূর্তি'র মতো গান নিয়ে আরেকটি অ্যালবাম করবেন।

'হিপহপের সঙ্গে মিশে গেছি'

মূলত হিপহপ গান করেন মোহন। তিনি বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই হিপহপ শুনে বেড়ে উঠেছি। হিপহপ থেকেই মিউজিকের টেস্টটা এসেছে। পরে কানাডায় গিয়ে হিপহপ আর্টিস্টদের সঙ্গে পরিচয়। হিপহপ জনরার সঙ্গে মিশে গেছি।' সামনে হিপহপ নিয়ে অ্যালবামেরও পরিকল্পনা করেছেন তিনি। স্বপ্ন কী, জানতে চাইলে বলেন, বিদেশের বড় আর্টিস্টদের সঙ্গে কাজ করতে চান। সেটা ভোকালিস্ট হিসেবেই হোক, প্রযোজক হিসেবেই হোক। ইতিমধ্যে কয়েকজন বিদেশি আর্টিস্টের সঙ্গে কাজ শুরুও করেছেন।

নিয়মিত গান প্রকাশ করলেও কনসার্টে মোহনকে কম দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে তাঁর ভাষ্য, 'শো আমার কাছে অনেক পরিশ্রমসাধ্য মনে হয়। শোর চেয়ে ইউটিউবে গান প্রকাশেই বেশি মনোযোগ দিতে চাই।'

মোহনের জন্ম সুইজারল্যান্ডের জুরিখে। তাঁর বাবা (শরীফ সান্টু), মা (শরীফ মনিকা) ও বড় ভাই (শরীফ মিরন) জুরিখে থাকতেন। ছয় বছর বয়সে ঢাকায় আসেন তাঁরা। শৈশবেই তাঁকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেন বাবা। ঢাকার একটি বেসরকারি স্কুল ও কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। পরে ঢাকার দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পড়াশোনা আর চালিয়ে যাননি। ২০১৯ সালে কানাডায় পড়তে যান। ভিএফএক্স নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, পড়াশোনা শেষ করে ঢাকায় এসে থিতু হয়েছেন।

মিমের প্রিয় ৫ চরিত্র

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেড় দশকের ক্যারিয়ারে ২০টির মতো চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন **বিদ্যা সিনহা মিম**। প্রতিটি চরিত্রই তাঁর প্রিয়। তবে গতকাল জন্মদিন উপলক্ষে *প্রথম আলো*র পাঠকদের জানিয়েছেন নিজের অভিনীত প্রিয় পাঁচ চরিত্রের কথা।

দিলশাদ, 'আমার আছে জল'

আমার আছে জল উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের কারও কারও কাছে স্বপ্নের একটি চরিত্র দিলশাদ। আমারও সেটি স্বপ্নের চরিত্র ছিল। এটি আমার প্রথম ছবি, প্রথম সন্তানের মতো। (হুমায়ূন আহমেদ) স্যারের সঙ্গে কাজের সুযোগ পাওয়াটা স্বপ্নের মতো ছিল। চরিত্রটির বয়স ছিল ১৩ বছর। পরে এত কম বয়সী কোনো চরিত্রে আর কাজ করা হয়নি।

কবিতা, 'জোনাকির আলো'

চরিত্রটি করে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছি। ফলে চরিত্রটি আমার কাছে বিশেষ। কাজটা করার সময় পরিচালক (খালিদ মাহমুদ মিঠু) বলছিলেন, 'তুমি ভালো অভিনয় করেছ। পুরস্কার পেতে পারো।' সে আশা নিয়ে কাজটা করিনি। তবে মিলে যাওয়ায় অভিভূত হয়েছিলাম।

ফুলেশ্বরী, 'পদ্ম পাতার জল'

ফুলেশ্বরী একটি ঐতিহাসিক চরিত্র। এ ধরনের চরিত্রে খুব একটা কাজ করা হয়নি। চরিত্রটিও দারুণ। এটি আমার প্রিয় একটি চরিত্র। ছবিটি পরিচালনা করেছেন তন্ময় তানসেন।

অনন্যা, 'পরাণ'

অনন্যা চরিত্রটির জন্য অনেক ভালোবাসা পেয়েছি। আমাদের দেশে নায়িকারা সচরাচর একটু বৈচিত্র্যময় চরিত্র করতে চান না। নায়িকা মানে শুধুই নায়িকা। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নায়িকারা বৈচিত্র্যময় চরিত্রে কাজ করছেন। অনেক সময় ভিলেনও হিরো হয়ে যাচ্ছে। ফলে চরিত্রটি আমার ক্যারিয়ারে আলাদা হয়ে থাকবে।

হাসনা, 'দামাল'

এটিই আমার প্রথম মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা। ফলে চরিত্রটিও আমার প্রিয়। *পরাণ* ও *দামাল*—দুটি ছবিই পরিচালনা করেছেন রায়হান রাফী।

পরাণ-এর 'অনন্যা' মিমের অন্যতম পছন্দের চরিত্র। ছবি : নির্মাতার সৌজন্যে

তিন দশক পর আসছে 'বেগম রোকেয়া'

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বেগম রোকেয়াকে নিয়ে ছবি নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন সুভাষ দত্ত। *বেগম রোকেয়া* নামের সেই ছবিতে 'রোকেয়া' চরিত্রে অভিনয়ের কথা ছিল শাবানার। ছবির মহরত হয়েছিল। হয়েছিল এক দিনের শুটিংও।

তারপর পার হয়ে গেছে ২৯ বছর। শাবানা অভিনয় ছেড়েছেন তা-ও ২৪ বছর হতে চলল। সুভাষ দত্তের মৃত্যুরও এক যুগ পূর্ণ হবে ১৬ নভেম্বর। এর মধ্যে গত শুক্রবার রাতে *প্রথম আলো*র সঙ্গে আলাপে শাবানার স্বামী প্রযোজক ওয়াহিদ সাদিক জানালেন, ছবিটি নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। গত কয়েক দিনে এ নিয়ে চলচ্চিত্রসংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে কথাও বলেছেন।

স্থায়ীভাবে এখন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে থাকেন শাবানা। *বেগম রোকেয়া* প্রসঙ্গে এই প্রতিবেদককে তিনি জানান, চরিত্রটিতে অভিনয় করার খুব ইচ্ছা তাঁর ছিল। আক্ষেপ করে বলছিলেন, 'এটা আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল; কিন্তু তা আর হলো কই। বেগম রোকেয়া চরিত্রটি না করার আক্ষেপটা থেকেই যাবে। আমি মনে করি, এখন সেই পরিচালকও নেই। আমার বয়সও কাভার করবে না। শুধু শুধু স্বপ্ন দেখলে তো হবে না।'

ওয়াহিদ সাদিকও জানালেন, শাবানা এখন 'রোকেয়া' চরিত্রে অভিনয়ের পর্যায়ে নেই। তা ছাড়া তিনি অভিনয়ে ফিরবেনও না। তাই চরিত্রটি নিয়ে কয়েকজনের কথা মনে মনে ভেবেছেন। এ মাসের মাঝামাঝি দেশে ফিরবেন। এরপর ছবির প্রধান অভিনেত্রী ও পরিচালকের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। ওয়াহিদ সাদিক বলেন, 'বর্তমান বাস্তবতায় বেগম রোকেয়াকে নিয়ে ছবি নির্মাণও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। আপাতত এটুকু বলতে চাই, বাকিটা সবকিছু চূড়ান্ত হলেই জানাতে পারব।'

ছবিটি আবার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে শুনে খুশি সুভাষ দত্তের পুত্রবধূ শ্রাবণী দত্ত। ওয়াহিদ সাদিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমার শ্বশুর মারা যাওয়ার আগের কয়েক বছর এ ছবির কথাই শুধু বলতেন। একটা কথা তো প্রায়ই বলতেন, "বেগম রোকেয়াকে নিয়ে ছবিটি বানাতে পারলে শান্তি পেতাম। এটা আমার জীবনের শেষ ছবি হতো, শাবানারও শেষ ছবি হিসেবে থাকত। আফসোস, তা আর হলো কই।"'

শ্রাবণী দত্তের কাছ থেকে জানা গেল, *বেগম রোকেয়া* ছবির জন্য অনেক কষ্ট করেছিলেন সুভাষ দত্ত। 'অনেকবার রংপুরে গিয়েছিলেন। ছোটবেলার বেগম রোকেয়া চরিত্রটির জন্য যাকে ঠিক করেছিলেন, তাকে চরিত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিলেন। সেই মেয়ে আমার বাসার কাজে সহযোগিতা করত। কত কিছু আজ মনে পড়ছে। ছবিটি বানানো গেলে আমার শ্বশুরের আত্মা শান্তি পাবে,' বলেন শ্রাবণী।

“ রাজনীতি পাশে সরিয়ে রাখুন **এবং** ক্রিকেটকে কথা বলতে দিন।

কেভিন পিটারসেন
পাকিস্তানের অস্ট্রেলিয়া জয়ের পর ক্রিকেট নিয়ে রাজনীতি **বরদের** খোঁচা ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়কের

এক ‘ফাইনালে’ কত চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ

শারজায় শেষ ওয়ানডেটি পরিণত হয়েছে অলিখিত ফাইনালে। তার আগে বাংলাদেশ দল হয়ে পড়েছে চোটজর্জর।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সিরিজের প্রথম ওয়ানডেটা বাংলাদেশ শুধু হারেইনি, অনেক কিছু হারিয়েওছে। প্রথমত ধসে পড়া ব্যাটিং কেড়ে নিয়েছিল তাদের আত্মবিশ্বাস। শঙ্কা ছিল—অমন একটা হারের পর বাংলাদেশ কি আর পারবে সিরিজে ফিরতে!

আঙুলের চোটে পড়া মুশফিকুর রহিমকেও হারাতে হয় ওই ম্যাচের পর। প্রথম ম্যাচে যদিও মুশফিকের কাছ থেকে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি, তবু তাঁকে হারিয়ে দলে অভিজ্ঞতার একটা ঘাটতি তো তৈরি হয়েছেই।

কুঁচকির চোটে পড়ায় আজ নাজমুলের খেলা কিছুটা অনিশ্চিত। ফাইল ছবি

পরশু দ্বিতীয় ওয়ানডেতে পাওয়া অনায়াস জয়েও বেশ কিছু প্রাপ্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে একটা বড় অস্বস্তির কাঁটা। খোদ অধিনায়ক নাজমুল হোসেনকে নিয়ে অনিশ্চয়তা, শারজায় আজ সিরিজ নির্ধারণী শেষ ম্যাচে কি তাঁকে পাচ্ছে বাংলাদেশ! পরশুর ম্যাচে কুঁচকিতে চোট পেয়েছেন নাজমুল। কাল রাতে এমআরআই করিয়েছেন, রিপোর্ট পাওয়া যাবে আজ সকালে। এরপরই বোঝা যাবে আজ বিকেলে শুরু শেষ ম্যাচে তিনি খেলবেন কি না।

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নাজমুলের অবদান ছিল ৭৬ রানের ইনিংস। পরে উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান জাকের আলীর ২৭ বলে অপরাজিত ৩৭ আর নাসুম আহমেদের ২৪ বলে ২৫ রান বাংলাদেশকে নিয়ে যায় জেতার মতো জায়গায়। ম্যাচের ‘মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার’ নাসুম তো বোলিংয়েও দুর্দান্ত সফল, ২৮ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট!

ম্যাচটা থেকে প্রাপ্তির খাতায় আরও কিছু যোগ করার আছে। ১০ম ম্যাচে এসে শারজার মাঠে পাওয়া প্রথম জয় তার একটি। তবে দ্বিতীয় ওয়ানডে থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি বোধ হয় সেদিনই সিরিজটা হেরে না যাওয়া। প্রথম ম্যাচের বাজে ব্যাটিং আর বাজে হারের পর এটা বিশ্বাসে আনা খুব কঠিন ছিল যে সিরিজের শেষ ম্যাচটাকে বাংলাদেশ ‘ফাইনাল’ বানাতে পারবে। আজ সেই ‘ফাইনাল’, যাতে জয়ের বিকল্প ভাবার কথা নয় কোনো দলেরই।

এমনিতে আফগানিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের ওয়ানডে ইতিহাস ভালো। ১৮ ম্যাচের ১১টিতেই জয়, হার ৭টিতে। তবে আলোচনাটা যখন দ্বিপক্ষীয় সিরিজের, তখন আবার জয়-পরাজয়ের ব্যবধান এত বেশি নয়। ১১ ম্যাচে বাংলাদেশ জিতেছে ৬টি, বাকি ৫টি জয় আফগানিস্তানের। সিরিজ জয় বাংলাদেশের বেশি, তবে সেখানেও ব্যবধান মাত্র ২-১-এর।

বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানদের যে একটিমাত্র সিরিজ জয়, সেটি এসেছে গত বছরের জুলাইয়ে দুই দলের মধ্যে চট্টগ্রামে হওয়া সর্বশেষ দ্বিপক্ষীয় সিরিজে। ২০১৬ ও ২০২২ সালের আগের দুটি সিরিজ বাংলাদেশ জিতলেও আফগানদের ধবলধোলাই করতে পারেনি। দুই সিরিজেই জয়ের ব্যবধান ২-১। তার মানে আফগানিস্তান বরাবরই বাংলাদেশের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে গেছে। এবার চতুর্থ সিরিজটিও তিন ম্যাচের, যাতে আফগানদের সামনে সুযোগ সিরিজ জয়ে বাংলাদেশকে ছুঁয়ে ফেলার। তবে বাংলাদেশ চাইবে ব্যবধান বাড়াতে।

বাংলাদেশের সেই চাওয়ায় শঙ্কা ছড়াচ্ছে নাজমুলের কুঁচকির চোট। এমআরআই রিপোর্ট ভালো হলে তো ভালো, তবে এ ধরনের চোট গুরুতর হলে সেরে উঠতে ৮-১০ দিনও লেগে যায় অনেক সময়। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে রকম কিছু হলে টপ অর্ডারে আবারও অভিজ্ঞতার সংকট তৈরি হবে, ‘ফাইনাল’ বাংলাদেশের জন্য হয়ে উঠবে চ্যালেঞ্জিং। নাজমুলের জায়গায় হয়তো দলে আসবেন এখন পর্যন্ত একটিমাত্র ওয়ানডে খেলা জাকির হাসান। গত বছর সেপ্টেম্বরে মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অভিষেক হয়েছে তাঁর। অবশ্য পরশুর ম্যাচে জাকিরও ব্যথা পেয়েছেন। একাদশে না থাকলেও নাজমুলের পরিবর্তক হয়ে ফিল্ডিং করতে নেমে হাঁটুতে বলের আঘাত পান তিনি। তবে সেটি জাকিরকে এখন আর ভোগাচ্ছে না বলেই জানা গেছে।

আজ জয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের আরেকটি বড় প্রত্যাশা মাহমুদউল্লাহর ব্যাটে রান। ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বেলায় এসে দৌড়ে যেন শুধুই পিছিয়ে যাচ্ছেন তিনি! সর্বশেষ ভারত সফরে টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন আরও তিন বছর আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া মাহমুদউল্লাহ। তিনি মুখে না বললেও বুঝে নিতে অসুবিধা হয়নি ওয়ানডে থেকে অবসর নিতে হয়তো আগামী ফেব্রুয়ারির চ্যাম্পিয়নস ট্রফিটাকেই পাখির চোখ করছেন। কিন্তু সেই পর্যন্ত দলে জায়গা ধরে রাখতে তো ব্যাটে রান চাই!

আজ যদি খেলেন, প্রত্যাশা মেটানোর আরেকটি সুযোগ পেয়ে যাবেন মাহমুদউল্লাহ। আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দলে সুযোগ দিয়ে তাঁকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভাবনায় রাখতে নির্বাচকদেরও তো চাই যৌক্তিক কিছু, যার অন্য নাম ‘রান’।

চার পেসারের টেস্ট দল

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নাজমুল হোসেনকে অধিনায়ক রেখেই গতকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের বাংলাদেশ দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। আঙুলের চোটের কারণে দলে নেই মুশফিকুর রহিম। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলা সর্বশেষ টেস্টের দল থেকে বাদ পড়েছেন অফ স্পিনার নাঈম হাসান ও পেসার খালেদ আহমেদ। দলে ফিরেছেন তাসকিন আহমেদ, জাকের আলী ও শরীফুল ইসলাম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কন্ডিশনের কথা মাথায় রেখেই দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের সর্বশেষ টেস্টের দলে থাকা হাসান মাহমুদ ও নাহিদ রানার সঙ্গে তাসকিন ও শরীফুলকে ফিরিয়ে চার পেসার নিয়ে দল সাজিয়েছে নির্বাচক কমিটি। ঘরের মাঠে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে তাসকিনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়, শরীফুল খেলেছেন জাতীয় লিগে। এবার তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যাখ্যায় প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের অংশ হিসেবে ওদের রাখা হয়নি। এখন আবার তারা দলে ফিরেছে।’

চট্টগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট ম্যাচ দিয়ে অভিষেক হয় মাহিদুল ইসলামের। কনকাশন সমস্যায় জাকের আলী শেষ মুহূর্তে ছিটকে পড়ায় সুযোগ হয় মাহিদুলের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের দলে অবশ্য দুজনই সুযোগ পাচ্ছেন। প্রধান নির্বাচক এ ব্যাপারে বলেছেন, ‘চোটের কারণে আমরা মুশফিককে পাচ্ছি না। তার সুস্থ হতে আরও কিছুদিন সময় লাগতে পারে। আর জাতীয় লিগে মাহিদুল ভালো করছে। সেটার পুরস্কার সে পাচ্ছে।’ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে চলমান আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চক্র শেষ করবে বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান বাংলাদেশ দলের আফগানিস্তান সিরিজ শেষ করেই লাল বলের ক্রিকেটাররা ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে যাবেন। অন্যরা যাবেন ঢাকা থেকে। সাদা বলের ক্রিকেটাররা দেশে ফিরে এসে পরে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা।

বাংলাদেশ দল

নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), সাদমান ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, জাকির হাসান, মুমিনুল হক, মাহিদুল ইসলাম, লিটন দাস, জাকের আলী, মেহেদী হাসান মিরাজ (সহ-অধিনায়ক), তাইজুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, হাসান মাহমুদ ও হাসান মুরাদ।

সফর সূচি

তারিখ	ম্যাচ	ভেন্যু
২২-২৬ নভেম্বর	১ম টেস্ট	অ্যান্টিগা
৩০ নভে.-৪ ডিসে.	২য় টেস্ট	কিংস্টন
৮ ডিসেম্বর	১ম ওয়ানডে	সেন্ট কিটস
১০ ডিসেম্বর	২য় ওয়ানডে	সেন্ট কিটস
১২ ডিসেম্বর	৩য় ওয়ানডে	সেন্ট কিটস
১৫ ডিসেম্বর	১ম টি-টোয়েন্টি	সেন্ট ভিনসেন্ট
১৭ ডিসেম্বর	২য় টি-টোয়েন্টি	সেন্ট ভিনসেন্ট
১৯ ডিসেম্বর	৩য় টি-টোয়েন্টি	সেন্ট ভিনসেন্ট

থাইল্যান্ড থেকে এসেই মিরপুরের সুইমিংপুলে ঝড় তুলেছেন সামিউল। গতকাল এক দিনেই দুটি রেকর্ড গড়েছেন, জিতেছেন তিনটি সোনা। ছবি : শামসুল হক

সার্থক সামিউলের ফিরে আসা

জাতীয় সাঁতার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মহিলা বিভাগে চারটি ব্যক্তিগত সোনা জিতেছেন সোনিয়া আক্তার। সোনিয়া প্রথম দিনে জিতেছেন রিলেসহ তিনটি সোনা। কাল সোনা জেতেন ২০০ মিটার আইএম ও ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলেও।

বিশ্ব অ্যাকুয়াটিকসের বৃত্তি নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো এক বছরের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণে গত ১৫ সেপ্টেম্বর থাইল্যান্ডের ফুকেটে গিয়েছিলেন। পরশু মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে শুরু হওয়া ম্যাক্স গ্রুপ ৩৩তম জাতীয় সাঁতারে অংশ নিতে ঢাকায় ফিরেছেন। ফেরাটা সার্থকই হয়েছে সামিউল ইসলামের।

জাতীয় সাঁতারের প্রথম দুদিনে হওয়া সাতটি নতুন জাতীয় রেকর্ডের তিনটিই গড়েছেন রাজবাড়ীর ২০ বছর বয়সী তরুণ। প্রথম দিনে ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে ও গতকাল ২০০ মিটার ইনডিভিজ্যুয়াল মিডলে এবং ২০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে। সামিউলের দুটি ছাড়া কাল জাতীয় সাঁতারে রেকর্ড হয়েছে আরেকটি। ২০০ মিটার ব্রেস্টস্ট্রোকে ২০১৬ সালে গড়া নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন কিশোরগঞ্জের নিকলীর রোমানা আক্তার। এ নিয়ে প্রায় ৫ বছর পর সাঁতারে ফেরা রোমানার রেকর্ড হয়েছে দুটি। গতকাল পর্যন্ত দুটি ইভেন্টেই অংশ নিয়েছেন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর হয়ে সুদানে কাজ করে আসা রোমানা।

তবে তাঁকে ছাপিয়ে কাল সুইমিংপুলে আলো ছড়িয়েছেন সামিউল। গত বছর জাতীয় সাঁতারে তিনটি ইভেন্টে অংশ নিয়ে তিনটিতেই সোনা জিতেছিলেন। তিনটিই ছিল জাতীয় রেকর্ড। এবার প্রথম দুদিনে ৫টি ইভেন্টে অংশ নিয়ে ৫টিতেই জিতেছেন সোনা। নৌবাহিনীর হয়ে রিলেতে জিতেছেন একটি সোনা। ৪টি ব্যক্তিগত ইভেন্টের ৩টিতেই গড়েছেন নতুন জাতীয় রেকর্ড। ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলেই শুধু কাল রেকর্ড করতে পারেননি সামিউল। আজ তিনি ২০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে অংশ নেবেন। কাল নামবেন ৪০০ মিটার ফ্রিস্টাইল, ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক ও মিডলে রিলেতে। মোট ৯টি ইভেন্টে অংশ নিচ্ছেন এবার। আশা সব কটিতেই জিতবেন সোনা। বাকি ইভেন্টগুলোতেও রেকর্ড গড়ার আশা রাখছেন সামিউল।

মিরপুর সুইমিংপুলে কালকের দিনটা উচ্ছ্বাস-আনন্দেই কাটিয়েছেন সামিউল। *প্রথম আলো*র সঙ্গে কথোপকথনেও প্রকাশ পেয়েছে সেটা, ‘চেষ্টা করছি টাইমিংয়ে আরও উন্নতি করতে। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে, আমি খুশি। প্রতিযোগিতা শেষে ফুকেটে ফিরে যাব। ডিসেম্বরে হাঙ্গেরিতে বিশ্ব সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার কথা আছে।’

২০১৬ সালে সাঁতার ফেডারেশনের প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির আবিষ্কার সামিউল। তার আগপর্যন্ত কখনো সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি। সেই প্রতিভা অন্বেষণে ছিলেন নৌবাহিনীর কোচ জুয়েল আহমেদ। প্রতিভা চিনতে যে ভুল হয়নি, তা ভেবে আনন্দিত জুয়েল কাল মিরপুরের পুলে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, ‘সামিউল এখন ছেলেদের বিভাগে দেশসেরা। আমার বিশ্বাস, এবারও সে জাতীয় সাঁতারে সেরা হবে।’

ছেলেদের বিভাগে ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সামিউলের ধারেকাছে নেই কেউ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সাঁতারুরা একটির বেশি ব্যক্তিগত সোনা জেতেননি। তবে মহিলা বিভাগে সামিউলের সমান চারটি ব্যক্তিগত সোনা জিতেছেন সোনিয়া আক্তার (টুম্পা)। সোনিয়া প্রথম দিনে জিতেছেন রিলেসহ তিনটি সোনা। কাল সোনা জেতেন ২০০ মিটার আইএম ও ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইলেও। এ নিয়ে পাঁচটি ইভেন্টের সব কটিতেই জিতেছেন সোনা। সোনিয়া অংশ নেবেন মোট ১২টি ইভেন্টে। সামিউলের মতো তাঁরও আশা সব কটিতে সোনা জেতার।

বাংলাদেশের নারী সাঁতারুদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এখন সোনিয়া। ৩০ পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে। জাতীয় সাঁতারে সিনিয়র বিভাগে অংশ নেওয়া শুরু ২০০৭ সালে। তবে মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সে আসা তারও আগে, ২০০৩ সালে জুনিয়র বয়সভিত্তিক জাতীয় সাঁতারে। সে হিসাবে ২১ বছর ধরে আসছেন বাংলাদেশের সাঁতারের মূল ঠিকানায়। দীর্ঘ এই সময়ে জাতীয় সাঁতারে তাঁর সোনার সংখ্যা ১০০ পেরিয়েছে।

ঝিনাইদহের ভূতিয়াগাতির মেয়ে সোনিয়া বলেন, ‘সাঁতারকে অনেক ভালোবাসি। এ কারণে এখনো ছাড়তে পারিনি। বিকেএসপি থেকে বের হই ২০১০ সালে। তিন বছর ছিলাম আনসারে। ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে আছি। সেখানে থাকায় সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। নৌবাহিনীর সহযোগিতায়ই আসলে এত দূর আসতে পেরেছি।’

সোনিয়ার স্বামী আসিফ রেজাও সাঁতারু। দুই সাঁতারু মিলে সংসারজীবন শুরু করেন ২০২১ সালে। কুষ্টিয়ার আমলার ছেলে আসিফও জাতীয় সাঁতারে কম সোনা জেতেননি। এবার প্রথম দুদিনে একটি ব্যক্তিগত ইভেন্টে অংশ নিয়ে পেয়েছেন ব্রোঞ্জ। রিলেতে সোনা জিতেছেন নৌবাহিনীর হয়ে। স্বামী-স্ত্রীর জীবনটাই হয়ে গেছে সাঁতারময়। তৃপ্ত সোনিয়া বলছিলেন, ‘দুজন একসঙ্গে থাকায় সবকিছু ভালোভাবে করা যায়। একসঙ্গে অনুশীলন, খেলা...। খেলাটা তাই এত দিনেও ধরে রাখতে পেরেছি।’

অমিত হাসান : ২১৩ রান

গিলেস্পির রেকর্ড এখন অমিতের

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সেঞ্চুরিটা পরশু ম্যাচের প্রথম দিনই পেয়ে গিয়েছিলেন অমিত হাসান। কক্সবাজারে কাল ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেই থেমেছেন সিলেট অধিনায়ক। প্রথম সেঞ্চুরি পেয়েছেন সিলেটের আরেক ব্যাটসম্যান আসাদুল্লাহ আল গালিব। খুলনার বিপক্ষে ৭ উইকেটে ৪৯৬ রানে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে সিলেট। খুলনা দিন শেষ করেছে বিনা উইকেটে ৩ রান তুলে।

১০ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ব্যাটিং করে ৪৫৫ বলে ২১৩ রান করেছেন অমিত। ৪৪০ বলে ২০০ ছুঁয়ে বাংলাদেশের মাটিতে মন্থরতম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়েছেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। ২৩ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান ভেঙেছেন জেসন গিলেস্পির রেকর্ড। ২০০৬ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টে ৪২৫ বলে ২০০ ছুঁয়েছিলেন ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলা অস্ট্রেলিয়ার নাইটওয়াচম্যান জেসন গিলেস্পি।

চতুর্থ উইকেটে অমিতের সঙ্গে ২৫১ রানের জুটি গড়া গালিব ১১৫ রান করেছেন ২৪২ বলে।

ছোট পর্দায় আজ

৩য় ওয়ানডে	*টি স্পোর্টস ও নাগরিক*
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান	বিকেল ৪টা
জাতীয় ক্রিকেট লিগ	*ইউটিউব/বিসিবি*
ঢাকা বিভাগ-ঢাকা মহানগর	সকাল ১০টা
সিলেট-খুলনা	সকাল ১০টা
রংপুর-রাজশাহী	সকাল ১০টা
চট্টগ্রাম-বরিশাল	সকাল ১০টা
টেনিস	*সনি স্পোর্টস ৫*
এটিপি ফাইনালস	বিকেল ৪-৩০ মি.

২২ বছর পর...

পাকিস্তানের অস্ট্রেলিয়া জয়

খেলা ডেস্ক

‘সে অনেক অনেক কাল আগের কথা’—ঠাকুরমার ঝুলি-জাতীয় গল্পগুলোই সাধারণত শুরু হয় এমন বাক্য দিয়ে। পাকিস্তান ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফরে গেলেও ঘুরেফিরে আসত বাক্যটি। অস্ট্রেলিয়ায় পাকিস্তানের সিরিজ জয় তো রূপকথার গল্পই হয়ে গিয়েছিল। ২২ বছর—সময়ের হিসাবটা নাতিদীর্ঘ নয় মোটেও।

অবশেষে পাকিস্তানের সেই অপেক্ষা ফুরিয়েছে। ২০০২ সালের পর আবারও অস্ট্রেলিয়ায় দ্বিপক্ষীয় ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে দলটি। ২২ বছর আগের সাফল্যের পুনরাবৃত্তি সেই সিরিজের ফর্মুলা মেনেই করল পাকিস্তানিরা। ২০০২ সালেও প্রথম ম্যাচ হেরে যাওয়ার পরও ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিল পাকিস্তান। এবারও তা-ই হলো। ২২ বছর আগেও পেসারদের দাপটেই অস্ট্রেলিয়া জয় করেছিল পাকিস্তান। এবারও দলটির জয়ে বড় ভূমিকা পেসারদেরই। সেবার গতির ঝড়ে সিরিজসেরা হয়েছিলেন শোয়েব আখতার, এবার হারিস রউফ। আগেরবার যেখানে শোয়েব সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলেন ওয়াসিম আকরাম, ওয়াকার ইউনিসদের। এবার হারিসের সঙ্গী শাহিন আফ্রিদ ও নাসিম শাহরা। সেই নাসিম, ২০০২ সালে যাঁর জন্মই হয়নি।

পার্থে কাল অস্ট্রেলিয়াকে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু রেকর্ড উপহার দিয়েই তৃতীয় ওয়ানডেটা জিতে সিরিজ জিতল পাকিস্তান। টসে হেরে এ ম্যাচেও অস্ট্রেলিয়াকে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিল পাকিস্তান। ৪ পেসারের তোপে ৩১.৫ ওভারে ১৪০ রান তুলতেই গুটিয়ে যায় স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। আগের ম্যাচের রেকর্ড ভেঙে পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডেতে এটাই এখন তাদের দলীয় সর্বনিম্ন। যে ম্যাচের ফল সাইম আইয়ুব ও আবদুল্লাহ শফিকের ৮৪ রানের উদ্বোধনী জুটিতেই নিশ্চিত হয়ে যায়। সাইম করেন ৪২ রান, শফিক ৩৭। ১ রানের মধ্যে দুই ওপেনার ফিরলেও ৫৮ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়ে পাকিস্তানকে জয়ের কাছে পৌঁছে দেন বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান।

পাকিস্তানের ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্রামনীতিও একটু ভূমিকা রেখেছে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচে আগের ঘোষণা অনুযায়ী স্টিভেন স্মিথ, মারনাস লাবুশেন, প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, জশ হ্যাজলউডদের বিশ্রাম দিয়েছে। তবে ২০২৩ বিশ্বকাপের পর এই প্রথম ওয়ানডে সিরিজ খেলা পাকিস্তানও ছিল নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে পরীক্ষার অপেক্ষায়।

সেই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েই পাস করেছেন রিজওয়ান। বিশেষ করে পেস বোলারদের যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তাতে বিশেষজ্ঞরা প্রশংসায় ভাসাচ্ছেন পাকিস্তান অধিনায়ককে। উদাহরণ হিসেবে হারিস রউফের কথাই বলা যায়। ২০২৩ বিশ্বকাপের পাওয়ারপ্লেতে নিয়মিত বোলিং করে ওভারপ্রতি প্রায় সাড়ে ৯ করে রান দিয়েছেন এই পেসার। রিজওয়ান এবার হারিসকে পাওয়ারপ্লেতে একবারের জন্যও আনেননি। সিরিজে ওভারপ্রতি ৫ রান দিয়ে ১০ উইকেট নিয়ে অধিনায়কের সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন হারিস।

পাকিস্তানি বোলারদের দাপটে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার কোনো ব্যাটসম্যান ফিফটি করতে পারেননি। দলটির ওয়ানডে ইতিহাসে কোনো দ্বিপক্ষীয় সিরিজে এমন ঘটনা এটাই প্রথম। সিরিজে তাঁদের ব্যাটিং গড় ১৬.৮৮। ঘরের মাঠে এটিও তাঁদের ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

এভাবে সিরিজ জয়কে ‘বিশেষ মুহূর্ত’ বলছেন রিজওয়ান। একই সঙ্গে রিজওয়ান তাঁর অধিনায়কত্ব নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে তিনি যা বলেছেন, সেটার মর্মার্থ হতে পারে এ রকম—পাকিস্তান দলে তাঁর রাজত্বে সবাই রাজা! তিনি নিজে শুধু টস আর পুরস্কার বিতরণীর জন্য অধিনায়ক! ম্যাচ শেষে রিজওয়ান তাঁর কথার শুরুটা করেছেন এভাবে, ‘আমার জন্য বিশেষ মুহূর্ত। দেশের মানুষ আজ খুব খুশি হবে। গত দুই বছর আমরা প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো খেলতে পারিনি।’ এরপরও নিজের অধিনায়কত্বের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেন রিজওয়ান, ‘আমি শুধু টস আর পুরস্কার বিতরণীর অধিনায়ক—মাঠে সবাই আমাকে পরামর্শ দেয়; ব্যাটিং গ্রুপ ও বোলিং গ্রুপ, সবাই।’ দুই দল এখন তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে। বৃহস্পতিবার ব্রিসবেনে হবে প্রথম ম্যাচ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অস্ট্রেলিয়া : ৩১.৫ ওভারে ১৪০/৯ (অ্যাবট ৩০, শর্ট ২২, জাম্পা ১৩; আফ্রিদি ৩/৩২, নাসিম ৩/৫৪)।
পাকিস্তান : ২৬.৫ ওভারেই ১৪৩/২ (সাইম ৪২, শফিক ৩২, রিজওয়ান ৩০*; মরিস ২/২৪)।
ফল : পাকিস্তান ৮ উইকেটে জয়ী।
সিরিজ : পাকিস্তান ২-১ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যাচ ও সিরিজসেরা : হারিস রউফ।

হারিস রউফ : ১০ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা। ছবি : এএফপি

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেন শ্রমিকেরা। গতকাল বেলা আড়াইটায় গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকায়। ছবি : মাসুদ রানা

গাজীপুরে ৩৭ ঘণ্টা ধরে মহাসড়ক আটকে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বকেয়া বেতনের দাবিতে ৩৭ ঘণ্টা ধরে শ্রমিকেরা ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছেন। তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুর মহানগরীর মালেকের বাড়ি এলাকার টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার শ্রমিকেরা ওই কর্মসূচি পালন করছেন। মহাসড়ক অবরোধের কারণে উভয় দিকে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

গত শনিবার সকাল পৌনে নয়টা থেকে শুরু হওয়া শ্রমিকদের অবরোধ গতকাল রোববার সন্ধ্যা পৌনে ১০টায় শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ ছাড়া গতকাল শ্রমিক আন্দোলনসহ বিভিন্ন কারণে জেলার ১৩টি কারখানা বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

গতকাল সকালে কথা হয় কারখানার শ্রমিক মো. সুমন মিয়ার সঙ্গে। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতক্ষণ বেতন না পাব, ততক্ষণ মহাসড়ক ছাড়ব না।'

গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও শ্রমিকেরা জানান, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মালেকের বাড়ি এলাকায় টিএনজেড অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানাটি অবস্থিত। ওই কারখানার শ্রমিকদের বেতন-ভাতা না দিয়ে কর্তৃপক্ষ কারখানা বন্ধ রেখেছে। শ্রমিকেরা দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের বেতন পরিশোধের দাবি জানিয়ে আসছেন। সর্বশেষ গত মঙ্গলবার সকালে শ্রমিকেরা কারখানার সামনে জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে তাঁরা মালেকের বাড়ির কলম্বিয়া মোড় এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। শ্রমিকদের বেতন দ্রুত পরিশোধ করা হবে, এমন আশ্বাস দেওয়া হয়। তবে শ্রমিকেরা বেতন পাননি।

শনিবার সকাল আটটা থেকে শ্রমিকেরা আবার কারখানার সামনে জড়ো হতে থাকেন। একপর্যায়ে সকাল পৌনে নয়টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ শুরু করেন তাঁরা।

গাজীপুর শিল্পাঞ্চলের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ সারোয়ার আলম বলেন, 'কয়েক দফা শ্রমিকদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত তাঁদের বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অতীতে মালিকপক্ষ কথা রাখেনি, এমন অভিযোগ তুলে শ্রমিকেরা অবরোধ তুলে নেননি।'

মার্চের মধ্যে শ্রম আইন সংশোধনে অধ্যাদেশ

শ্রম মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিং

পোশাক খাতের সমস্যা নিরসনে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে ১৮ দফা সমঝোতা হয়েছিল, তার অগ্রগতি নিয়ে সমন্বয় সভায় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

> কারখানামালিকদের মধ্যে যাঁরা এখনো শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেননি, তাঁদের অনেকেই মনে করছেন সরকার তা দিয়ে দেবে। কিন্তু সরকারের এটা কাজ নয়। সরকার এ ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে, করছেও।
>
> **আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া**
> শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে অধ্যাদেশ জারি করবে অন্তর্বর্তী সরকার। শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা, তাঁদের চাকরিকালীন সুবিধা দেওয়া এবং নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২০ দিন করার বিষয়গুলো অধ্যাদেশে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

সচিবালয়ে গতকাল রোববার 'বর্তমান শ্রম পরিস্থিতি পর্যালোচনা'বিষয়ক সমন্বয় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান শ্রম ও কর্মসংস্থানসচিব এ এইচ এম সফিকুজ্জামান।

শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) প্রশাসক আনোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ নিট পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে পোশাক খাতের সমস্যা নিরসনে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যে ১৮ দফা সমঝোতা হয়েছিল, সেগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিবেদন বৈঠকে উপস্থাপন করা হয়। ওই ১৮ দফা সমঝোতার একটি ছিল বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করা।

বৈঠকের পর শ্রম উপদেষ্টা বলেন, তিন মাস আগে বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার সময় পোশাক খাতের অবস্থা নাজুক ছিল। এখন পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। ১৮ দফার অনেক কিছুরই বাস্তবায়িত হয়েছে। পোশাক খাতের পাওনা পরিশোধের বিষয় অনেক জটিল। সরকারের কাজও এটা নয়। দেখা যায়, মালিক দেউলিয়া হয়ে গেছেন। ব্যাংক থেকে পাঁচ কোটি টাকা নিতে পারছেন না বলে তিনি মজুরি দিতে পারছেন না। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, এই মালিক ২০০ কোটি টাকার ঋণখেলাপি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, কারখানামালিকদের মধ্যে যাঁরা এখনো শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেননি, তাঁদের অনেকেই মনে করছেন সরকার তা দিয়ে দেবে। কিন্তু সরকারের এটা কাজ নয়। সরকার এ ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে, করছেও।

শ্রম উপদেষ্টা ও শ্রমসচিব সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকে যোগ দিয়ে তিন দিন আগে দেশে ফিরেছেন। এবারের অভিজ্ঞতা বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, আগের সরকারের আইনমন্ত্রীর (আনিসুল হক) নেতৃত্বাধীন দলকে আইএলও পর্ষদে অপদস্থ করা হয়েছে। অথচ এবারের চিত্র ছিল ভিন্ন। বাংলাদেশের পদক্ষেপগুলো নিয়ে বরং প্রশংসাই পাওয়া গেছে। কয়েকটি দেশ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা তুলে নেওয়ার কথাও বলেছে।

শ্রম অধিকার বাস্তবায়নে ঘাটতির অভিযোগ এনে জাপানসহ ছয়টি দেশ আইএলওতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এই মামলা করেছিল।

সূচনা বক্তব্যে শ্রমসচিব বলেন, অনেক আলোচনার পর গত ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮ দফা নিয়ে মালিক-শ্রমিকপক্ষের চুক্তি হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়িত হলে অসন্তোষ হওয়ার কথা নয়। অথচ অসন্তোষের কারণে ঢাকা-ময়মনসিংহের রাস্তা এই মুহূর্তেও (গতকাল বেলা একটা) বন্ধ। দু-একটি কারখানা অসন্তোষ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ন্যূনতম মজুরি পুনর্মূল্যায়ন, হাজিরা বোনাসহ টিফিন বিল ও নাইট বিল দেওয়া, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা প্রত্যাহার, রেশন চালু, ঝুট ব্যবসা বন্ধে কেন্দ্রীয় তদারক ব্যবস্থা, জুলাই বিপ্লবে শহীদ ও আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা দেওয়া ইত্যাদি ছিল ১৮ দফার অন্যতম বিষয়। এগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

কপ২৯
বাকু, আজারবাইজান

দরিদ্র দেশগুলোর অর্থ সহায়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে জলবায়ু সম্মেলন শুরু

বিবিসি

আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে শুরু হয়েছে জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন। আজ সোমবার শুরু হয়ে এই সম্মেলন চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। বৈশ্বিক জলবায়ু সংকট সমাধানের লক্ষ্যে এ সময়টাতে প্রায় ২০০ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা একত্র হবেন। এবারের সম্মেলনের মূল লক্ষ্য জলবায়ু সংকটের ভুক্তভোগী দরিদ্র দেশগুলোকে আরও অর্থসহায়তা দেওয়ার পথ খুঁজে বের করা।

জাতিসংঘের বার্ষিক এই জলবায়ু সম্মেলন 'কপ' নামে পরিচিত। এর পূর্ণ রূপ 'কনফারেন্স অব পার্টিস'। এবার বাকুতে কপের ২৯তম আসর বসেছে। ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের 'ইউনাইটেড নেশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রায় ২০০ দেশ কপের সদস্য। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব সামাল দিতে প্রতিবছর সদস্যদেশগুলোর প্রতিনিধিরা একত্র হন।

জলবায়ু সংকট সমাধানে উৎসাহ দিতে কপের শুরুতে সাধারণত সদস্যদেশগুলোর প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রীরা যোগ দেন। তবে এবার কয়েকটি বড় অর্থনীতি এবং সর্বাধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা উপস্থিত থাকছেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে যোগ দেবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আফগানিস্তানের তালেবান সরকার প্রথমবারের মতো সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছে। জলবায়ু সংকটের পাশাপাশি ইউক্রেন ও গাজায় চলমান যুদ্ধ এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটও নেতাদের আলোচনার টেবিলে উঠবে।

এবারের কপ ২৯ সম্মেলনে আলোচনার মূল বিষয় হলো অর্থ। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তির আওতায় বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২০৩০ সালের মধ্যে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিশ্বনেতারা। এ লক্ষ্যে কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি সামলাতে ২০২৫ সাল নাগাদ উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থসহায়তা দিতে রাজি হয়েছিল বড় অর্থনীতির দেশগুলো। তবে এখন পর্যন্ত সেই সহায়তার পরিমাণ সন্তোষজনক নয়। আর উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় থাকা বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণকারী চীন ও উপসাগরীয় দেশগুলো এই সহায়তা তহবিলে অর্থ দিচ্ছে না।

আরব আমিরাতে গত কপ সম্মেলনে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর বিষয়ে যে ঐকমত্য হয়েছিল, সেটিও এবার এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। তবে এর সফলতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ, চলতি বছর জি-২০ সম্মেলনে কিছু দেশ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর প্রতিশ্রুতি থেকে সরে দাঁড়ানোর আভাস দিয়েছে। আর সম্প্রতি কলম্বিয়ায় জাতিসংঘের পরিবেশ সংরক্ষণবিষয়ক আলোচনাও কোনো ঐকমত্য ছাড়া শেষ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর জলবায়ু নিয়ে নানা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি তিনি ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছেন। পরিবেশবান্ধব জ্বালানিকে তিনি বরাবরই একটি 'প্রতারণা' বলে উল্লেখ করেছেন। প্যারিস চুক্তি থেকেও তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিতে চান। ফলে জলবায়ু সহায়তা তহবিলে যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এবারের সম্মেলনে হয়তো প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন জলবায়ু বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে। তবে তারা এটাও জানে যে এই পদক্ষেপগুলো এগিয়ে নিতে ট্রাম্প প্রশাসন বাধ্য নয়।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিস্থিতি যখন প্রতিবছরই আরও তীব্র আকার ধারণ করছে, তখন কপ সম্মেলন সফল করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের অধ্যাপক জোয়েরি রগেলজ। তিনি বলেন, 'প্রতিবছর আমাদের পৃথিবী যে একটু একটু করে উষ্ণ হচ্ছে, তা থামাতে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়।'

রাজশাহীর দুর্গাপুর

খেজুর গুড়ের সম্মেলন। তাই রস খেয়েই উদ্বোধন। শনিবার দিনব্যাপী মিষ্টিমধুর এই আয়োজন ছিল রাজশাহীর দুর্গাপুরের এক খেজুরবাগানে। ছবি : প্রথম আলো।

খেজুরবাগানে গুড় সম্মেলন

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, *রাজশাহী*

সকালে অতিথিদের আপ্যায়নে ছিল খেজুরের রস। পরে চা, তা-ও খেজুরের গুড়ের। ভাত খাওয়ার পর ডেজার্ট হিসেবে ছিল ঘ্রাণ ছড়ানো নতুন খেজুরের গুড়। শেষ আকর্ষণ ছিল খেজুর রসের হাঁড়ি ভাঙা। পুরস্কার ছিল খেজুরপাতার শীতলপাটি। ছবি তোলার ফ্রেম বানানো হয়েছিল খেজুরপাতা দিয়েই। এই আয়োজন ছিল দেশের খেজুর গুড় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রথম সম্মেলনে। রাজশাহীর দুর্গাপুরের এক খেজুরবাগানে শনিবার দিনব্যাপী এই আয়োজনে যোগ দেন সারা দেশের ১৬০ জন খেজুর গুড়চাষি ও ব্যবসায়ী। সম্মেলনের স্লোগান ছিল 'ঐতিহ্যের পথে প্রজন্মের সাথে'। আলোচনায় ঠাঁই পায় মানসম্মত খেজুর গুড় উৎপাদন ও বিপণনপ্রক্রিয়া এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে জানা। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল 'গুড় ব্যাপারীদের আড্ডাখানা' নামের একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম।

ব্যতিক্রমী এই সম্মেলনে যাঁরা আসেন, তাঁদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন বা করছেন। তাঁরা চাকরির দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়েছেন। সৃষ্টি করেছেন কর্মসংস্থান।

রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার ঝালুকা ইউনিয়নের ছত্রাগাছা গ্রামের রাস্তা দিয়ে মাঠের দিকে যেতেই চোখে পড়ল খেজুরগাছের সঙ্গে হেলান দেওয়া একটি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা রয়েছে, 'খেজুর গুড় উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের প্রথম সম্মেলন-২০২৪।' তাতে তিরচিহ্ন দিয়ে পথ দেখানো রয়েছে। হাতের ডান পাশে এক সারি খেজুরগাছ, বাঁ পাশে বড় একটি পুকুর। মাঝখানে সরু পথ চলে গেছে ওই খেজুরবাগানের দিকে। দুই মিনিটের পথ টেনে নিয়ে গেল সেই বাগানে। সেখানেই শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। বাগানের উত্তর পাশে মরিচখেত, পশ্চিম পাশে লাউমাচা, পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে খেজুরগাছের সারি। মাঝখানে মঞ্চ।

একটি নালা টপকে অনুষ্ঠানস্থলে ঢুকতেই ছবি তোলার ফ্রেম। খেজুরপাতার ফ্রেমে একে একে সবাই মাথা ঢোকাতে লাগলেন। পাশেই সকালের তাজা খেজুরের রস। তবে একজন এক কাপের বেশি নয়। অবশ্য খেজুর গুড়ের চা যে যতবার পারছেন, পেয়ালায় ভরছেন।

এর মধ্যে শুরু হলো আনুষ্ঠানিকতা। মঞ্চে বসলেন চাঁপাই আমবাগানের স্বত্বাধিকারী শাহাবুদ্দীন। এ আয়োজনের গোড়ার কথা শোনালেন দুর্গাপুরের পল্লী খাবারের মো. সাদিকুর রহমান। তিনি অর্গানিক পণ্য উৎপাদন করেন। তিনি বলেন, অনলাইন ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন পণ্য নিয়ে গ্রুপ আছে কিন্তু; গুড় নিয়ে গ্রুপ নেই। তিনি এই গ্রুপ গঠনের জন্য তাঁর ফেসবুক পেজ থেকে ডাক দেন। প্রথমে ১৭ জন চাষি ও ব্যবসায়ী সাড়া দেন। দুই মাসের মাথায় সারা দেশের ৩০০ জনের বেশি যুক্ত হন এই গ্রুপে।

তাঁর কথায় বোঝা গেল, দেশে খেজুর গুড়ের খ্যাতির শীর্ষে যশোর জেলার অবস্থান।

খেজুরগাছটাই যেন স্বাগত জানাচ্ছে, এই পথে যেতে হবে সম্মেলনে। ছবি : প্রথম আলো।

সেই গুড়ের সম্মেলন কেন রাজশাহীতে আয়োজন করা হলো। কারণ, রাজশাহীর ছেলে সাদিকুর এর স্বপ্নদ্রষ্টা।

অনুষ্ঠানে খেজুর গুড়ের ইতিবাচক-নেতিবাচক প্রচার নিয়ে কথা বললেন আল মদিনা হানি অ্যাগ্রো এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী আকমল হোসেন মাহমুদ। নাটোরের তাহমিনুর রহমান বললেন, আইনের ভাষায় ভেজাল খাদ্য কী, ভেজাল প্রমাণ হলে কী শাস্তি হতে পারে, খেজুর গুড় উৎপাদন ও বিপণনকারীদের কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত। গুড়ের গুণগত মান ঠিক রাখার প্রক্রিয়া নিয়ে বললেন পালকি ফুড লিমিটেডের সারোয়ার জাহান। তাঁর কথা, গুড় ভালো করতে হলে ভালো গাছ, ভালো গাছি লাগবে। তিনি বলেন, 'ইউরোপে গুড়ের চকলেটের চাহিদা রয়েছে। আমরা করতে পারলে এই গুড়কে ঘিরে দেশে শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে পারে।'

স্বাদের ভুবনের স্বত্বাধিকারী তরিকুল ইসলাম বলেন, খেজুর গুড়ের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় ঐতিহ্য হারাতে বসেছিল। অনেক খেজুরগাছ কাটা পড়ছিল। বিগত কয়েক বছরে অনলাইন উদ্যোক্তাদের কারণে খেজুর গুড়ের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। যে কারণে চাষিরা ভালো দাম পাচ্ছেন। নতুন করে খেজুরগাছ রোপণ হচ্ছে।

সম্মেলনে গুড়ের শক্ত বা নরম অবস্থা, গুড়ের তিতকুটে স্বাদ, গুড়ের প্রাকৃতিক অ্যাসিডিক বৈশিষ্ট্য, সংরক্ষণের নিয়ম, দুধের ছানা কেন কাটে, দুধে গুড় মেশানোর নিয়ম নিয়ে সবার জন্য প্রচারপত্র তৈরি করা হয়।

শেষ পর্ব ছিল রসের হাঁড়িভাঙা খেলা। চোখবাঁধা অবস্থায় হাঁড়ি ভেঙে পুরস্কার জিতে নেন ফেনীর মহিপালের ইফাত হোসেন, মাদারীপুরের শাহিন ও নাটোরের মো. ইব্রাহিম। হাঁড়িতে বাড়ি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রস যেভাবে ছিটকে পড়ে, উপস্থিত সবার উচ্ছ্বাস ছিল ঠিক তেমনই।

এ সম্মেলনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল ডেজার্ট আইটেম। খাওয়াদাওয়া শেষে ঝিনাইদহের লিখন আহমেদ একটি বাটিতে সেখানকার নতুন খেজুরের গুড় আর চামচ নিয়ে ঘুরছেন। সবাই তাঁর কাছ থেকে এক চামচ করে গুড় মুখে দিচ্ছেন। আর কেউ কেউ সৈয়দ মুজতবা আলীর 'রসগোল্লা' গল্পের সেই বড়কর্তার মতো চোখ বন্ধ করে যেন স্বাদ নিচ্ছিলেন।

মাহবুবুর আলম

জহুরা বেগম

মহিলা লীগ নেত্রীকে যুবদল নেতা

চার্জশিট থেকে কাটা যাবে, যোগাযোগ কইরেন, কাইটে দিমুনি

প্রতিনিধি, *জামালপুর*

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি জহুরা বেগমের সঙ্গে উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মাহবুবুর আলমের (লাভলু) মুঠোফোনে কথোপকথনের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে মহিলা লীগ নেত্রীর নাম মামলা থেকে বাদ দিতে যুবদল নেতাকে প্রতিশ্রুতি দিতে শোনা যায়।

গত শনিবার বিকেলে ওই দুজনের কথোপকথনের ২ মিনিট ৫৩ সেকেন্ডের একটি অডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। অডিওটি *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে যাচাই করা এবং তাঁদের দুজনের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তবে যুবদল নেতা মাহবুবুর আলম স্থানীয় সংবাদকর্মীদের বলেছেন, একটি ছেলে ওই ফোন ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি সহজ-সরল মানুষ। তাঁকে কেউ ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন।

জহুরা বেগম বকশীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সদ্য অপসারিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান। গত ৪ আগস্ট বকশীগঞ্জে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় ১ নভেম্বর ৩৩ জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেন গোলাম মোস্তফা নামের এক বিএনপি নেতা। ওই মামলার ৩২ নম্বর আসামি জহুরা বেগম।

ওই মামলা থেকে নাম বাদ দেওয়া নিয়ে যুব মহিলা লীগ নেত্রী ও যুবদল নেতার মধ্যে মুঠোফোনে কথা হয়। এতে জহুরা বেগম বলেন, 'এখন এটা (তাঁর নাম) কি চার্জশিট থেকে কাটা যাবে?' উত্তরে মাহবুবুর আলম বলেন, 'চার্জশিট থেকে কাটা যাবে। তখন আপনি যোগাযোগ কইরেন, কাইটে দিমুনি।'

জহুরা বেগম আবারও বলেন, 'এখন কোনো কিছু করা যাবে না?' উত্তরে মাহবুবুর আলম বলেন, 'এখন তো কিছু করা যাবে না। তবে মানিক ভাইয়ের (উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মানিক সওদাগর) সঙ্গে বসে কথা বলতে হবে।'

কথোপকথনের ব্যাপারে জানতে জহুরা বেগমের মুঠোফোন নম্বরে একাধিকবার কল করা হলেও বন্ধ পাওয়া যায়। অন্যদিকে যুবদল নেতা মাহবুবুর আলমের মুঠোফোনে একাধিকবার কল করলেও তিনি ধরেননি।

২২টি দল ও জোটকে চিঠি দিচ্ছে সংস্কার কমিশন

নির্বাচনব্যবস্থা

লিখিত মতামত চেয়ে শিগগিরই দলগুলোর কাছে চিঠি দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হবে না।

> সংস্কার কমিশন রাজনৈতিক দলসহ সবার মতামত চায়। যাতে একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি করা যায়।
>
> **বদিউল আলম মজুমদার**, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্বাচনব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মতামত ও প্রস্তাব চাইবে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। লিখিত মতামত চেয়ে শিগগিরই দলগুলোর কাছে চিঠি দেওয়া হবে। তবে আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটসঙ্গীদের কাছ থেকে মতামত নেওয়া হবে না। কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন দু-এক দিনের মধ্যে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ ২২টি রাজনৈতিক দল ও জোটের কাছে মতামত চেয়ে চিঠি দেবে। কোন কোন দলের কাছ থেকে মতামত চাওয়া হবে, সে বিষয়ে ওই কমিশনকে সরকারের দিক থেকে একধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এখন নির্বাচন কমিশনে আওয়ামী লীগসহ ৪৮টি রাজনৈতিক দল নিবন্ধিত আছে। নিবন্ধিত সব দলকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে না। আবার নিবন্ধিত নয়, এমন কোনো কোনো দলও চিঠি পাবে। অবশ্য চাইলে এর বাইরে যেকোনো দল, সংগঠন বা ব্যক্তি সংস্কার বিষয়ে তাদের মতামত বা প্রস্তাব দিতে পারবে। ডিজিটাল মাধ্যমে সবার মতামত ও প্রস্তাব দেওয়ার সুযোগ আছে।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের প্রায় দুই মাস পর গত ৩ অক্টোবর নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন গঠন করে অন্তর্বর্তী সরকার। এই কমিশন মূলত নির্বাচনসংশ্লিষ্ট আইন-বিধিগুলো পর্যালোচনা করছে। পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের বিষয়ে মানুষের মতামত নিচ্ছে। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেজ, মেসেঞ্জার এবং ই-মেইলে মতামত দেওয়া যাচ্ছে। ২২ অক্টোবর মতামত নেওয়া শুরু হয়। ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত মতামত দেওয়া যাবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট মতামত ও প্রস্তাব নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো আলোচনা বা সংলাপ করবে না সংস্কার কমিশন। তাদের কাছ থেকে শুধু লিখিত মতামত বা প্রস্তাব নেওয়া হবে। এ ছাড়া সাবেক নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, সাংবাদিকসহ কিছু অংশীজনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করবে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। সাবেক তিনজন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে আলোচনা করার কথা রয়েছে কমিশনের। তবে এর মধ্যে গত তিনটি নির্বাচন কমিশনের কেউ নেই। আগামীকাল একজন সাবেক সিইসির সঙ্গে আলোচনায় বসবে সংস্কার কমিশন।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, সংস্কার কমিশন রাজনৈতিক দলসহ সবার মতামত চায়। যাতে একটি যুগোপযোগী ও কার্যকর নির্বাচনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি করা যায়।

আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রস্তাব জমা দেবে কমিশন। এরপর সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার। প্রস্তাব তৈরির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় পর্যালোচনা করবে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। ইতিমধ্যে সংবিধানের নির্বাচনসংক্রান্ত বিধান, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব আইন ও বিধি, নির্বাচনসংক্রান্ত সব ফরম পর্যালোচনা করছে কমিশন।

বিদ্যমান নির্বাচনপদ্ধতি, নির্বাচন পরিচালনা ব্যবস্থা, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ এবং প্রবাসী ও নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় আইন ও কারিগরি দিকও পর্যালোচনা করছে সংস্কার কমিশন। তারা বাংলাদেশে অতীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলো মূল্যায়ন করে নির্বাচনের দুর্বলতা ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলোও চিহ্নিত করবে।

বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা এবং শিক্ষণীয় দিকগুলো চিহ্নিত করার কাজও করবে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। এ ছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের সুপারিশও থাকবে। সে ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মাঠ প্রশাসন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিবন্ধকের কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের লক্ষ্যে প্রস্তাবনা তৈরি করা হবে। এ বিষয়গুলো সংস্কার কমিশনের কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

নভেম্বরের প্রথম ১০ দিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত ও মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

চলতি নভেম্বর মাসের প্রথম ১০ দিনে দেশে ডেঙ্গুতে যত মৃত্যু ও আক্রান্ত হয়েছে, তা এ বছরের কোনো মাসে এ সময়ে হয়নি। নভেম্বর মাসে যেভাবে ডেঙ্গু রোগী বাড়ছে এবং তাতে মৃত্যু হচ্ছে, তারও নজির নেই। এ মাসে সাধারণত ডেঙ্গুর প্রকোপ কম থাকে, আবার এর সংক্রমণও নিম্নমুখী হয়।

এদিকে দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ২৪ ঘণ্টায় আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত এডিস মশাবাহিত এ রোগে আক্রান্ত হয়ে ৩৫৫ জনের মৃত্যু হলো। গতকাল রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ২৪ ঘণ্টায় ১ হাজার ৩৩৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ মাসের প্রথম ১০ দিনে ডেঙ্গুতে ৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম ১০ দিনে এত মৃত্যু বছরের আর কোনো মাসে হয়নি। আর গত ১০ দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০ হাজার ১৯৪।

এ পর্যন্ত এ বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে অক্টোবর মাসে। সেই মাসের প্রথম ১০ দিনে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আর আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮ হাজার ৩২৩। আগের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ১০ দিনে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল, আর আক্রান্ত হয়েছিলেন সাড়ে ৩ হাজার।

দেশে এর আগে দেখা গেছে, ডেঙ্গুর প্রকোপ সেপ্টেম্বর মাস থেকেই কমে যায়। তবে ব্যতিক্রম ছিল ২০২২ সাল। সে বছর সর্বোচ্চ সংক্রমণ হয়েছিল অক্টোবর মাসে। আর নভেম্বরে হয়েছিল সর্বোচ্চ মৃত্যু। তবে নভেম্বর মাসে সংক্রমণ কমে যেতে শুরু করেছিল। এবার তার ব্যতিক্রম।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য নজরুল ইসলাম গতকাল এ প্রসঙ্গে *প্রথম আলোকে* বলেন, মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি কীভাবে চলছে, তা একটি বড় বিচার্য বিষয়। ডেঙ্গু ঢাকার বাইরেও অনেকটা ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু ঢাকায় মশকনিধনের কর্মসূচি যতটা কার্যকর, ঢাকার বাইরে এর কিছুই নেই। এর মধ্যে পৌরসভাগুলো ভেঙে দেওয়ায় সেখানে মশকনিধনে যতটুকু কার্যক্রম ছিল, তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেন, অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা হাসপাতালে আসতে দেরি করছেন। তাতে পরিস্থিতি নাজুক হয়ে যাচ্ছে।